জগদ্ধাত্রী

নাটক।

অজাত-শত্রু

এ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহার শত্রু
জন্মায় নাই ;
এ নাটকও তাই।
ইহাতে সেবানন্দের বৈষ্ণব আশ্রম,
আজীবকের বৈদিক যজ্ঞাগার,
কাশ্যপের বৌদ্ধমঠ, অজাত-শত্রুর
উচ্চস্তম্ভ বিচারালয়—সমান
যত্নে প্রতিষ্ঠিত।
ইহার বিরুদ্ধবাদী নাই—
এ এক অপরাজেয়, অদ্বিতীয়,
অভিনব সৃষ্টি।
অভিনীত ও
অপ্রতিদ্বন্দ্বী গণেশ অপেরায়।
ইহাতে আরও আছে—
ক্ষেমা বেণুর পাতিব্রত্য দ্বন্দ্ব,
সনাতনীর রাধাভাব,
সর্ব্বচিত্ত বিনোদন সেই উষার উদয়।
মূল্য ১৷৷৴০ মাত্র।

জগদ্ধাত্রী

নাটক।

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী-প্রণীত।

গণেশ অপেরাপার্টি কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—

শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, সন ১৩৩২ সাল,

স্থান—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

গণেশ অপেরা,
কলিকাতা।
২০ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট,
১৩৩৭

মূল্য ১॥০ মাত্র।

গ্রন্থকারের অন্যান্য নাটক

কুবলাশ্ব	১॥৹
প্রিয়ব্রত	১॥৹
যজ্ঞাহুতি	১॥৹
কালচক্র	১॥৹
পৃথিবী	১॥৹
পঞ্চনদ	১॥৹
জাহ্নবী	১॥৹
বিন্ধ্যা-বলি	১॥৹
আদিশূর	১॥৹

Published by R. K. Mondal.
20, Natherbagan Street. Calcutta.
Printed by L. M. Ray.
LALIT PRESS.
116, Manicktala Street, Calcutta.

1931.

নরকাসুর	১॥৹
ধনুর্যজ্ঞ	১॥৹
দাক্ষিণাত্য	১॥৹
ছিদ্র-কলস	॥৹
প্রাণে প্রাণে	॥৹
কৈকেয়ী	১॥৹
অজাত-শত্রু	১॥৹
বজ্র-সৃষ্টি [যন্ত্রস্থ]	১॥৹

উৎসর্গ।

গোপাল! পুত্র! আসিলে আর চলিলে! কি জন্য আসিলে? কেনই বা চলিলে? কিছুই বলিলে না! কিছুই বুঝিতে দিলে না! করিলে কি! আমি তোমায় অভিযুক্ত করিতাম, কিন্তু—আমি পিতা—যাও, অনুগ্রহই করিতেছি,—এত ক্ষিপ্রপদে আসা যাওয়া তোমার, নিশ্চয় তুমি পরিশ্রান্ত—বিশ্রাম কর 'জগদ্ধাত্রীর' কোলে।

প্রবেশ।

নাটক জগদ্ধাত্রী—তাহার ভূমিকা; স্বপ্ন-মন্দির আরোহণে শূন্য-পথ প্রদর্শন; সকলটুকুই পাগলামি! যাই হোক, যখন ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সমগ্র-বক্ষ পদব্রজেই পর্য্যটন করিলাম, তখন কথার কথায় সে ভ্রমণ-কাহিনীর বিজ্ঞাপন দিতেই বা দোষ কি?

এ আমার ঠিক ভূমিকা নয়; আমি আমার কৃতিত্বের আড়ম্বর করি না। বলি না—পাঠক! আসুন, দেখুন,—আমার রচনা, চমৎকৃত হে'ন, আমায় ধন্য ধন্য করুন। আমি বলিতে চাই—মাত্র আমার উদ্দেশ্য। নাটকে কতদূর তাহা প্রমাণিত হইয়াছে—জানি না, হয় ত কিছুই হয় নাই, না হওয়াই সম্ভব—তাহাতে কি? উদ্দেশ্য থাকিলেই যে কৃতকার্য্য হইতে হইবে, তাহার এমন কি কথা আছে?

বর্ত্তমানে আমি বলিতে চাই—ব্রহ্ম আর শক্তি, জ্ঞান আর ভক্তি, এই ভেদভাব—এই দ্বন্দ্বের কল্পনা—এই একমেবাদ্বিতীয়ংনাস্তিমুখর সত্যের জগতের—কলঙ্কের। আমার ধারণা—শক্তিই ব্রহ্ম, ভক্তিই জ্ঞান। ব্রহ্ম বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই, শক্তিই ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব-ব্যাপিনী; পৃথক্ জ্ঞান অজ্ঞানতার নামান্তর—ভক্তিই জ্ঞানময়ী মুক্তিবিধায়িনী। সৃষ্টির কারণরূপা—শক্তি, প্রকৃত জ্ঞানের প্রসূতি—ভক্তি। আর এই অমল একোক্তিভাবের অরুণ রঙে অঙ্কিত—এই জগদ্ধাত্রী।

পাঠক পাঠিকার যদি এ প্রসঙ্গ অসঙ্গত, অতৃপ্তিকর বোধ হয়, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছি—এইখানেই এ পুস্তক শতখণ্ডে ছিন্ন করুন, আমায় তিরস্কার করুন, অভিশাপ দিন,—আমি দুঃখিত নই, ক্ষুণ্ণ নই, ভীত নই; কাহারও তর্কের উত্তর দিতে কিন্তু আমি রাজি নই,—তর্ক অনন্ত; আমি যেমন বুঝিয়াছি—করিয়াছি। আর যদি সঙ্গত বোধে পাঠ করিয়া যথাযথ যুক্তি প্রমাণ না পান—তাহাও বলিয়া রাখি—তাহার জন্যও আমি দায়ী নই; আমার যেমন শক্তি—করিয়াছি।

এখন যাঁহার যেমন অভিরুচি।—বিদায়।

শারদীয়া-সপ্তমী,
১৩৩৪ সাল।
রায়াণ—বর্দ্ধমান।

—গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

পুরুষ

মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, দেবতাগণ, মার্কণ্ডেয়

দুর্গমাসুর	দৈত্যপতি।
করীন্দ্রাসুর	দৈত্যরাজ্যের অস্ত্রশিক্ষক।
ষট্‌পুর	ঐ অবসরপ্রাপ্ত অস্ত্রগুরু।
করাল	ঐ সেনাপতি।
দামোদর	ঐ সভাসদ্।
অঙ্কুর	দামোদরের দৌহিত্র।
অরুণাক্ষ	মৃত রক্তবীজের পুত্র।
ভ্রমর	অরুণাক্ষের কনিষ্ঠ।
ঘোর	মৃত নিশুম্ভের পুত্র।
বিষাণ	মার্কণ্ডেয়ের শিষ্য, অঙ্কুরের পিতা
ভাগুরি	ঋষি।
কোদণ্ড, কুলি ...	দৈত্যদ্বয়।

সাধক, সিংহ, দৈত্যগণ, তপস্বীগণ, দৈত্যবালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

আদ্যাশক্তি, পৃথিবী, অষ্টশক্তি, দশমহাবিদ্যা, শচী, সাবিত্রী।

[illegible]	মৃত
	ষট্‌পুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা
আহুতি	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
জবা	ঐ পৌত্রী।
অঞ্জলি	মৃত শুম্ভের কন্যা।

দেবীগণ, অপ্সরাগণ, তপস্বিনীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি



জগদ্ধাত্রী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনভূমি।

[সম্মুখে স্থণ্ডিল নির্ম্মিত বেদী, দক্ষিণে শিব ও বামে ব্রহ্মা দাঁড়াইয়াছিলেন; শচীদেবী বেদীতে আলপনা দিতেছিলেন; সাবিত্রী দেবী স্থানে স্থানে আসন রক্ষা করিতেছিলেন; নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি হইল,—শচীদেবী হুলুধ্বনি দিতে দিতে ভৃঙ্গার হস্তে নেপথ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সাবিত্রী দেবী শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পশ্চাদ্গামিনী হইলেন।]

শিব। ব্যোম্—ব্যোম্—ব্যোম্। [নাদ করিতে লাগিলেন]

ব্রহ্মা। ওঁ—ওঁ—ওঁ—[প্রণব ঝঙ্কার তুলিলেন]

[বাদ্য-ভাণ্ড আবির্ভূত হইল, বিষ্ণুর মস্তকে নব-পত্রিকা, ইন্দ্রের মস্তকে ঘট, বিশ্বকর্ম্মার মস্তকে মহিষ-মর্দ্দিনী প্রতিমা, দেব দেবীগণের হস্তে পূজার উপকরণ, ধূপ-দীপাদি। শচীদেবী জলের ঝারা দিতে দিতে অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বেদীর পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইলেন, বিষ্ণু তাঁহার দক্ষিণে, ইন্দ্র বামে দাঁড়াইলেন; দেব-দেবীগণ গীতকণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন।]

দেব-দেবীগণ :—

গীত।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তার দাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যেঽ-
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজ-গেহে,
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তার হেতু
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

[বিশ্বকর্ম্মা বেদীতে মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, ইন্দ্র সম্মুখে ঘট রাখিলেন, বিষ্ণু যথাস্থানে নব-পত্রিকা রক্ষা করিলেন; দেব-দেবীগণ অনুষ্ঠানাদি রাখিয়া স্থানে স্থানে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন।]

ইন্দ্র। দেবাদিদেব মহাদেব! আপনি আমার অম্বিকা পূজার তন্ত্র-ধারক; শ্রীনিবাস বিষ্ণু! দেবীর পূজার ভার আপনার; আর আপনি চণ্ডীপাঠ করুন, চতুর্ম্মুখ! [আসন গ্রহণ]

[ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।—

সব্যপাদ সরোজেনালঙ্কৃতোরু মৃগাধিপাম্
বাম পাদাগ্র দলিত মহিষাসুর নির্ভরাম্।
পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্ চারুনেত্র ত্রয়ান্বিতাম্
অতসী পুষ্প বর্ণাভাং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্।
খড়গ খেটক বজ্রাণি ত্রিশূলঃ বিশিখং তথা
ধারয়ন্তঃ ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহম্।
কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীম্
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্। [প্রণাম]

সসৈন্যে করাল উপস্থিত হইলেন।

করাল। থাক্—ঐ পর্য্যন্তই।

ইন্দ্র। [সচকিতে] কে ?

করাল। দৈত্যেশ্বর দুর্গমের সেনাপতি—নাম করাল।

ইন্দ্র। এখানে আবার তোমরা কেন, করাল—এ নীরব ক্রন্দনের নিভৃত গুহায়, ভস্মস্তূপে ঘূর্ণীবায়ুর মত ? তোমাদের আশাত পূর্ণ হয়েছে—স্বর্গ-রাজ্য পেয়েছ—

করাল। রাজ্য পাওয়াটাই লাভের চরম নয়, দেবরাজ! তার সঙ্গে চাই—রাজ্যবাসীর হৃদয়।

ইন্দ্র। রাজ্যবাসী এখন আমরা নই, করাল! আমরা এখন বনবাসী।

করাল। বনও রাজ্যের অংশ ছাড়া নয়!

ইন্দ্র। কিন্তু সে অংশের অধীশ্বরী—[প্রতিমা দেখাইয়া] আমাদের এই অনাথপালিনী মা; আমাদের হৃদয় ওই পায়েই বিক্রীত।

করাল। ফিরিয়ে নিন্, দেবরাজ—হৃদয় ফিরিয়ে নিন্! ও এখন ত্রিলোকেশ্বর দুর্গমের প্রাপ্য।

ইন্দ্র। তোমার উদ্দেশ্য কি, দৈত্য! স্পষ্ট বল—দেবী-পূজার সময় যায়।

করাল। দেবী-পূজা বন্ধ করুন—দৈত্যনাথের আদেশ।

ইন্দ্র। আদেশ—ইষ্ট পূজার ওপর! কেন করাল?

করাল। দেবরাজকে কি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

ইন্দ্র। না, কৈফিয়ৎ নয়—আমি আমার অন্যায়টা বুঝ্‌তে পার্‌তাম।

করাল। প্রয়োজন নাই তা বোঝ্‌বার, দৈত্যনাথের আদেশ—এই যথেষ্ট।

ইন্দ্র। কোন্ জগতের জীব তোমরা, করাল? কি ভীষণ ভ্রুকুটীময় নর মুণ্ডের নিষ্ঠুর আসনে উপবিষ্ট তোমাদের দৈত্যনাথ? রাজৈশ্বর্য্য, দেবত্ব, সম্মান, সব দিয়ে সমব্যথিদের নিয়ে বনে এসেছি—তাতেও শান্তি হ'লো না! মায়ের পায়ে প'ড়ে একটু কাঁদ্‌ব, তারও উপরে হাত! না—যাও, করাল! পূজা বন্ধ হবে না—এ অশ্রুর বেগ অরোধ্য।

করাল। তা' হ'লে দৈত্যেশ্বরের দ্বিতীয় আদেশ প্রতিপালনে আমিও বাধ্য।

ইন্দ্র। দ্বিতীয় আদেশটা কি—শুনি?

করাল। পূজার অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড—প্রতিমা চূর্ণ।

ইন্দ্র। [পুচ্ছবিদলিত সর্পবৎ আসন হইতে উঠিয়া প্রতিমার প্রতি] মা! মা! শুন্‌ছিস্? এ আক্রোশ আমার উপর নয়—আমি ত আজ সর্ব্বচ্যুত. দীনহীন পথের ভিখারী—তোরই দয়ার দ্বারে দ্বারস্থ; তোর পূজার অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড হবে, তোর প্রতিমূর্ত্তি চুর্‌মার, ধূলো ক'রে দেবে! করাল! করাল! একবার হাঁ করত, দেখি—তোমার জিভ্‌টা আছে না খ'সে গেছে।

করাল। [ক্রোধভরে] আপনি জিহ্বাটা সংযত করুন, দেবরাজ!

ইন্দ্র। এ জিহ্বাটা আর সংযত হবে না, করাল! আমরা করালবদনা—লোলরসনা—বরাভয়ার আশ্রয়ে এসেছি।

করাল। [বিদ্রূপভরে] আশ্রয়টী পেয়েছেন ভাল—বাজীকরণীর—

ইন্দ্র। করাল! জিহ্বাটা তুমি সংযত কর।

করাল। হা—হা—হা! [অট্টহাস্য]

ইন্দ্র। হাস্‌ছ কি, করাল! এ সে ইন্দ্র নয়—এ মাতৃ মন্দিরের দ্বারী ইন্দ্র!

করাল। করালও পিতৃ-পুরুষের সন্তান, দেবরাজ!

ইন্দ্র। কি কর্‌তে পার, কর তবে পিতার সন্তান!

করাল। পূজা বন্ধ হবে না?

ইন্দ্র। না।

করাল। হবে না?

ইন্দ্র। না—না—না।

করাল। প্রস্তুত হোন্ [অস্ত্র ধরিলেন]

সৈন্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর দুর্গমাসুরের জয়। [লম্ফোন্মুখ হইল]

ইন্দ্র। মা! তোর পূজার অনুষ্ঠান দেখ্‌ছি, তুই-ই ক'রে রেখেছিস্; বলি-কার্য্যটা পূজার আগেই হ'লো—তা তোর যেমন ইচ্ছা—এস করাল!

[যূপতল হইতে খড়্গ তুলিয়া লইলেন। দেবতাগণ কোশা, কুশী, শঙ্খ, ঘণ্টা যিনি যাহা সম্মুখে পাইলেন—দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া লাফ্ দিয়া উঠিলেন]

দেবতাগণ। জয় দৈত্যসূদন শতক্রতুর জয়!

দেবীগণ। [ব্যাকুলকণ্ঠে] মা! মা! মা! [বেদিতলে আছ্‌ড়াইয়া পড়িলেন]

মার্কণ্ডেয় ঋষি উপস্থিত হইলেন, উভয় হস্ত তুলিয়া উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

ইন্দ্র। [সসম্ভ্রমে] ঋষি মার্কণ্ডেয়! [প্রণাম]

মার্কণ্ডেয়। এ পূজায় বলি নাই।

ইন্দ্র। [আনতমস্তকে ঈষৎ দূরে দাঁড়াইলেন]

মার্কণ্ডেয়। করাল! পূজা বন্ধ করা হ'লো, যাও তুমি তোমার রাজধানীতে।

করাল। [মনে মনে] ঋষি হ'লো মধ্যস্থ। [ইন্দ্রের প্রতি] দেবরাজ—ঠিক?

ইন্দ্র। ঋষি-বাক্য।

[করাল মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া সসৈন্যে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব। [ঈষৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে] সৃষ্টিকর্ত্তা! এ সৃষ্টি কেন?

ব্রহ্মা। [ব্যস্তভাবে] প্রয়োজন আছে অবশ্য, প্রলয়কর্ত্তা!

বিষ্ণু। [মিনতিসূচক স্বরে] থাক্!

মহাদেব। [উদাসভাবে] থাক্!

মার্কণ্ডেয়। তোমরা মায়ের পূজা করবে, দেবতাগণ?

ইন্দ্র। কি ক'রে আর করব, ঋষিবর! মা যে আমাদের পূজা নেবেন না।

মার্কণ্ডেয়। নেবেন। মা কারো পূজা প্রত্যাখ্যান করেন না। এক কাজ কর্‌তে হবে তোমাদিগে।

ইন্দ্র। আজ্ঞা করুন।

মার্কণ্ডেয়। অভিমান আছে তোমাদের মধ্যে?

ইন্দ্র। আমরা মায়ের সন্তান—এ ছাড়া না।

মার্কণ্ডেয়। মান-অপমানের বিচার ?

ইন্দ্র। কিছু না। পাদুকার পাহাড় মাথায় নিয়েও যদি আমরা মাতৃ মন্দিরের দ্বার খোলা পাই—

মার্কণ্ডেয়। কোন দৈত্যের আশ্রয় নিতে হবে তোমাদিগে।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] দৈত্যের আশ্রয় !

মার্কণ্ডেয়। হাঁ, অগ্নিদাহ নিবারণ কর্‌তে অগ্নিরই পূজা কর্‌তে হয়।

ইন্দ্র। অসুর বংশে কে জন্মেছে, ঋষি—আমাদের আশ্রয় দেওয়ার মত ?

মার্কণ্ডেয়। এই ত তোমাদের অভিমান রয়েছে, দেবরাজ! অসুর-বংশটা হীনবংশ নয়! তোমরা দেবতা—মাতৃ মন্দিরের দ্বারী; তারা না হয় দৈত্য—সেই মন্দির ধ্বংসকারী। লক্ষ্য—এক মন্দির উভয়েরই। আছে, দেবরাজ—অসুর বংশে তোমাদের আশ্রয় দেওয়ার মত।

ইন্দ্র। কে ?

মার্কণ্ডেয়। করীন্দ্রাসুর। যাও তার কাছে—তোমরা পূজা কর্‌তে পাবে।

ইন্দ্র। এ স্থাপিত ঘট ? এ মন্ত্রপূত নব-পত্রিকা ? এ প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা ?

মার্কণ্ডেয়। বিসর্জ্জন ক'রে দাও গঙ্গার জলে।

ইন্দ্র। এ আবার কোন্ তন্ত্রের ব্যবস্থা, ঋষি ?

মার্কণ্ডেয়। কাল-তন্ত্রের। বিধি, ব্যবস্থা—যেখানে যা উল্লেখ আছে, এই চিরন্তন ব'লে কোথাও লেখা নাই; ক্ষেত্র অনুসারে ব্যবস্থা। মারামারি, কাটাকাটি ক'রে দেবীর পূজা কর্‌তে পার্‌বে না, দেবরাজ! পার্‌লেও সে পূজা হবে না—গায়ের জোর আর দেবীর প্রসাদ

পরস্পর বিভিন্নমুখী। নত হও—দেবী-পূজার সকল বিঘ্ন দেবীই সরিয়ে নেবেন।

[ইন্দ্র নীরবে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।]

ব্রহ্মা। [গাত্রোত্থান করিয়া [ভাব্‌বার কিছু নাই, দেবরাজ! মান্‌তে হবে—এ মার্কণ্ডেয় ঋষির উপদেশ।

মহাদেব। [উদাসভাবে] এ তোমার আদেশ, আদ্যাশক্তি! [আসনত্যাগ]

বিষ্ণু। [নব-পত্রিকা লইয়া] ঘট তুলুন, দেবরাজ!

ইন্দ্র। [উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়] মা! মা! একবার ঘট হ'তে ওঠ না মা— রাক্ষসী মূর্ত্তিতে। দানব-দলনের জন্য নয়—এই কাপুরুষ দেবতাদলের অস্তিত্ব লোপ কর্‌তে। দানবেরও অসাধ্য যা—এরা আজ তাই কর্‌ছে। দানব ত শুদ্ধ তোর ওপর খড়্গহস্ত ; এরা তোকে আদর ক'রে ডেকে—সঙ্গে-সঙ্গেই দূর-ছেই ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে। ওঠ্! ধর্ সেই মূর্ত্তি! আমি তোর ঘট মাথায় করি—হ' তুই বিশ্বম্ভরী—ব'সে পড়ি – পিষে যাই।

[শ্লথ-কম্পিত করে ঘট মস্তকে তুলিলেন। দেব-দেবীগণ হতাশ প্রাণে অনুষ্ঠানাদি লইয়া চলিলেন।]

দেবদেবীগণ।—

গীত।

বোধনে বিসর্জ্জন।

হায় কোথা যাই, কোথায় লুকাই,
কোথা পাই চির নির্জ্জন।
কি মাটীর দেহ দিয়েছিস্ মাগো,
কোন রস নাই কেবল কাট,

কি কাঁটাই দেওয়া জীবনের পথে
পেতে ব'সে আছি কান্না হাট ;—
চির বনবাস বিধি মা তোমার,
এ দয়ার ছবি কার গো আবার,
কত সহি আর কালের প্রহার
কত শুনি পাপ গর্জ্জন।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রক্তবীজের বাটী।

[প্রাঙ্গণে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিলেন! সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহিরের রাজপথের যতদূর দেখা যায়—তিনি আকুল অথচ স্থিরনেত্রে দেখিতেছিলেন; শশব্যস্তে অরুণাক্ষ উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিলেন।

অরুণ। ভ্রমর কোথায়, মা—ভ্রমর কোথায়?

প্রতিমা। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] ভ্রমরকে তোমার এত কি প্রয়োজন, অরুণ?

অরুণ। সে কোথায় বল না?

প্রতিমা। প্রয়োজনটাই তোমার বল না?

অরুণ। তাকে অস্ত্র-শিক্ষা কর্‌তে দেব—মহাবীর করীন্দ্রাসুরের কাছে।

প্রতিমা। তাকে আর পাবে না।

অরুণ [চমকিত হইয়া] পাব না!

প্রতিমা। না; আমি তাকে এইমাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দান ক'রে আস্ছি।

অরুণ! [অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া] মা! তুমি রক্তবীজের স্ত্রী—না?

প্রতিমা। সাবধান পুত্র! তুমি আজ আমায় স্বামী মনে পাড়িয়ে দিতে এসেছ?

অরুণ। তুমি ভুলে গেছ, মা! তা না হ'লে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে কখনও পুত্রদান কর্তে পার?

প্রতিমা। আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম, অরুণ—আমার দুটী পুত্র হ'লে, একটী কোন ঋষিকে দান করব।

অরুণ। মার্কণ্ডেয় ছাড়া কি আর ঋষি ছিল না?

প্রতিমা। আমি ভেবে দেখ্লাম—আমার দানের উপযুক্ত একমাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি।

অরুণ। খুব ভেবেছ ত, মা! তোমার দানের পাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি! যে তোমার স্বামিহন্ত্রী চণ্ডীর মহিমা গেয়ে বেড়ায়!

প্রতিমা। শুধু তাই নয়, যে তার সঙ্গে আমার মৃত স্বামীরও গৌরব-গাথা অমর ক'রে রেখে দেয়।

অরুণ। মা! মা হ'লেও তুমি রমণী; তুমি যেটায় গৌরব ব'লে ভেবে নিয়েছ—আমি দেখ্ছি সেটা গ্লানি।

প্রতিমা। তোমার দৃষ্টি তোমাতেই থাক্।

অরুণ। তা কি হয়, মা! এ দৃষ্টি আজ এ সংসারের সকলেরই চাই—অন্ততঃ আমার ভাইয়ের। তুমি তাকে ফিরিয়ে আন।

প্রতিমা। অরুণ! তুমিও রক্তবীজের পুত্র—না? দানীয় বস্তু ফিরিয়ে নিতে যুক্তি দাও!

অরুণ। এ ত তোমার দান নয়, মা! এ যেন উৎকোচ।

প্রতিমা। যাই হোক্—

করুণ। [বাধা দিয়া] জান, মা! ভ্রমর তোমার পুত্র হ'লেও আমার ভাই—তাতে আমারও দাবী আছে ?

প্রতিমা। সে দাবী ত এক মায়ের গর্ভে হওয়ার জন্য ?

অরুণ। এক পিতার ঔরসে হওয়ার জন্য।

প্রতিমা। মা বস্তুটা তা' হ'লে তোমার বিচারে কিছুই নয় ?

অরুণ। মা যদি তার মর্য্যাদা ভুলে যায়, ভয়ে প'ড়ে উপঢৌকন দিয়ে স্বামীঘাতিনীর শরণাপন্না হয়, পুত্রের মস্তক অবনত ক'রে তার পিতৃকুলে দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দেয়—কি ক'রে দেবে মা, সে হতভাগ্য—মাকে মনের ভিতর অবিসম্বাদী একাধিপত্য ?

প্রতিমা। প্রকৃতিস্থ হও পুত্র!

অরুণ। তুমি ফিরিয়ে আন মা—ভ্রমরকে।

প্রতিমা। তোমার পিতার আদেশ কি শুনেছ ?

অরুণ। শুনেছি। "মাথা তোল, পুত্রদ্বয়! আমার রক্ত পান করেছে চামুণ্ডারূপিণী রাক্ষসী; নিঃশেষ হয় নি এখনও সে রক্তবীজের অঙ্কুরস্থ রক্ত—ধরাধাম হ'তে। আমি মরেছি—তোমরা আছ আমার আত্মজ, আমারই সে রক্তের চাপ, আমিই সে ভিন্নরূপে। এলোচুল সাপ্‌টে ধর সে উলঙ্গিনী ডাকিনীর, আছাড় মার তাকে বীরত্বের শিলাতলে—জগতের প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে, শাস্তি কর পিশাচীর অতৃপ্ত শোণিত পিপাসার।"

প্রতিমা। উল্টো শুনেছ, পুত্র। আমি কি শুনেছি, জান—"নত হও পুত্রদ্বয়! আমার মধ্যে পাপরক্ত যতটুকু ছিল, পান ক'রে নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন—আমার করুণাময়ী মা; এইবার আছ তোমরা—আমার পুণ্য রক্তের তৈরী পূজার উপকরণ—পড় তাঁর পাদপদ্মে রক্ত-

জবার অর্ঘ্যের মত ; আমোদিত কর সৌগন্ধে তাঁর বিশ্বমন্দির — আগুনে পোড়া হবির মত ।”

অরুণ । মায়াবিনি ! মায়াবিনী ! মা নও তুমি মায়াবিনী. আমার পিতৃরক্ত পান করেছ তুমিই ! তুমিই সেই স্বামীবক্ষে নৃত্যপরা লজ্জাহীনা সর্ব্বনাশী—অন্য মূর্ত্তিতে !

[সক্রোধে প্রস্থান ।

প্রতিমা । অনুমান নিতান্ত মন্দ কর নি, পুত্র ! আমি সবটা সে না হ’লেও—কতকটা তার নিশ্চয়ই । অভিমান ক’রে গেলে, বালক ! যাও, হও গে তুমি পিতার পুত্র, একটাকেও কর্‌বো আমি মায়ের ছেলে ।

ত্বরিত পদে অঞ্জলি উপস্থিত হইল ।

অঞ্জলি । [প্রতিমার হাত ধরিয়া] আমায় রক্ষা কর ।

প্রতিমা । [সবিস্ময়ে] রাজকুমারী !

অঞ্জলি । আমি স্বর্গীয় মহারাজ শুম্ভের কন্যা, তুমি তাঁর সেনাপতি রক্তবীজের স্ত্রী—তুমি আমায় রক্ষা কর ।

প্রতিমা । কেন—কি হয়েছে, রাজকুমারী ?

অঞ্জলি । আমায় বিবাহ কর্‌তে চায়—তোমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ দুর্গমাসুর ।

প্রতিমা । বলপূর্ব্বক ?

অঞ্জলি । না, বশীভূত—মুগ্ধ করেই ।

প্রতিমা । তবে আর আপনি বিপন্না কোন্‌খান্‌টায় ?

অঞ্জলি । বলপূর্ব্বকই হ’ক্—আর বশীভূত ক’রেই হ’ক্—বিবাহই আমার বিপদ্ ।

প্রতিমা । বিবাহের উপর রাজকুমারীর এ বিতৃষ্ণা কেন ?

অঞ্জলি। তোমায় দেখে।

প্রতিমা। আমায় দেখে!

অঞ্জলি। যার একবিন্দু রক্ত মাটীতে পড়্‌লে—তার মত শত শত দৈত্যের আবির্ভাব হবে—তেমন অমরকল্প মহাবীর রক্তবীজের স্ত্রী হ'য়েও তুমি যখন বিধবা, তখন বিবাহ ক'রে লাভ? দৈত্য-বালিকাদের বিবাহ ত বৈধব্যেরই পূজা।

প্রতিমা। তা' হলেও, রাজকুমারি! বিধবাই হয়েছি—দুটী পুত্র ত পেয়েছি।

অঞ্জলি। পুত্রের জন্য বিবাহ করা, পুরুষের হ' তে পারে—স্ত্রী জাতির নয়। স্ত্রী জাতি মাতৃভাব নিয়ে যার পানে চাইবে, গর্ভে না ধর্‌লেও তাকেই সে পুত্র ক'রে নিতে পার্‌বে। এদের বিবাহ শুদ্ধ স্বামীর জন্য। সে স্বামী নিয়েই যখন সংসার কর্‌তে পাব না—আমি বিবাহ কর্‌ব না।

প্রতিমা। যাক্—এখন আমায় কি কর্‌তে বলেন?

অঞ্জলি। রক্ষা কর—পরামর্শ দাও।

প্রতিমা। কিসের?

অঞ্জলি। সম্রাট্ আমায় এতদিন নানা প্রকারে প্রলোভন দিয়ে আস্‌ছিলেন; আমি প্রলুব্ধ হ'লেও যথাসাধ্য আত্মজয় ক'রে এসেছি, এমন কি প্রবৃত্তির ক্রূরদৃষ্টি হ'তে দূরে থাক্‌বার জন্য নগর প্রান্তে নির্জ্জনে কুটির নির্ম্মাণ ক'রে একাকী বাস কর্‌ছি. বিবাহের বয়সও প্রায় উত্তীর্ণ ক'রে এনেছি, কিন্তু সম্রাট্ এখনও নিরস্ত নন্। আজ তিনি আবার আমায় ব'লে পাঠিয়েছেন—"মহারাজ শুম্ভ-নন্দিনীর নির্ব্বাসিতার ন্যায় নগর ত্যাগ বর্ত্তমান সম্রাটের কলঙ্ক; এ বিশাল রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, আপনার পিতার, উত্তরাধিকারিণী একমাত্র আপনিই; আসুন—নিজের আসনে, উপভোগ করুন—আপনার পৈতৃক সম্পদ্; আমি মাত্র এ কীর্ত্তির রক্ষক—অনুষ্ঠান

যোগাই আপনার প্রীতিবর্দ্ধনের।" বল, আমি কি করি? রক্ষা কর আমায়—আমি বিবাহ কর্‌ব না।

প্রতিমা। তা' হ'লে বল্‌তে হবে—রাজকুমারীরও আসক্তি আছে?

অঞ্জলি। সম্পূর্ণ। তা না হ'লে তোমার কাছে আস্‌ব কেন? নিজেই ত প্রত্যাখ্যান ক'রে বস্‌তাম। এতদিন আসক্তি আর বিরক্তি দুটোই সমান ওজনে চল্‌ছিল—ছুটোছুটি কর্‌তে হয় নাই; এইবার বুঝি আসক্তির পাল্লাটাই ভারী হয়, আর নিজের শক্তিতে কুলোয় না, তোমার সাহায্য চাই। তুমি আমায় রক্ষা কর, পরামর্শ দাও—কি করি।

প্রতিমা। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আপনি রাজ-প্রাসাদেই যান, রাজকুমারি!

অঞ্জলি। [চমকিয়া উঠিয়া] বেশ পরামর্শ ত তোমার! রাজ-প্রাসাদে যাব—সম্রাটের হাতের মুঠোয়—আসক্তির কোলে?

প্রতিমা। আসক্তিকে জয় কর্‌তে যদি পারেন ত তার কোলে থেকেই পার্‌বেন—দূর হ'তে হবে না।

অঞ্জলি। কারণ?

প্রতিমা। বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? দূরে দূরে ত রইলেন এতদিন, কি হ'ল তাতে? আরও মুগ্ধই ত হ'য়ে পড়েছেন। হবারই কথা—ব্যাধের বাঁশী যে দূর হ'তেই বেশি মিষ্টি।

অঞ্জলি। তা' হ'লে তুমি যেতেই বল?

প্রতিমা। এই দণ্ডে।

অঞ্জলি। পার্‌ব?

প্রতিমা। পার্‌বেন। তবে একটা কথা—প্রতিক্ষণেই স্মরণ রাখ্‌বেন—আপনি সামান্যা নন্, আপনি সেই অসামান্যা মহাশক্তির অংশসম্ভূতা। আর এ আসক্তিও অন্য কিছু নয়, তারই একটা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি; যখনই উদয়

হবে—পলাবার আশা, জোর ধরার নেশা বাদ দিয়ে অমনি গলদশ্রু-নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে বল্‌বেন—শান্ত হও, মা—শান্ত হও—আমি তোমার শরণাগতা।

অঞ্জলি। চল্‌লুম আমি ; নিলুম তোমার পরামর্শ দীক্ষামন্ত্রের মত ; স্মরণ করব জপের মত প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। যদি পরাজয় হয়, এ পরাজয় আর আমার নয়—আমি ত তোমাতে আত্মসমর্পণ ক'রে চলেছি—এ পরামর্শ তোমার—এ পরাজয়ও তোমার।

[প্রস্থান।

প্রতিমা। আমার নয়—আমার নয়—রাজকুমারি ! এ মন্ত্রের সাধনা ক'রে যদি পরাজয় হয়, পতন ঘটে—সে পরাজয় আমার নয়—সে পরাজয় সেই অপরাজিতার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

ভ্রমরের হাত ধরিয়া মার্কণ্ডেয় দাঁড়াইয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয়। মন খারাপ হয় নি ত, ভ্রমর?

ভ্রমর। [অধোবদনে নীরবে রহিল]

মার্কণ্ডেয়। চুপ্ ক'রে যে? হয়েছে—না?

ভ্রমর। [ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে] হয়েছে—মায়ের জন্য।

মার্কণ্ডেয়। মায়ের কাছে নিয়ে যাব তোমায়, বালক; ভেবো না, দিন কতক থাক।

ভাগুরি আসিয়া মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিলেন।

ভাগুরি! এস—এস! [হস্ত ধরিয়া তুলিলেন]

ভাগুরি। [ভ্রমরকে দেখিয়া] এটী কে?

মার্কণ্ডেয়। উড়ে এসে পড়্ল, ভাগুরি! থাক্।

ভাগুরি। কি কর্বেন—একে নিয়ে?

মার্কণ্ডেয়। একটু বুলিই শেখাব মনে কর্‌ছি। বেশ গায়িতে পারে—শুন্‌বে? গাও ত, ভ্রমর—পথে আস্‌তে আস্‌তে যে গানখানি গাচ্ছিলে।

ভ্রমর।—

গীত।

যা উড়ে যা পাখীর ছানা এই বেলা ঐ নীল আকাশে।
কেন প'চে মর্‌বি খাঁচায়, পড়্‌বি ধরা একটী ফাঁসে॥
যত পাবি ছাতু ছোলা, তত হ'বি আপন ভোলা;
যাবে না তোর শিকল খোলা—
জনম ভোর আর হা-হুতাশে॥

ছেড়ে দে ও বাজে বাসা,
কিসের এত ভালবাসা,
উড়ে যাবে দেখ্‌বি খাসা
ঘুরোণ পাকের এক বাতাসে।

মার্কণ্ডেয়। [ভাগুরির প্রতি] বেশ হবে বুলি ধরালে—না ? ভেবো না, ভ্রমর! মায়ের কাছে হয় ত আর যেতে হবে না, মা-ই তোমার ছুটে আসবেন।

গীতকণ্ঠে বিষাণ উপস্থিত হইল।

বিষাণ।—

গীত।

এলো ব'লে মা এলো ব'লে।
মা কি ছেড়ে থাক্‌তে পারে—একটা নিমেষ,
ছেলের মত ছেলে হ'লে।
মায়ের ভাবনা যেন ছাড়িস্‌ না রে ভাই,
যত পারিস্‌ যা ডড়ে এমন মজা নাই ;
তোর চওড়া কপাল, সকাল সকাল
আপনা হতেই চোখ হয়েছে ছল্‌ছলে।

মার্কণ্ডেয়। একে নিয়ে যাও, বিষাণ ! কিছু খেতে দাও গে। আর দেখ—অবসর মত একটু-আধটু মায়ের নাম-গান শেখাবে।

বিষাণ।—

[গীতাবশেষ]

আহার ওষুধ দুই-ই হবে আয় পাখীর ছানা,
আয় তোকে ভাই মন্ত্র পড়াই—মা টেনে আনা,
ধর্‌বে সে তার চুলের মুঠি—বল্‌বে বেটী
নামের আজ্ঞে আয় চ'লে॥

[আদরে ভ্রমরকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। যাক্, এখন তোমার কুশল ত, ভাগুরি?

ভাগুরি। কুশল আর কৈ, দেব! জীবন-ভোর্ সাধনা ক'রেও ত মায়াকে জয় কর্‌তে পার্‌লুম না।

মার্কণ্ডেয়। কি—কি—কি বল্‌লে? কা'কে জয় কর্‌তে পার্‌লে না? মায়াকে! করেছ কি, ভাগুরি! মায়াকে জয় কর্‌তে গেছ? যে মায়া নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ? সাধনা তোমার মোটেই হয় নি, ভাগুরি! গোড়াতেই ভুল ক'রে ব'সে আছ যে!

ভাগুরি। [সবিস্ময়ে] ভুল করেছি!

মার্কণ্ডেয়। সম্পূর্ণ। মায়াকে জয় কর্‌বে কি ক'রে?

ভাগুরি। কেন—জ্ঞানের দ্বারা।

মার্কণ্ডেয়। জ্ঞানের দ্বারা! জয় কর্‌বে সংসার-স্থিতিকারিণী মায়ায়! হা হা-হা! জ্ঞান তুমি কা'কে বল, ভাগুরি?

ভাগুরি। সদসৎ বস্তুর বিচারই জ্ঞান।

মার্কণ্ডেয়। বেশ, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ত তোমাদের জ্ঞানমার্গের সার কথা? অসৎ পেলে কোথা? সবই যখন ব্রহ্ম, তখন সৎ আবার অসৎ—নানা রকম আসে কেমন ক'রে? জ্ঞান একটা গর্ব্ব, ভাগুরি, ও অজ্ঞানেরই নামান্তর, ওর কি ক্ষমতা—মায়া জয় ক'রে দেবার।

"তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতে
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগত।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতীহি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

যতই জ্ঞান সঞ্চয় হোক্ ভাগুরি, মহামায়ার আকর্ষণে সব নিষ্ফল। তোমার আমার কথা ত সামান্য; চির চৈতন্য, জ্ঞানময়, জগৎপতি বিষ্ণু—

তিনি পর্য্যন্ত প্রলয়-সমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় যোগ-নিদ্রায় অভিভূত—এই মহামায়ার প্রভাবেই।

ভাগুরি। তা' হ'লে কি জীবের মুক্তি নাই ?

মার্কণ্ডেয়। ত্বয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্

সৈ সা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

এই বিশ্ব-প্রসবিনী মায়া যার প্রতি প্রসন্না, সেই জগতে মুক্ত।

ভাগুরি। অদ্ভুত শুনছি, দেব ! যে মায়া সংসার-বন্ধনকারিণী—সেই মায়াই মুক্তিদায়িনী !

মার্কণ্ডেয়। অদ্ভুত নয়, ভাগুরি ! এক মেঘে জল বজ্র—দুই-ই—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী,

সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

এই মহামায়া যেমন সংসার-গর্ত্তে নিপাত-কর্ত্রী, তেমনি ইনিই আবার তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপা, আদ্যাশক্তি, মুক্তির হেতু, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।

ভাগুরি। [ভক্তিভরে] প্রণাম করি দেব, মহামায়ার শ্রীপাদ-পদ্মে। সত্যই তিনি জ্ঞান, কর্ম্মের অজেয়া—অতীতা। যথার্থই তাঁর শক্তি—অনন্ত, অপরাভূত। শ্রেষ্ঠ তিনি বিশ্বের, কর্ত্রী তিনি সৃষ্টির, তিনিই সর্ব্ব-সাধনার একমাত্র সাধ্য, লক্ষ্য। উপলব্ধি হয়েছিল আমার অনেকটা—জ্ঞান-পথের অর্দ্ধেকটা গিয়েই। আর আমার কোন সন্দেহ নাই ; আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম এই জন্যই—এই পরাজিত, বদ্ধ, ব্যর্থ জীবনের প্রকৃত ছিদ্র প্রত্যক্ষ করবার কারণেই। শিষ্য হ'লাম আপনার ; শোনান্ মহামায়ার মাহাত্ম্য কথা—মুক্ত করুন এ অবিমুচ্য বন্ধন হ'তে।

মার্কণ্ডেয়। কুটিরে চল, ভাগুরি। শোনাব তোমায়—মুক্তিময়ী মা'র মহাকাহিনী। যদিও তিনি উৎপত্তি-লয়ের অতীত, যদিও তাঁর মূর্ত্তি অচিন্ত্য, মহিমা অব্যক্ত, ভাব প্রকাশের ভাষা আজও জগতে সৃষ্টি হয়

নাই—তবু তাঁর শক্তি, তাঁর ইচ্ছায় শক্তিমান্, পরিচালিত আমি—বোঝাব তোমায় কি বস্তু তিনি, দেখাব চোখের ওপর তাঁর নিত্য লীলা, চেনাব মুক্তির প্রকৃত পথ।

[ভাগুরি সহ প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দামোদরের বাটী।

অঙ্কুর একাকী দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—দামোদর উপস্থিত হইল।

দামোদর। অঙ্কুর!

অঙ্কুর। দাদা-মশাই!

দামোদর। দাদা-মশায় নয়—ধর এখন আমি রাজা, আর তুমি আমার কর্ম্মচারী—অর্থাৎ পারিষদ—অর্থাৎ—

অঙ্কুর। পোষা কুকুর।

দামোদর। [সাহ্লাদে] এই আর কি! পরীক্ষা দাও—আমার সঙ্গে কি রকম কথাবার্ত্তা কইবে—কেমন ভাবে চল্‌বে; শিখ্‌লে ত এতদিন আমার কাছে। [রাজোচিত গম্ভীরস্বরে ডাকিল] অঙ্কুর!

অঙ্কুর। [ভূমি চুম্বন করিতে করিতে] আজ্ঞে—মহারাজ—মহিমান্বিত—মতিচ্ছন্ন—মৃত্যু-অবতার—

দামোদর। [মৃদু হাস্যের সহিত] বেশ—বেশ! আচ্ছা, অঙ্কুর! কাল সূর্য্যটা পূর্ব্বদিক্ দিয়ে অস্ত গেল—না? দেখেছিলে—তুমি?

অঙ্কুর। আজ্ঞে হাঁ। বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে, নীল লাল সবুজ কালো—কত রকম রং ধর্‌তে ধর্‌তে। যারা দেখে নাই—তারা ঠিক গুলিখোর।

দামোদর। [সহাস্যে] এই ত চাই! আচ্ছা—জল তরল, পদার্থ কে বলে?

অঙ্কুর। বেল্লিক—বেল্লিক সে বেটা। তার নিশ্চয় জল-উদরীর ব্যারাম আছে।

দামোদর। আমি বলি জল—কঠিন।

অঙ্কুর। আজ্ঞে, আমিও তাই বলি। কঠিন ব'লে কঠিন—লোহার চেয়েও। ঠিক যেন প্রেম-করায়-নারাজি একগুঁয়ে নারী।

দামোদর। ভাল—ভাল! তবে জলকে একপক্ষে তরল পদার্থ বলা চলে।

অঙ্কুর। চলে—চলে, দ্বিতীয় পক্ষে আর কি! ক্ষণেক তরল, ক্ষণেক কঠিন, খানিক মিঠে, খানিক কড়া, কখনও ঘোম্‌টা—কখনও এলোকেশী দিগম্বরী ঘোরা।

দামোদর। পার্‌বে—পার্‌বে, ভায়া—আমার অবর্ত্তমানে আমার পদটা বজায় রাখ্‌তে পার্‌বে তা' হ'লে।

অঙ্কুর। পারা ত উচিত, দাদা-মশাই, আপনার পদ বজায় করবার জন্যই ত আমাকে চতুষ্পদ তৈরী করছেন।

দামোদর। সাধু—সাধু! [গৌরবের সহিত] তবে এখনও—এ বিদ্যার শেখ্‌বার অনেক আছে।

অঙ্কুর। তার জন্য আর দাদা-মশায়কে কষ্ট ক'রে শিক্ষা দিতে হবে না, আমি এর মর্ম্ম বুঝে নিয়েছি।

দামোদর। বুঝে নিয়েছ! কি বুঝ্‌লে?

অঙ্কুর। বস্তা কতক "যে আজ্ঞে" রাখ্‌লেই মিটে গেল আর কি ; প্রয়োজন বোঝ—খোল আর লাগাও।

দামোদর। তুমি এ বিদ্যাটায় হীন মনে ক'রো না, অঙ্কুর! শাস্ত্রে বল্‌ছে—ন বিদ্যা তোষামোদোপরি।

অঙ্কুর। কোন্ শাস্ত্রে বল্‌ছে—দাদা-মশাই ?

দামোদর। [মস্তক কণ্ডূয়ন] এই—বল্‌ছে—তোমার গিয়ে—ঐ—যে—কি বলে—তুমি ক—টা শাস্তর জান বল ত ?

অঙ্কুর। আজ্ঞে—য-টাই জানি—কোথাও ত আপনার ও তর্কালঙ্কারী সূত্র দেখি না। তবে হাঁ—এই রতি শাস্ত্রটায় ওটার কতক কতক আভাস পাওয়া যায় বটে।

দামোদর। ও রতি শাস্তর গতি শাস্তর—সবারই ঐ এক কথা, ভায়া—ভাবে ধ'রে নিতে হয়। তোষামোদ তোমার কোন্‌টা নয় ? ঈশ্বরের উদ্দেশে যে স্তব-স্তুতি সেটা কি ? সেও ত ভাই, এই তোষামোদই।

অঙ্কুর। তা' হ'লেও—দাদা মশাই, একই ফুল বিলাসের জন্য যখন ব্যবহার হয়—তখন সে ফুল, আর যখন দেবতার পায়ে পড়ে—তখন তার নাম অর্ঘ্য অথবা নির্ম্মাল্য। ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তব-স্তুতিটা—তোষামোদ নয়, দাদা-মশাই—তপস্যা। যাক্, আপনার এ বিদ্যা- আমার যথেষ্ট আয়ত্ত হয়েছে ; আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি ম'রে ঐ বেল-গাছে থাক্‌বেন, দেখ্‌বেন—আপনার জল-পিণ্ডস্থল সোনার চাঁদ দৌহিত্র আপনার কীর্ত্তি-কলাপ ঠিক বাজায় রেখেছে। এখন আমায় দিনকতক ছুটী দেন্— আমি আর একটা বিদ্যা শিখ্‌বো মনে করছি।

দামোদর। [সাগ্রহে] কি বিদ্যা ?

অঙ্কুর। যুদ্ধ-বিদ্যা।

দামোদর। [বিকৃত মুখে] এই মরেছে বেটার ছেলে!

অঙ্কুর। বেটার ছেলে নই, দাদা-মশাই; রাগের মথায় ব্যাকরণ ভুল করবেন না, আমি আপনার বেটীর ছেলে।

দামোদর। আরে ভায়া, ব্যাকরণ ভুল যে তুমিই করছ। যদি "মা" পরে থাকে, আর পদের অন্তে বর্গের প্রথম বর্ণ থাকে, তা' হ'লে সেই প্রথম বর্ণস্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—চিৎ—ময়, চিন্ময়। যদি কারো একমাত্র বেটী হয়—আর সেই বেটীর বিয়ে দিয়ে ঘর-জামায়ে রাখে—তা' হ'লে সে বেটী—বেটা পদবাচ্য। হা—হা—হা—সাধ ক'রে কি বলছিলুম, ভায়া, এখনও শেখ্‌বার অনেক আছে! ছেড়ে দাও ও সব লড়াই হাঙ্গামা, যা করছ—তাই কর এতে মজা আছে।

অঙ্কুর। থাক্ না, দাদা-মশাই—দু-শো মজা; আমি ত আপনার ওটায় বাদ দিচ্ছি না, এটাও দিন কতক ক'রে দেখি না!

দামোদর। দু-লায়ে পা দেবে, ভায়া? এতে আজ তোমার এত ঝোঁক চাপ্‌লো কেন?

অঙ্কুর। আমি সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র; আমার বাবা যে এই কাজ ক'রে গেছেন।

দামোদর। অধঃপাতেও গেছেন। আজ কোথায় সে? নিরুদ্দেশ হ'লো কেন, কাজ ছেড়ে? মজা পেলে না এ পথে বলেই ত?

অঙ্কুর। তা' হ'লেও, দাদা-মশাই, আপনার এ দিক্ দিয়ে মজা লুঠ্‌তে তিনি আসেন নি।

দামোদর। পুঁজি আছে কি? এ পথে আস্‌তে গেলেও—চাই।

অঙ্কুর। যাই হোক্ দাদা-মশাই, আমায় মার্জ্জনা করতে হবে, আমি করীন্দ্রাসুরের কাছে একটু অস্ত্রবিদ্যা শিখ্‌ব। তিনি নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন, আজ তাঁর কাছে শিক্ষার্থী সকলের সমবেত হবার দিন।

দামোদর। আহা-হা, আজ যে তেরস্পর্শ হে!

অঙ্কুর। জ্যোতিষ-বিদ্যাতেও দেখ্‌ছি, আমার দাদা-মশাই অদ্বিতীয়।

দামোদর। কাজ নাই, দাদা—আর ও রক্তারক্তির ত্রিসীমানায় গিয়ে। তার চেয়ে একটী টুক্‌টুকে নাত্‌-বৌ এনে দিই, রান্না ঘরে গিয়ে বীর-রস ভাঁজ—সেও ধরুক ছান্তা হাতা, চলুক প্রেমের তুমুল যুদ্ধ, দেখি তুমি কত বড় বীর! ওদিকে ঘেঁসোনা - নিষেধ কর্‌ছি।

অঙ্কুর। না, দাদা-মশাই! সংবাদ পেলুম—আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতার পদে লোক নিযুক্ত হচ্ছে; অস্ত্রধারী—দৈত্য-বংশের যে যেখানে আছে, বিপুল আগ্রহে ছুটে আস্‌ছে। আমি তাঁর পুত্র—পরিণত বয়স্ক, বিনা বিচারে, বিনা অনুরোধে ন্যায্য প্রাপ্য আমার সে পদ; আমি থাক্‌ব ঘরের কোণে কাপুরুষের মত নিশ্চিন্ত উদাসীন? না, দাদা মশাই! এ দুর্ম্মতি দানববংশের কারও যেন না হয়। আপনার আদেশ-অমান্যের অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলুম। আমার ধারণা—দৈত্যরক্ত অবরুদ্ধ রেখে অপব্যয় করার কাছে আর কোন অভিসম্পাত নাই।

[প্রস্থান।

দামোদর। বুঝ্‌লে না—বুঝ্‌লে না—পাজী দেশটা আমার এ বিদ্যার গৌরব আজও বুঝ্‌লে না! মরবে আপ্‌শোষে, আমি ত আর চিরদিন থাক্‌ব না।

[হতাশ ভাবে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিক্ষালয়।

[একপার্শে বালকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ও অন্যপার্শ্বে সোৎসুকে বটুপুর দাঁড়াইয়াছিলেন; করীন্দ্রাসুর আসিয়া বটুপুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন, বটুপুর তাঁহাকে আদরে তুলিয়া একখানি পত্রিকা বাহির করিয়া বলিলেন।]

বটুপুর। ধর, করীন্দ্র!

করীন্দ্র। কি—এ?

বটুপুর। সম্রাটের স্বাক্ষরিত নিয়োগ-পত্র। আজ হ'তে আমার আসন তোমার।

করীন্দ্র। [অবনতমস্তকে নিয়োগ-পত্র ধারণ করিলেন]

বটুপুর। আসনের অমর্য্যাদা যেন না হয়। আমি পদত্যাগ করব শুনতে-না-শুনতেই অনেকেরই লোলুপ-দৃষ্টি পড়েছিল এর ওপর; তারাও তোমার মত আমারই শিষ্য; কিন্তু আমি স্বয়ং সম্রাটের কাছে উপস্থিত হ'য়ে তোমাকেই বেছে দিয়েছি। আমার ধারণা—এ গুরুভার বহনে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। সাবধান! শিক্ষা-প্রণালী তোমায় শিক্ষা দিতে হবে না, তবে একটা কথা—দৃষ্টিটা ঠিক সমদর্শী রাখ্‌বে। পিতা হ'তেও শিক্ষকের উদার হওয়া চাই। পিতার পাঁচটী সন্তানে পাঁচ রকম টান—কিন্তু শিক্ষকে তা নাই, তার কাছে গরীব, ধনবান্, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান্ সব ছাত্র সমান। তবে আধার বিশেষে যে যতটা ধারণা ক'রে নিতে পারে, তার জন্য তুমি দায়ী নও। এখন আমি আসি?

করীন্দ্র। [নীরবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন]

ষট্পুর। [করীন্দ্রের মস্তক চুম্বন করিয়া] আশীর্ব্বাদ করি—আমার সুনাম নিয়ে, আমার আসন অলঙ্কৃত ক'রে শান্তিভোগ কর। বালকগণ! তোমাদের গুরুকে প্রণাম কর। [প্রস্থান।

গীত।

বালকগণ।—

গুরু আমাদের প্রণাম নাও।
প্রণাম নাও, প্রণাম নাও, প্রণাম নাও।
ধূলা-খেলা সাঙ্গ ক'রে এলাম গুরু তোমার কাছে,
এই নোঁয়া মাথার সাথে দিলাম আমাদের যা কিছু আছে ;
প্রণাম নাও—প্রণাম নাও—প্রণাম নাও।
জন্মদাতার কর্ম্ম শেষ সার্দ্ধা জীবন তোমার ভার,
আর আমাদের চিন্তা নাই শুধু তোমার চরণ সার ;
প্রণাম নাও—প্রণাম নাও—প্রণাম নাও।

[সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল]

অঙ্কুর উপস্থিত হইল।

অঙ্কুর আমারও প্রণাম গ্রহণ করুন, গুরুদেব! [প্রণাম]

করীন্দ্র। কে ?

অঙ্কুর। শিক্ষার্থী।

করীন্দ্র। পরিচয় ?

অঙ্কুর। নাম অঙ্কুর, দামোদরের দৌহিত্র।

করীন্দ্র। ও, তোমারই পিতা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন—না ?

অঙ্কুর। পিতৃপরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, তাই আপনার কাছে এসেছি। করুন আমায় সৈন্যাধ্যক্ষের সন্তান—পিতার পুত্র।

করীন্দ্র। তোমার এই দৃঢ়তাই তোমায় পিতৃ সন্নিধানে নিয়ে যাবে। বালকগণ! সকলে যুক্তকরে প্রণাম কর, বল—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

বালকগণ। [আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিল]

করীন্দ্র। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম।

বালকগণ। [আবৃত্তি ও প্রণাম]

করীন্দ্র। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

বালকগণ। [তথাকরণ]

করীন্দ্র। বালকগণ! আজ তোমাদের কয়েক ছত্র পাঠ দিই— অভিনিবেশ কর। প্রথম—যুদ্ধবিদ্যার অর্থ—হিংসাবৃত্তি নয়, সে যুদ্ধ দস্যুতা; যুদ্ধ বিদ্যার উদ্দেশ্য—কর্ম্মের প্রসার, ধর্ম্মের শৃঙ্খলা—শান্তির স্থাপনা। দ্বিতীয়—বীরত্ব, শত্রুর সংহারে নয়, সে বীরত্ব পশুবল; প্রকৃত বীরত্ব- বশীকরণ, জগতের সঙ্গে আলিঙ্গন, মহা শত্রুকেও মার্জ্জনা। তৃতীয়—জীবের লক্ষ্য রাজ্যৈশ্বর্য্য মান প্রভুত্ব নয়, সে লক্ষ্য—অন্ধ কীটের; জীবের লক্ষ্য—শিবত্ব, শূন্য, নির্ব্বাণ।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। তোমার নাম করীন্দ্র?

করীন্দ্র। [সমাদরে] আসুন—আসুন! আপনি ঐরাবত-বাহন দেবেন্দ্র—না?

ইন্দ্র। ছিলাম।

করীন্দ্র। [ইতস্ততঃ করিয়া] দেবেন্দ্রের যোগ্য আসন যে আমার নাই—

ইন্দ্র। আসন নিতে আমি আসি নাই, করীন্দ্র! আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী।

করীন্দ্র। [চিন্তা করিয়া] বালকগণ! আজ তোমাদের যা পাঠ দিলাম—যাও, সকলে ধারণা কর গে। কাল তোমাদের হাতে অস্ত্র দেবো।

বালকগণ।— [গীতাবশেষ]

বিদায় গুরু! বিদায় গুরু! বিদায় গুরু! আসি তবে
গুরু ব্রহ্ম—গুরু মায়া গুরু কৃপাই মোক্ষ ভবে;
প্রণাম নাও—প্রণাম নাও—প্রণাম নাও।

[প্রস্থান।

[অঙ্কুরও বালকদের সহিত যাইতেছিল, করীন্দ্র বাধা দিলেন]

করীন্দ্র। অঙ্কুর! তুমি দাঁড়াও। অস্ত্র নাও। [অস্ত্র দিলেন]

অঙ্কুর। [অস্ত্র ধরিয়া] একি! এ—অস্ত্র, না বৈদ্যুতিক কিছু!

করীন্দ্র। কেন—অঙ্কুর?

অঙ্কুর। এক মুহূর্তে আমি যেন আমায় দেখ্ছি, এক অসামান্য যোদ্ধা!

করীন্দ্র। হবে! যুদ্ধবিদ্যা তোমার পূর্বজন্মের সাধা ছিল, সংস্কার বশে সংসর্গদোষে চাপা পড়ে; আজ এই অস্ত্রস্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গেই তার আকস্মিক স্ফূর্তি। যাও!

অঙ্কুর। গুরু-দক্ষিণা?

করীন্দ্র। প্রয়োজন অনুসারে।

অঙ্কুর। প্রাণ পর্য্যন্ত সীমা রইলো আমার। [প্রণাম ও প্রস্থান।

করীন্দ্র। দেবরাজ! আপনাকে আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এখন কি আমি এই বুঝ্ব—আপনার রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করা?

ইন্দ্র। রাজ্য উদ্ধারে নয়, করীন্দ্র—মাতৃ-পূজায়।

করীন্দ্র। মাতৃ-পূজায়!

ইন্দ্র। আমি মহামায়ার অর্চ্চনা কর্‌ব।

করীন্দ্র। তার জন্য সাহায্য ?

ইন্দ্র। তোমাদের রাজার ইচ্ছা—আমি পূজা করতে না পাই।

করীন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আমাদের সম্রাটেরই যখন এই ইচ্ছা, তখন—আমি তাঁর আশ্রিত, প্রতিপালিত, দীন প্রজা—আমার কাছে দেবরাজ কি বিশ্বাসে এলেন ?

ইন্দ্র। ঋষি মার্কণ্ডেয় আমায় তোমার কাছে পাঠালেন, আমি স্বয়ং তোমার সম্বন্ধে কিছু ভাবি নাই।

করীন্দ্র। মার্কণ্ডেয় ঋষি ?

ইন্দ্র। হাঁ—করীন্দ্র !

করীন্দ্র। (ভক্তি গদ্গদ্ অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষে] ত্রিকালদর্শী, চিরজীবী, নিখিল নমস্য। [তাঁহার মস্তক ঈষৎ অবনত হইল]

ইন্দ্র। চুপ্ ক'রে রইলে যে ?

করীন্দ্র। আপনাকে বল্বার কথা ত আর কিছু নাই।

ইন্দ্র। তা' হ'লে স্বীকার ?

করীন্দ্র। একটু সময় দিতে হবে আমায়, দেবরাজ ! আমি একটা গোলে পড়েছি ; আমি ত দেখ্তে পাচ্ছি না—আমার মধ্যে কোন একটা কিছু—দৈত্যেশ্বরের ইচ্ছার প্রতিরোধ কর্বার ; অথচ ঋষি মার্কণ্ডেয় আপনাকে পাঠিয়েছেন—তীক্ষ্ণ, স্থির, প্রলয়-অন্ধকারেও উজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁর।

গীতকণ্ঠে বিষাণ উপস্থিত হইল।

বিষাণ।—

গীত

তোমাতে আছে সে প্রাণ।
মৃগনাভিসম তোমার অজান্তে উঠেছে তাহার ঘ্রাণ।

যদিও করী পাও নি দেখিতে, তোমার চক্ষে তুমি তোমায়,
তোমার পরিধি পেয়েছে সৃষ্টি,
সে ত নয় কভু ক্ষুদ্র দৃষ্টি,
অচিরে তোমার অমৃত বৃষ্টি—ডুবিবে বিরাটতায়,—
মায়ের পুত্র তুমি করীন্দ্র, কর এ বিপদে ত্রাণ।

[প্রস্থান

করীন্দ্র। [উত্তেজিত হইয়া] দেবরাজ! সাহায্যটা আপনাকে কিরূপ ভাবে কর্‌তে হবে ?

ইন্দ্র। প্রস্তুত ?

করীন্দ্র। না হ'য়ে আর উপায় কই ? ঋষির অনুমান মিথ্যা হয় যে।

ইন্দ্র। তোমার শক্তি আছে, করীন্দ্র! আমি এইবার দেখ্‌তে পাচ্ছি।

করীন্দ্র। আমি এখনও তা দেখ্‌তে পাই নাই, দেবেন্দ্র। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—মার্কণ্ডেয় ঋষির ইচ্ছাশক্তি, আর যাঁর পূজা কর্‌বেন—সেই মহামায়ার আকর্ষণ-শক্তি। বলুন, কি কর্‌তে হবে আমায়—আপনার ইষ্ট পূজায় ? আমি—

করাল উপস্থিত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন।

করাল। মূর্খ তুমি।

করীন্দ্র। কে তুমি—করীন্দ্রের প্রতি এরূপ ভাষা প্রয়োগে সাহস কর ?

করাল। চেন না আমায় ? আমি এ রাজ্যের সেনাপতি!

করীন্দ্র। জান—ও রকম সেনাপতি আমার হাত দিয়ে তৈরী হয়—আমি অস্ত্র-শিক্ষক ?

করাল। তোমার মত শিক্ষকের সংবর্দ্ধনার জন্য আরও জঘন্য ভাষার অবতারণা উচিত। এই রকম শিক্ষাই বুঝি দৈত্য বালকদের দিচ্ছ—এই রাজদ্রোহিতা ?

করীন্দ্র। [অগ্নিবৎ জ্বলিয়া] রাজদ্রোহিতা ? [আত্মসংযম করিয়া] যাক্—তার কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে রাজি নই, উপরে সম্রাট্ আছেন, জানাও গে—তোমার যা ক্ষমতা।

করাল। আমার ক্ষমতাটা অতটুকু ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নয়, করীন্দ্র! সে রকম সেনাপতিত্ব আমি করি না; আমার কৈফিয়ৎ নেবার কেউ নাই।

করীন্দ্র। যথেষ্ট আছে; রাজা না নেন্—প্রজাদিগে দিতে হবে। যে রকম সেনাপতিত্বই কর—ভৃত্য-জীবন তোমার।

করাল। [সক্রোধে] করীন্দ্র—

করীন্দ্র। [বাধা দিয়া] করাল! চিরকাল্টা তুমি আমার উপর আক্রোশ ক'রে আস্ছ। বাল্যে সমবয়স্ক সবাই এক সঙ্গে খেলা কর্‌তাম —তুমি কেবল আমারই সঙ্গে আড়ি কর্‌তে। জ্ঞান হতেই যুদ্ধ শিক্ষা কর্‌তে গেলাম—সেখানেও তোমার যত হিংসা আমারই উপর। আজ কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছি—এখানেও এসেছ—পোষা জঘন্য বৃত্তি নিয়ে ? দূর হও এখান হ'তে, পশু।

করাল। এ পশু—ও বৃংহিত ধ্বনিতে দূর হবার পশু নয়, করীন্দ্র, এ পশুরাজ সিংহ—আরও অগ্রসর।

করীন্দ্র। করাল! তুমি অনেকদিন অনেক অগ্রসর হয়েছ—আমি উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেছি। দোহাই তোমার, আর অগ্রসর হ'য়ো না— আমি ধৈর্য্য রাখ্‌তে পার্‌ব না।

করাল। করীন্দ্রাসুরের ধৈর্য্য যতটা জানা আছে, অধৈর্য্যটা কি রকম একবার দেখি।

সশস্ত্র অঙ্কুর উপস্থিত হইল।

অঙ্কুর। এদিকে দেখুন তা' হ'লে।

অরুণাক্ষ উপস্থিত হইল

অরুণ। তুমি কে? জ্বলন্ত এ গৃহ-বিচ্ছেদে পক্ষ নিয়ে পড়্তে এস।

অঙ্কুর। তুমি কে—উড়ে এসে মধ্যস্থ হও?

অরুণ। আমি রক্তবীজের পুত্র—অরুণ।

অঙ্কুর। আমি গুরুদাস অঙ্কুর।

অরুণ। শুকিয়ে যাবে অঙ্কুর—যাও।

অঙ্কুর। অরুণে সে তাপ নাই—থাম।

অরুণ। পাষণ্ড! [অস্ত্র ধরিল]

দ্রুতপদে ষট্পুর আসিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

ষট্পুর। এটা শিক্ষালয়।

[সকলে মস্তক অবনত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

বেশ গৃহ-বিবাদ নিবারণ কর্‌তে এসেছ ত, অরুণ! আগুন নেভাতে ঘি ঢাল্‌ছ?

করাল। আপনিও ত দেখ্‌ছি, তার ওপর বাতাস দিতেই এলেন।

ষট্পুর অন্ধ তুমি, করাল! তাতে তোমার দোষ দিই না—দোষ আমারই—আমি তোমায় কেবল অস্ত্র শিক্ষাই দিয়ে গেছি চরিত্র বিষয়ে লক্ষ্য করি নাই। যাক্—সে কথা; এখন তোমাদের বিবাদ ত দেবরাজকে করীর আশ্রয় দেওয়া নিয়ে? তুমি সম্রাট্‌কে জানাও গে।

করাল। সম্রাট্‌কে জানাতে যাওয়া পুনরুক্তি করা মাত্র; তাঁর আদেশ দেওয়া।

ষট্পুর। তিনি হয় ত ধারণা কর্‌তে পারেন নি যে—দেবতারা করীন্দ্রাসুরের সাহায্যপ্রার্থী হবেন, আর এ ধারণা করাও যায় না।

করাল। তবে এ ধারণাটা তাঁর ছিল—অসুর বংশে তাঁর আদেশের অমান্য কর্‌তে কেউ পারে না।

ষট্‌পুর। যেটা মোটেই ধারণা কর্‌তে পারা যায় না, করাল, সেইটাই যে এ সংসারে আগে ঘটে, এটা—তিনি রাজা—বিশেষ বোঝেন।

করাল। যেতে দেন্। তাঁর বোঝা নিয়ে আমার কিছু যায়-আসে না, আমি দেখ্‌ছি—রাজদ্রোহী।

ষট্‌পুর। করাল! তা' হ'লে একটা কথা বলি, আমি ত দেখ্‌ছি—রাজদ্রোহী তুমি।

করাল। [ক্রোধ ও বিস্ময়ে] আমি!

ষট্‌পুর। রাজনীতির পাতা ওল্‌টাও নাই, রাজদ্রোহী সাব্যস্ত কর! সেনাপতি হ'য়ে রাজার কাজে হাত দাও! রাজদ্রোহী তুমি।

করাল। আমি বন্দী কর্‌ব করীন্দ্রকে, গুরু! রাজদ্রোহী হই—দণ্ড নেব রাজার কাছে। [অগ্রসর হইলেন]

ষট্‌পুর। [বাধা দিয়া] সাবধান করাল! আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি, করীর উপর তোমার মজ্জাগত বিদ্বেষ। আজও এসেছ—তারই উত্তেজনায়—ছাই একটা রাজদ্রোহিতার আবরণ নিয়ে। তা হবে না, করাল—আমি থাক্‌তে। তুমি আমায় বন্দী কর। আমি তোমায় অকপটে প্রাণের সমস্ত আশীর্ব্বাদ দিয়ে যোদ্ধা তৈরী করেছি, জোরটা আজ আমার উপর আগে দেখাও।

করাল। [অভিমানজনিত ক্রোধে] আমি আপনাকে অভিসম্পাত কর্‌ব, গুরু! আমিও বরাবর দেখে আস্‌ছি—করীন্দ্রের উপর আপনার একটা একচোখো টান; আজও এসেছেন তারই আকর্ষণে—মিথ্যা মীমাংসার ভাণ ক'রে। গায়ের জোর আর আপনার কাছে কি দেখাব—আমি আপনাকে অভিসম্পাত কর্‌ব, পক্ষপাত-গুরুর প্রতি অনাদৃত অভিমানী শিষ্যের অভিসম্পাত। সে অভিসম্পাত মুখে নয়—মনে, পলকে পলকে, প্রতি শ্বাস দীর্ঘ ক'রে ফেলে। [কম্পিতপদে প্রস্থান।

অরুণ। আগুন দ্বিগুণ জ্বল্‌ল, বৃদ্ধ!

[প্রস্থান।

অঙ্কুর। অঙ্কুর রইলো, অরুণাক্ষ।

[প্রস্থান।

ষট্‌পুর। [উচ্চকণ্ঠে] করাল! করাল! [অস্ফুটস্বরে] কর্‌লুম কি

করীন্দ্র। [নতজানু হইয়া] আমার কি অন্যায় হয়েছে, গুরুদেব?

ষট্‌পুর। [আদরে তুলিয়া] ন্যায়, অন্যায়—এ জগতে কোন্‌টা—কে, আমি বেছে উঠ্‌তে পার্‌লুম না, করী! যেটা অন্যায় বলে ধারণা করেছি, দেখেছি—তার পরিণতি চন্দন ঘর্ষণের মত সৌগন্ধময় সুন্দর; যেটা ন্যায় ব'লে করেছি—তার শেষটায় হয় ত অনুতাপ করেছি। ছি—করেছি কি! যা কর্‌বে—জগদীশ্বরীর ইচ্ছা ব'লে ক'রে যাও।

[প্রস্থান।

করীন্দ্র। বা—সুন্দর প্রবোধ—জগদীশ্বরীর ইচ্ছা! জগদীশ্বরী! মা! এত বড় বিশাল জগৎটায় তোর ইচ্ছা প্রকাশের ক্ষেত্র কি আমাকেই ঠাওরালি? পূর্ণ হোক্ তোর ইচ্ছা। দেবরাজ! দিলাম আশ্রয়; আসুন বিশ্রাম কর্‌বেন।

ইন্দ্র। তোমার শক্তি কি—শুন্‌বে করীন্দ্র?

করীন্দ্র। আর বল্‌তে হবে না, দেবরাজ! আমি দেখ্‌তে পেয়েছি—আমার জীবনের উদ্দেশ্য। ঋষি মার্কণ্ডেয় আপনাকে পাঠিয়েছেন—আর সেই জগদীশ্বরীর ইচ্ছা—এই দুই স্মৃতিই আমার পরম শক্তি।

ইন্দ্র। জয় হোক্, তোমার।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৈত্য-রাজসভা।

[সিংহাসনে দুর্গমাসুর আসীন তাঁহার একপার্শ্বে দৈত্যগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট, অন্য পার্শ্বে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত বেদিপরি পদ্মাসনে জনৈক সাধক গাহিতেছিলেন।]

সাধক।—

গীত।

আমি আছি একা আমাদের মাঝে আমার জগৎ আমার মায়া।
আমার সৃজন আমাকেই দিয়ে প্রকৃতি আমারই প্রেয়সী জায়া।
আমি আছি তাই অন্যে আছে আমিই অন্যে অন্য রূপ
শশধরে আমি শান্ত জ্যোতিঃ সূর্য্যে ফোটাই অসহ ধূপ,—
এক জল যথা জলাধার ভেদে স্বচ্ছ, দূষিত মত্ত, স্থির
আমিও তেমতি আধারের বশে পূজ্য, পতিত, গরল, ক্ষীর ;
আঁধারে, আলোকে, শূন্যে, সনামে অনামে ছড়ানো আমার কায়া।
জন্ম রহিত, মৃত্যুবিজয়ী, বন্ধনহীন, বিগত ভয়,
চিন্ময় আমি, শাশ্বত আমি, শিব সচ্চিদানন্দময়,—
অহং অহং ব্যাপ্ত বিশ্ব,
অহং ভরিত সকল দৃশ্য ;
অহং গুরু অহং শিষ্য অহং প্রাপ্তি অহং ছায়া॥

[সাধক গাত্রোত্থান করিলেন, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান করিলেন।]

সকলে। [সমস্বরে] চিন্ময়ং শাশ্বতং নিত্যং সচ্চিদানন্দং ভজামি।

হস্তদ্বারা ভূমি চুম্বন করিতে করিতে অপ্সরাগণ সহ
দামোদর উপস্থিত হইল।

দামোদর। ভজামি—ধূম্রবর্ণং ঘোর রূপং গুণাধারং দৈত্যেশ্বরং।

দুর্গম। দামোদর! এরা কারা ?

দামোদর। আজ্ঞে—অপ্সরা।

দুর্গম। অপ্সরা—এখানে ?

দামোদর। আজ্ঞে—অপ্সরা কি আশ্রমের ? এরা যে এইখানেরই।

দুর্গম। তা' ব'লে—এ রাজকার্য্যের সময়—

দামোদর। আজ্ঞে—এও রাজকার্য্য। রাজ-রাজ্ড়াদের কার্য্যাবলীর তালিকার প্রথম দাগেই—এরা। এদের ভূতপূর্ব্ব রাজা ইন্দ্র—শোনা যায় সহস্র চোখে এদিকে দেখে আস্তেন।

দুর্গম। সবাই ত আর সে ইন্দ্র হ'তে পারে না, দামোদর। আমার মাত্র দুটী চোখ, স্বর্গ এই সবে অধিকৃত, আগে তার শৃঙ্খলার উপায়টা দেখি।

দামোদর। আঁধারে হাত্ড়ানো হবে, তা' হ'লে দৈত্যনাথের স্বর্গই দেখ্লেন কই,—তার শৃঙ্খলা ? স্বর্গ অধিকারই করেছেন ; ঘুরেছেন—শুধু তার গলি রাস্তায়—আনাচ, আঁস্তাকুড় নর্দ্দমায়। আসল স্বর্গ কোন্খান্টায়, কোন্ জিনিষটা—এখনও তা আপনার চোখে পড়ে নি। [অপ্সরাগণের প্রতি] ওগো সুবর্ণময়ী স্বর্গের ঢাকুনীরা, একবার সোনামুখে সাধনাদুর্ল্লভ স্বর্গটা তোমাদের দেখাও, মহারাজ আমাদের শৃঙ্খলা করুন।

গীত।

অপ্সরাগণ।—

তোমার বিরহ জ্বালা গো—তোমার বিরহ জ্বালা।
একি, সূচল অসহ সাজা—একি, রূপে গুণে কালী ঢালা।
কাজল্ টানা আঁখি আমার বাদল রাতের ঘোর আকাশ,
পাগল করা পরশ আমার সে যেন আজ উপহাস—
আমার—সর্পিল চারু বেণী,
আমার—কুন্দ-দশন শ্রেণী,
আমার—হিঙ্গুল অধর চিক্কুর হানা ভুরু গো,
আমার গুরু নিতম্ব [illegible] এলানো উরু গো,
আমার, সব কেড়ে নিয়ে সাজায়েছে, দিয়ে শ্মশানের হাড়মালা—
আমার বাসি হ'য়ে গেল জীবন-বাসর বৃথা হ'লো দীপ জ্বালা।

দামোদর। [আনন্দাতিশয্যে] দেখ্লেন ? মহারাজ [illegible]—স্বর্গ-জিনিষটা কি ? গো-লোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক, সব এই তিলক ধারিণীদের নূপুরের তালে ; মন্দাকিনী—এদের গায়ের [illegible] ; অমৃত-ভাণ্ড—এদেরই অধর আর রসনা। করুন, মহারাজ ! এইবার ইচ্ছামত শৃঙ্খলা।

দুর্গম। অন্তঃপুরে যাও, তোমরা অপ্সরাগণ—প্রেমময়ী শুম্ভনন্দিনীর সভায়—সম্মান পাবে।

[অপ্সরাগণ নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

দামোদর। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] হাঁ—যাও বাছা—যাও ; স্বর্গ জিনিষটা সৌভাগ্যবানদের গুপ্তধন হ'য়ে থাকাই ভাল। করুন মহারাজ—এইবার যা বাজে কাজ।

দুর্গম। দৈত্যগণ ! দুর্জ্জয় রণ-রাক্ষসের ভুক্তাবশিষ্ট আমরা—দানব বংশের বিজয়-ধ্বজা, উড্ডীয়মান সৃষ্টির চূড়ায়। স্মরণ কর, তাঁদের পাদপদ্ম—

যাঁদের জন্ম দিয়ে এই জয় কেনা। প্রণাম কর, তাঁর অনন্ত করুণায়—যে পরম তত্ত্বের অজানা টানে এই অধঃপতিত দানবজাতির চরম উজান। পাঠ কর খোলা আওয়াজে—সেই উপমাহীন, স্তুতিহীন, বাক্যাড়ম্বরশূন্য পুণ্য স্তব—

"সত্যং শাশ্বতং ত্বং নমস্তে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তে।"

সকলে। "সত্যং শাশ্বতং ত্বং নমস্তে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তে।"

দুর্গম। দৈত্যগণ! দেবতারা পদচ্যুত, পলায়িত, অপমানিত জীবন নিয়ে জগতের অতি প্রচ্ছন্নে। যাক্, প্রয়োজন নাই—আর ক'টা তুচ্ছ কাজের জন্য তা'দিকে ডেকে। তোমরাও ত এক একজন দিগ্বিজয়ী রথী, মহা-মহা সাধক,—পারবে না সৃষ্টিটা চালাতে?

দামোদর। কেন পারবে না, মহারাজ! এই দামোদরকে আপনার কোন্ দিকে বইতে হবে বলুন?

দুর্গম। [দামোদরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া] তোমরা পারবে-না ত—পারবে কে? কৌস্তুভ! আমি তোমায় সূর্য্যলোকের ভার দিলাম। [কৌস্তুভ শির নত করিয়া আদেশ শিরোধার্য্য জানাইল।]

দামোদর। [জনান্তিকে কৌস্তুভের প্রতি] দেখো, ভাই! যেন শুধু পদ্ম ফুটিয়েই বেড়িয়ো না।

দুর্গম। স্বস্তিক! চন্দ্র করলুম তোমায়। [স্বস্তিকের শির অবনত হইল]

দামোদর। রোজ গোল হ'য়ে উঠো ত দাদা! চা'ল মেরে দেওয়া যাক্ একটা, দেবতাদের উপর।

দুর্গম। অগ্নি—তুমি জ্বালামুখ!

দামোদর। ওঁ—স্বাহা।

দুর্গম। শমনের পদে দিলাম তোমায়, আবর্ত্তন।

দামোদর। [সভয়ে] ও বাবা! একটু স'রে থাক্‌তে হবে, তোমার কাছ হ'তে—ঘরের ঢেঁকি কুমীর তুমি!

দুর্গম। মুকুর—জলাধিপ তুমি।

দামোদর। যাক্—এইবার চাষ করা যাবে ইচ্ছামত—জল দেবে প্রিয় নাতজামাই।

দুর্গম। বায়ু হ'লে—বিমান তুমি!

দামোদর। হরদম দখ্‌নে ব'য়ো, ভায়া! আর বায়ু পরিবর্ত্তনে আমাদের কোথাও যেতে হবে না। তা' হ'লে মহারাজ, আমার প্রতি কি আজ্ঞে হয়—আমিও একটা দেবতার কাজ কর্‌ব।

দুর্গম। [মৃদুহাস্যে] তুমি! কোন্ দেবতার?

দামোদর। আজ্ঞে—ঐ মদন দেবতার। বেটা চিরদিনটা আমার উপর বেজায় রোক্ ক'রে আস্‌ছে; দেখুক্ এইবার, গাড়ীকা পর—না, না-কা পর—গাড়ী।

অরুণাক্ষ উপস্থিত হইল

অরুণ। আমার প্রতি সম্রাটের কি অনুমতি?

দুর্গম। কিসের?

অরুণ। শূন্য-সৈন্যাধ্যক্ষ পদের জন্য যে আবেদন করেছি—

দুর্গম। ও—অনেকেরই আবেদন পড়েছে, অরুণ—ওর জন্য। তবে আমি যতটা দেখ্‌ছি—তুমি মহাবীর রক্তবীজের পুত্র—আবেদনকারীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চবংশোদ্ভব, সুযোগ্য; তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াই সাধারণের বাঞ্ছনীয়। সভাসদ্‌গণ উপস্থিত—সেনাপতিও আসুন, সকলে থেকে আজ এই সভাতেই তার স্থির ক'রে দেওয়া যাচ্ছে। সম্ভব—কারও আপত্তি হবে না।

অঙ্কুর উপস্থিত হইল—সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া একখানি আদেবন-পত্র তাঁহার হস্তে দিল।

কি ?

অঙ্কুর। আপত্তি।

দুর্গম। কিসের ?

অঙ্কুর। ঐ শূন্য-সৈন্যাধ্যক্ষ পদের প্রার্থী আমি,—প্রাপ্যও আমার।

অরুণ। [রক্তচক্ষে] প্রাপ্য তোমার ?

অঙ্কুর। নিশ্চয়।

অরুণ। আমি থাক্‌তে।

অঙ্কুর। তুমি কে ?

অরুণ। আমি ভূতপূর্ব্ব দৈত্য-সাম্রাজ্যের সেনাপতি মহাবীর রক্ত-বীজের পুত্র। এতদিন বালক ছিলাম,—রাজকোষ নিজ ব্যয়ে আমার ভরণ-পোষণ ক'রে আস্‌ছে ; আজ আমি যোগ্য, কর্ম্মঠ—রাজ-সংসারে যে কোন পদ শূন্য হবে—আমি ইচ্ছুক হ'লে বিনা-বিচারে সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্য আমার। সাম্রাজ্যের নিয়ম জান না।

অঙ্কুর। একটা নিয়ম জেনে রেখেই গোটা সাম্রাজ্যটায় মুঠোর মধ্যে মনে করেছ, অরুণ! যে পদ শূন্য হবে—সেই পদের উপযুক্ত যদি সেই পদত্যাগীর ঔরসজাত পুত্র থাকে—আর সে যদি প্রার্থী হয়—সেখানেও যে আর বিচার নাই—এ নিয়মটা কি কেউ তোমায় বলে নি ? তোমার পিতা কোন্ যুগে সেনাপতি ছিলেন—সেই দাবীতে তোমার দাবী, আর এ হাতোহাত—আমারই পিতার পদ।

অরুণ। প'ড়ে থাক এখন কিছুদিন, অঙ্কুর—আবার যখন সুযোগ আস্‌বে—তোমার ও দাবী চল্‌বে। পিতার পদ ব'লে, আমি থাকতে

উত্তরাধিকার সূত্র খাটবে না। যাও এখান হ'তে—সম্রাট্ আমার যোগ্য-বৃত্তি দিতে বংশনীতি অনুসারে বহুপূর্ব্ব হ'তে প্রতিশ্রুত।

অঙ্কুর। সম্রাট্ সাম্রাজ্য দিয়ে তোমার যোগ্যতার পুরস্কার করুন না, তাতে আমার তিলমাত্র দুঃখ নাই; কিন্তু পিতার স্বত্বে সর্ব্বাগ্রে তাঁর আত্মজের অধিকার—এও যে এই রাজ-বংশেরই নীতি! আমি স'রে যাব না, অরুণ—তোমার ভ্রুকুটীতে; সম্রাট্ স্বয়ং এ নীতির অপলাপ করতে হয় করুন।

করাল উপস্থিত হইলেন।

দুর্গম। এস, সেনাপতি! উভয়সঙ্কটে পড়েছি আমি—তোমার সেই সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্তি নিয়ে। এ স্থলে তোমারই অভিমতের বিশেষ আবশ্যক।

করীন্দ্রাসুর উপস্থিত হইলেন।

করীন্দ্র। রাজকার্য্যে সেনাপতির অভিমত নেবার পূর্ব্বে তার বিরুদ্ধে আমার এক অভিযোগ আছে; বিচার করা হোক্, সম্রাট্!

করাল। বা—করীন্দ্র—বা! আচ্ছা, তাই হোক্—বল তোমার অভিযোগ।

করীন্দ্র। সম্রাট্! করাল আমার অবমাননা করেছে।

করাল। মিথ্যা ব'লো না, করীন্দ্র—করালের নামে। যদি কিছু ক'রে থাকে—করাল নয়—করেছে তা সম্রাট্ দুর্গমাসুরের সেনাপতি।

করীন্দ্র। সম্রাট্ দুর্গমাসুরের সেনাপতি যে এত হীন, এমন সমর-নীতিতে অনভিজ্ঞ—তা আমি ভাবতে পারছি না, করাল! আমার ধারণা—আমার অপমান করেছে—সম্রাটের দোহাই দিয়ে সেনাপতির নামে—সে করাল তুমিই।

করাল। [সম্রাটের প্রতি] শুনুন্ তবে সম্রাট্ আমার হীনতা—অনভিজ্ঞতার কথাটা ; বিচার করুন দৈত্যনাথ, অসম্মানই যদি ক'রে থাকি—সে করা–করালের—না আপনারই সেনাপতির ? জিজ্ঞাসা করুন্, অসুরেন্দ্র, অবমাননার কারণ ?

করীন্দ্র। শুনুন্ সম্রাট্, অবমাননার কারণ—দেবতাগণ আপনাদের মঙ্গল-কামনায় ইষ্ট-পূজার আয়োজন করায়, দৈত্যেশ্বরের আদেশ জানিয়ে করাল তাতে বাধা দেয় ; দেবরাজ ইন্দ্র অনন্যোপায় হ'য়ে আমার কাছে উপস্থিত ; আমার প্রতি যথেচ্ছাচারিতার কারণ—আমি তাঁকে আশ্রয় দিই।

দৈত্যগণ। রাজদ্রোহ—রাজদ্রোহ'!

করীন্দ্র। তোমরা চুপ্ কর, স্বার্থসেবী স্তাবকগণ !

করাল। তুমি চুপ্ কর, শত্রুসেবী কুলপাংশুল ! এই স্তাবকগণই আজ দৈত্য সাম্রাজ্যের স্তম্ভ।

করীন্দ্র। দৈত্য-সাম্রাজ্যের ধূমকেতু।

করাল। ধূমকেতু তুমি ; উঠেছ আকাশে—পুচ্ছ বিস্তার করছ সুদূর নিম্নে মৃত্তিকার উপর।

করীন্দ্র। [অনুযোগ স্বরে] সম্রাট্ ! সম্রাট্ ! এখনও এ মিথ্যা-বাদীর রসনা ছেদন করা হচ্ছে না, কেন ?

করাল। দৈত্যনাথ ! আর এ রাজ্যদ্রোহীর দণ্ড বিধানে উদাসীনতা শোভা পায় না যে ?

করীন্দ্র। রাজদ্রোহী ? করাল ! আবার রাজদ্রোহী ? রাজ-ভক্ত কাকে বলে ?

করাল। [শ্লেষভরে] রাজভক্ত তাকে বলে—যে রাজার শত্রুকে শক্তি অর্জ্জনের সুযোগ দেয়।

করীন্দ্র। বিচার করুন, দৈত্যনাথ! সত্য আমি রাজাদেশের প্রতিকূলে আপনার শত্রুদের শক্তি-পূজায় উৎসাহিত করেছি; কিন্তু আমি অন্যায় করেছি কোন্‌খানে? ছলে, বলে, ইঙ্গিত-চালিত কুক্কুরের মত যার-তার ঘাড়ে লাফ দিয়ে, রাজার প্রভুত্ব বিস্তার করাই রাজভক্তি—আর প্রতিপালকের ভ্রম-প্রমাদ আদেশের প্রতিবাদ ক'রে, তাঁর সুনাম রক্ষা, গৌরব রক্ষা, মহত্ত্ব বৃদ্ধি কি প্রভুভক্তির অঙ্গ ছাড়া?

করাল। গৌরব-রক্ষা! সম্রাট্ গৌরবরক্ষা—শত্রুকে বলবান্ ক'রে?

করীন্দ্র। [সগর্ব্বে] হাঁ। আমরা দৈত্যজাতি—নির্ভীক যোদ্ধা, ধর্ম্মবীর জগতের মধ্যে। আমরা অস্ত্র ধরি—সাম্‌না-সাম্‌নি, খেলে যাই বর্ত্তমান নিয়ে; কৌশল-প্রবঞ্চনা, চোরা নীতি জানি না, ভবিষ্যৎ ভাবনার ধার ধারি না। আমাদের ধর্ম্ম যখন—নিরস্ত্র শত্রুকে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা, আমাদের নীতি যখন—যে শত্রু যে ভাবে আক্রমণ চায়, তাকে সেই ভাবেই অগ্রসর হ'তে দেওয়া, আমাদের উদ্যম যখন—কাহাকেও দমন ক'রে নয়—জগতকে সহস্র বাহু মেল্‌বার অবসর দিয়ে তার মাথায় ওঠা;—তখন পরাজিত দেবতারা যদি শক্তি পূজা ক'রেই আমাদের সমকক্ষ হবার আশা করে—কেন দেওয়া হবে না? করাল! কুলপাংশুল আমি নই, দৈত্যকুলকলঙ্ক তুমি—আজ তাকে তার পৈতৃক উচ্চাসন হ'তে টেনে এনে পাতালে ঠেলে ফেল্‌ছ।

করাল। ফেল্‌ছি; তাতে আমি কলঙ্কিত নই, করীন্দ্র! কুল রক্ষা—

করীন্দ্র। [বাধা দিয়া] না না; কলঙ্কের টীকা কপালে নিয়ে কুলের বিস্তার চেয়ে সে কুল নির্ম্মূল হওয়াই শ্রেয়ঃ। সম্রাট্! আমার শেষ নিবেদন—যদি দেবতাদের শক্তি-পূজা কর্‌তে দেওয়া না হয়, তা' হ'লে রাজাদেশে আগে আমাদের সমর-নীতি শাস্ত্রটা—যাতে লেখা আছে নিরস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে, মূর্চ্ছিতকে চৈতন্য দিয়ে, পরাজিতকে শক্তি দিয়ে যুদ্ধ

করাই বীর ধর্ম্ম—সেটার এক-একখানা পৃষ্ঠা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে সুদূর প্রান্তরে ফেলে দেওয়া হোক্, যাতে লিপিবদ্ধ আছে—আততায়ীকে সর্ব্বস্ব দান ক'রে দৈত্যপতি বলির পরমানন্দে পাতাল প্রবেশ—সে মহৎ দৃষ্টান্তের গ্রন্থটাকেও তাঁর সঙ্গে সেই অন্ধগর্ভ পাতালেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক্; যে আদি কাব্যে অমরাক্ষরে লিখিত—আপনাদিকে বধ কর্‌বার জন্য আমাদের আদি পুরুষ মধুকৈটভের বিষ্ণুকে বর দান—সে মহাকাব্য আর এ কুটীলতার ভিতর পরিস্ফুট কেন? তার প্রতি ছত্রে, প্রত্যেক বর্ণে পচা দুর্গন্ধময় কালী ঢেলে দেওয়া হোক্; আর সেই সঙ্গে—আমি দৈত্য সংসারের সমর-শিক্ষক—আমার শিক্ষায় যথার্থ বীর তৈরী হবে, আমার আদর্শে দৈত্যের হৃদয় উঁচু সুরে বাজ্‌বে—আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না দাঁড়িয়ে, একটা চিরন্তন মহানীতির অপলাপ—আমাকেও খড়্গাঘাতে হত্যা করা হোক্।

[দুর্গমাসুর এতক্ষণ নীরবে উভয়ের বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, এইবার তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিলেন—]

দুর্গম। থাক বীর তোমরা তোমাদের চিরন্তন মহানীতি নিয়ে—গৌরব, গ্লানি, বীরত্ব, ভীরুতা ঈর্ষা, অর্চ্চনা—দ্বন্দ্বের পঙ্কিল কদর্য্যতায়। আমি কুল রক্ষার জন্য ভবিষ্যৎ ভেবে, ভয়ে প'ড়ে দেবতাদের ইষ্ট-পূজায় বাধা দিতে যাই নাই, বীরদ্বয়! আমার ধারণা—এটা তাদের ইষ্ট-পূজাই নয়, অনিষ্টের আবাহন। যে পরশ্রী কাতরা আমাদিকে স্ব স্বরূপ উপলব্ধি হ'তে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে—যে রাক্ষসী জীবাত্মা আর পরমাত্মার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার কালিমাময় যবনিকা ফেলে ধেই ধেই ক'রে অবিরাম তালে নৃত্য কর্‌ছে, যে পিশাচী এই ব্রহ্মময় বিরাট্ জগতকে সত্য হ'তে বহুদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে—তার বীরাটত্বকে মিথ্যা, তৃণের মত হীন দেখিয়ে তীক্ষ্ম দন্তে

তার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে—সেই মায়ার পূজা। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে? দেবতারা যা খুসী করুক, আমার ভয়—পাছে তাদের দৃষ্টান্তে, তাদের এই জঘন্য পথ অনুসরণ ক'রে—জগতটা, আসল সত্য—আপনাকে দেখা ছেড়ে—এই অধঃপাতে দাঁড়ায়। [করীন্দ্রের প্রতি] যাক্—তুমি আশ্রয় দিয়েছ যখন তাদের—করুক পূজা, মরুক তারা ভস্মে ঘি ঢেলে। তবে একটা কথা—বলি যেন না হয়। এ জগতের পরমাণুটী পর্য্যন্ত সেই এক ব্রহ্মের অংশ, এক অনন্ত পারাবারের বুদ্- বুদ্, এক মহা সাধনার নীরব সাধক; স্বার্থের জন্য সত্যে আঘাত—এ আমি সহ্য করব না—যাও। এস সেনাপতি! অরুণ—অঙ্কুর! তোমাদের মীমাংসা হবে। দৈত্যগণ! যাকে যা ব'ল্লাম—

[সম্রাট্ করালসহ চলিয়া গেলেন—পশ্চাৎ পশ্চাৎ করীন্দ্র ও অরুণ, অঙ্কুর প্রস্থান করিল।

দামোদর। চল হে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, শমন, বরুণ, বায়ু—আর কি? কাজে লেগে পড়া যাক্ গে চল। আমার এক হাত মেপে চ'লো বাবা। মদন দেব—হুঁ হুঁ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ষট্‌পুরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

[ষটপুর ও প্রতিমা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদের আলোচ্য –ষটপুর পৌত্রী পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা জবার বিষয়; জবা বিধবা হইয়াছিল, ষট্‌পুর স্নেহবশতঃ তাহাকে সে কথা জানিতে দেন নাই। জানাইতে সকলকে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।]

প্রতিমা। বাবা—

ষট্‌পুর। [বাধা দিয়া] চুপ্‌—চুপ্‌—খবরদার! বাদ্‌ দে ও সব কথা। সে এইখানেই আছে, এখনই শুন্‌তে পাবে।

প্রতিমা। শুন্‌তে ত একদিন পাবেই।

ষটপুর। অশুভস্য কাল হরণং! য-দিন যায়।

প্রতিমা। অশুভ ত যা হবার হয়ে গেছে। এখন মেয়ে ছেলে বিধবা হ'লে তাকে জান্‌তে না দিয়ে চাপা দিয়ে রাখাই কি শুভ?

ষট্‌পুর। শুভ—শুভ; আমার ত বটে।

প্রতিমা। তাই বা কোন্‌খানটায়? বুকের শ্বাস বুকে মিলিয়ে দিনে দিনে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছ! আমি কি বুঝতে পার্‌ছি না, বাবা! সক্ষম থাক্‌তেও কাজ কর্‌তে পার্‌লে না, ইচ্ছা ক'রে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে আত্মগ্লানি নিয়ে ঘরের কোণে দিন-রাত্রি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছ, তুমিই বা আছ কই? বল্‌বে—"আমি গেলুম বা", কিন্তু সে ছুঁড়ীটারও যে পরকাল যায়।

ষট্‌পুর। কিসে?

প্রতিমা। পুরুষ মানুষ তুমি বাবা, বল্‌লে বুঝ্‌বে না। সে এরই মধ্যে কত রকমের কত কল্পনা করছে জান? শোন, বাবা—আমার কথা, বল তাকে খুলে—ভেঙে দাও তার আশার কল্পনা অঙ্কুরেই।

যটপুর। আমি এই একটা জীবনে কতজনের আশার কল্পনা অঙ্কুর ভাঙি বল্, দেখি। সেদিন বিধবা হ'লি তুই, ভাঙ্‌লুম তোর সকল কল্পনা ফলে ফুলে; দু দিন যেতে-না-যেতেই কপাল পুড়্‌লো ছোট মেয়েটার, মারলুম বাজ তার মাথায়। আবার এই এক ফোঁটা কচি নাত্‌নী, না-বাপ্ না-মা,—না-মা! আর বলিস্ না, সে যেমন খাচ্ছে পরছে, হাসছে খেলছে খেলুক; অন্ততঃ আমি যে কটা দিন থাকি—তাতে যত পাপ আছে আমার আছে।

প্রতিমা। পাপ-পুণ্য এতে বিশেষ কিছু দেখি না, বাবা! তবে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন, সংযম শিক্ষা বিধবারই মঙ্গল। যাঁরা এ ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, তাঁরা ভ্রান্ত নন্, আমি প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি।

যটপুর। বাজ পড়ুক সে ব্যবস্থাকারীদের মাথায়। তাদের ঘরে বোধ হয়, বিধবা মেয়ে ছিল না।

প্রতিমা। শুন্‌ব না, বাবা—আমি তোমার কথা; তুমি স্নেহে সর্ব্বনাশ করতে বসেছ। যাকে স্বামী দিতে পারবে না—তাকে আর অনর্থক ভাল-মন্দ খাইয়ে পরিয়ে, সাজিয়ে-গুজিয়ে লালসা বাড়িয়ে লাভ? আহুতির আশাই যখন শেষ, তখন আর আগুন জ্বালিয়ে রাখা কেন? ঘর পোড়াতে? না—সে আসুক আজ, তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না; যা বল্‌তে হয়, আমি বল্‌ছি।

যটপুর। [ব্যাকুলভাবে] তোর হাতে ধরছি, মা! আমার মেয়ে তোরা—বিধবা হয়েছিস্ আমি বুঝেছি। তার মা নাই—বাপ নাই, এখনই সে আকাশ হ'তে পড়্‌বে। আমিই যে তার এ সর্ব্বনাশের মূল; আমি

যদি ভাইকে আমার কাল-যুদ্ধ না শেখাতাম—বজ্রধরের সংগ্রামে যেতে না দিতাম—

প্রতিমা। কি হ'ত, বাবা! নিয়তি—নিয়তি!

ষট্‌পুর। মান্‌বে না—মান্‌বে না; সে আমার পানেই কট্‌মটিয়ে চায়িবে, বল্‌বে—আমার মা বাপ হ'লে পার্‌ত না।

প্রতিমা। কিছু বল্‌বে না বাবা ; বিধবার ভাষা আমার জানা। অন্ধের যেমন অনুভব শক্তি প্রবল, সর্ব্বহারা বিধবাকেও তেমনি মা সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্ব-সহিষ্ণুতা শক্তি দিয়ে নূতন ছাঁচে গড়েন। আর যদিই সে ছেলেমি করে—সে ভার আমার, আমি তাকে বুঝিয়ে দেব অন্যদিক দিয়ে—দৈত্য বালাদের বৈধব্যই গৌরব। ঐ সে আস্‌ছে, আর চেপে রাখা হবে না।

অদূরে জবা আসিতেছিল।

ষট্‌পুর। ছিঁড়িস্ না—ছিঁড়িস্ না, মা—ও ফুটন্ত ফুল ভরা বসন্তে। ও-হো-হো বাক্‌দেবী বাণি! রোধ ক'রে দে, মা—রাক্ষসী ভাষা!

[বিষণ্ণ বদনে জবা উপস্থিত হইল]

জবা। পিসী-মা! এই যে, বাবাও রয়েছ! আচ্ছা, বল ত তোমরা, এই কদিন থেকে দেখ্‌ছি—আমি যাদের বাড়ী যাই, যাদের সঙ্গেই মিশি, সবাই যেন আমায় লুকিয়ে লুকিয়ে কি কথা কয়, আমার পানে আড়ে আড়ে চায়—আর ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বলাবলি করে। কেন, পিসী-মা লোকে অমন করে? আমরা কার কি করেছি? বাবা! তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ বলেই কি?

ষট্‌পুর। [আপন মনে] বা—সংসার—বা! কাজ আগিয়ে রেখেছ দেখ্‌ছি।

প্রতিমা। হতভাগিনী—

ষট্‌পুর। [ব্যাকুল-ব্যস্ততায় প্রতিমার মুখ টিপিয়া ধরিল]

প্রতিমা। [বিরক্তি সহ] কর কি, বাবা—ছাড়!

ষট্‌পুর। আমি এখান হ'তে যাই দাঁড়া। [কয়েক পদ গিয়া] না আমি পুরুষ—এ আমারই কাজ, আমি নিজে বলে যাই—[দৃঢ়স্বরে] হতভাগিনী—[আর বলিতে পারিলেন না—শিথিল হইলেন] ও-হো-হো না, পার্‌লুম না, তুইই বল্—তুইই বল্, এ সব কাজে পুরুষ স্ত্রীজাতির নীচে।

জবা। [সবিস্ময়ে] এ আবার কি! অমন ধারা ছট্‌ফট্ করছ কেন বাবা? চোখ জলে ভরা, মুখে কথা সরছে না! কি হয়েছে? পিসী-মা—কি হয়েছে?

প্রতিমা। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না হ্যাকা মেয়ে, কি হয়েছে? মা আমার! তুই—তুই বিধবা!

জবা। [অবরুদ্ধকণ্ঠে] এঁ্যা! [আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাহার চক্ষু স্থির, বর্ণ পাণ্ডুর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড়, কাঠ। প্রতিমা বুকে ধরিয়া ফেলিলেন।]

ষট্‌পুর। [প্রাণের সমুচ্চরবে] বজ্র! বজ্র! একবার গর্জ্জন ক'রে এই একটা শব্দ চাপা দিতে পার্‌লে না! কর্‌লি কি মা—কর্‌লি কি? [জবাকে মৃতাবৎ দেখিয়া] আছে ত?

সকরুণ গীতকণ্ঠে আহুতি উপস্থিত হইল।

আহুতি।—

গীত।

হতভাগিনী———

প্রতিমা। [বাধা দিয়া] চুপ্—চুপ্! আঃ তুই আবার এলি মর্‌তে?

[আহুতি বাধা মানিল না]

আহুতি।—

গীত।

হতভাগিনী!
আর কেন—গায়ি আয় এক রাগিণী।
এক দশা আজ মাগো আমাদের সনে তোর,
এক হাহাকার কর এ পোড়া জনম ভোর—
মুছে দে মা সিন্দুর-রেখা,
দে মা খুলে কঙ্কণ, আভরণ অঙ্গের
এক বিধাতার এই লেখা ;
বিধবা—বিধবা—বিধবা—তুই মাগো,
কুসুমের মালা ওহো কাল-নাগিনী।

[জবার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিল]

জবা। [প্রতিমার গলা জড়াইয়া সরোদনে]—পিসী-মা! আমার মা নাই যে?

প্রতিমা। [সাদরে] কে বলে—মা নাই, মা তোর! আমি রয়েছি যে!

[অশ্রু মুছাইয়া আরও স্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন]

ষট্‌পুর। মিট্‌বে না—মিট্‌বে না প্রতিমা, মা চাওয়া, ও মাত্র মৌখীক আব্‌দার। সে অভাব মা দিলেও মিট্‌বে না,—স্বর্গ দিলেও মিট্‌বে না। ওঃ! কি ভয়ানক ব্যবস্থা!

[কপালে করাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন]

প্রতিমা! চ' মা—ঘরে চ'—কাপড়খানা ছাড়্‌বি।

[জবাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

আহুতি ।— [গীতাবশেষ ।]

বিধাতা রে কি কঠোর তুই,
কি হেন সুযোগ পেয়ে, লিখিলি কপাল চিরে
কুঁড়িতে শুকায়ে যায় যুঁই ;
এ যে জ্বালা—এর শাপ কি আর দেব রে তোরে
নাই বুঝি কেউ তোর সে সোহাগিনী ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

আশ্রম ।

[বিষাণ ভ্রমরকে গান শিখাইতেছিলেন, তিনি গীতের একটু একটু অংশ আগে আগে গায়িতেছিলেন, ভ্রমর সুরে আবৃত্তি করিতেছিল ।]

গীত ।

এ ইন্দ্রজাল কি তুই পেতেছিস্ ওগো বাজীকরের মেয়ে ।
বলিহারি সাবাস্ তোরে, তোর এক যাদুতে জগৎ ছেয়ে ।
কোন্ ফাঁকে তুই ব'সে বেটী ডুগ্‌ডুগি বাজাস্,
হয় না ঠাওর—হাসিয়ে দিয়ে কোন্ তালে কাঁদাস্,
তোর এটার গুলি ওটায় চলে ভুলো চোখে দেখ্‌ছি চেয়ে ॥
ভেল্কিলাগা জগত্‌খানা জাঁক ক'রে ব'সে ;
আমার আমার ব'লে কেবল গণ্ডী দেয় ক'সে ;
তার বজ্র বাঁধন্ ফস্‌কা গেরো, লাস্ পড়ে শেষ গাস্‌টী বেয়ে ।
আর কেন মা খুব হয়েছে ভোজবাজী তোর ভাঙ্,
আর সোনা ব'লে কত কিনি দস্তা, সীসে রাঙ্,
দিস্ না মা আর হাতে নাড়ু—যাস্ না ছেলের মাথা খেয়ে ॥

[অদূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ভাগুরি সহ মার্কণ্ডেয় ঋষি গান শুনিতেছিলেন—গীতান্তে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন।]

মার্কণ্ডেয়। দেখ, ভাগুরি! বুলি ধরেছে!

ভাগুরি। আপনি যখন কাঁটী-ওঠা উড়ো পাখী আমাকেই বুলি ধরিয়েছেন, তখন ও-ত আ-পড়া,—আজও পক্ষোদ্ভেদ হয় নি!

মার্কণ্ডেয়। ভ্রমরকে আমি সেই ভ্রমর কর্‌ব, ভাগুরি,—গুণ্ গুণ্ স্বরে শুদ্ধ মা'র পাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে ঘুর্‌বে।

ভাগুরি। তা ত আর হ'য়েও এসেছে। [ভ্রমরের প্রতি] কতদূর পড়্‌ছ, ভ্রমর—দেবী মাহাত্ম্যের?

ভ্রমর। [সবিনয়ে] আজ্ঞে—চণ্ডমুণ্ড বধ শেষ ক'রে—ধৌম্র, মৌর্য্য, কালকেয় অসুর সেনাগণকে যেখানে দেবীর অষ্টশক্তি তাড়না কর্‌ছে, সেনাগণ অসহ্য-আক্রমণে উপায়হারা হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছে—সেইখানে।

ভাগুরি। ওঃ! অনেক দূর প'ড়ে ফেলেছ ত এরই মধ্যে!

মার্কণ্ডেয়। মায়ের টান্ আছে, ভাগুরি—এর উপর যথেষ্ট। যাও, ভ্রমর—যতদূর পড়া হয়েছে, সব্‌টা আজ একবার আবৃত্তি ক'রে নাও গে—আবার তোমায় নূতন পাঠ দেওয়া হবে। বিষাণ, এর কাছে থাক গে—পাঠটায় লক্ষ্য রেখো।

বিষাণ।—

গীত

আয় ভাই আয় পড়্‌বি আয়।
পড়া-শুনো কথার কথা—মায়ের পায়ে পড়্‌বি আয়॥

ভ্রমর।— চল দাদা হাতটী ধ'রে ঠিক দাদার মতন,
দেখাও দাদা চোখটী চিরে মা তোমার কেমন,

বিষাণ।— মা কাদার পুতুল নয়,
মায়ের মূর্ত্তি জগন্ময় ;

ভ্রমর। রূপ দেখা ত চাই নি দাদা —চাই আমি মায়ের পরিচয়,

বিষাণ। তবে চোখের দেখা দে ছেড়ে ভাই, প্রাণের দেখা ধর্‌বি আয়।

[ভ্রমরকে আদরে ধরিয়া প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। হবে একরকম মায়ের কৃপায়। এখন তোমার কতদূর, ভাগুরি? মাকে ডাক্‌ছ ত?

ভাগুরি। ডাক্‌ব বই কি, দেব! আর কি বিরাম দিই! তবে সেটাও আছে এখনও, মাঝে মাঝে উঁকি মারে।

মার্কণ্ডেয়। জ্ঞানগর্ব্বটা? থাকুক—ওতে কিছু এসে-যাবে না। দেবতার রাজ্যে মাঝে-মাঝে দৈত্য পড়ে; তাতে ক্ষতি নাই—বরং লাভ। জ্ঞানটা একেবারেই বর্জ্জনীয় নয়, ভাগুরি! জ্ঞান না থাক্‌লে ভক্তিকে স্থির-ভাবে দাঁড় করান যায় না, তবে তার প্রকার ভেদ আছে। অহং ব্রহ্ম এই এক প্রকার জ্ঞান—আর আমি সেই অনন্তের অংশ, বিরাটের বুদ্‌ বুদ্‌, লীলার প্রসূত—এই এক প্রকার জ্ঞান; শেষেরটায় চাই, ভাগুরি, ভক্তির সাধনায়। যেমন দেবতারা অসুরদের দ্বারা বাধা পেয়ে মহামায়ার পূজা কর্‌তে চলেছে—করীন্দ্রাসুরের সাহায্য নিয়ে।

ভাগুরি। মায়ের অনুগ্রহ হবে ত প্রভু?

মার্কণ্ডেয়। অনুগ্রহের বোঝা নিয়ে মা দিনরাত ব্যতিব্যস্ত।

ভাগুরি। মায়ের মূর্ত্তি কি রকম, দেব? আমি ধারণার চেষ্টা কর্‌ব।

মার্কণ্ডেয়। মায়ের মূর্ত্তি? [ক্ষণেক চিন্তা] তাই তো, ভাগুরি! কঠিন প্রশ্ন।

ভাগুরি। কেন, গুরু?

মার্কণ্ডেয়। এ চির-তৃষিত মহা মরুভূমি সরস ক'রে, অবিরাম গতিতে ব'য়ে যাচ্ছে—একটা করুণার একটানা স্রোত—বুঝ্‌ছ ?

ভাগুরি। বুঝ্‌ছি।

মার্কণ্ডেয়। এ বিরতিহীন বিরাট্‌ হাহাকার ছাপিয়ে অনাহত নাদে ভেসে আস্‌ছে—একটা করুণার আহ্বান গীত—শুন্‌ছ ?

ভাগুরি। শুন্‌ছি।

মার্কণ্ডেয়। এই নশ্বর অনিত্য সংসারের বিকটমুখে প্রতিমুহূর্ত্তে উড়ে এসে পড়্‌ছে—একটা করুণার মধুর চুম্বন—ভাব্‌ছ ?

ভাগুরি। ভাব্‌ছি।

মার্কণ্ডেয়। মায়ের মূর্ত্তি—এই অনুভূত, এই শ্রবণ-শ্রুত, এই অনুমান-মূলক সমস্ত করুণার একটা প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড জমাট্‌। এ ছাড়া যে ভাষাতেই মায়ের মূর্ত্তি বর্ণনা করি, ভাগুরি—তাঁকে নামিয়ে আনা হবে। পার্‌বে ধারণা কর্‌তে ? পার্‌বে না, ধারণাতীত। দরকার নাই, শুধু মা-মা বল, যথেষ্ট।

ভাগুরি। দেবতারা তাঁর কি মূর্ত্তির কল্পনা কর্‌ছেন দেব ?

মার্কণ্ডেয়। দশভুজা—মহিষঘাতিনী মূর্ত্তির। তুমি কি দেবতা হ'য়েই সন্তুষ্ট হ'তে চাও, ভাগুরি ? দেবত্বটাই কি তুমি অবস্থার চরম মনে কর ? তা নয়, তারও পরাবস্থা আছে—তা হ'তে অনেক দূরে—অনেক উচ্চে। দেবত্বের পশ্চাতে দেখ—দৈত্যের সৃষ্টি ; তাদের বাসস্থান স্বর্গ—সেও সীমাবিশিষ্ট, ভাষার পরিখা দেওয়া,পুণ্যের হাতে মাপা ;তারও অদৃষ্টে নিয়তির অট্টহাস, পদে পদে পদস্খলন, মুহুর্মুহুঃ পতন ; কিন্তু যেখানকার কথা বল্‌ছি আমি—সেখানে এ সব কিছুই নাই ; সেখানে আছে—ভক্তি আর ভক্ত, মা আর ছেলে, পদ্ম আর গন্ধ অভিন্নভাবে জড়িয়ে। দেবতার অনুকরণ করো না, ভাগুরি, অনুসরণ কর। দেবত্বের পবিত্রতায় আদর্শ নিয়ে, দেবতার অনুষ্ঠেয়

কর্ম্মকে সম্মুখে চোখে চোখে রেখে, তা হ'তে দূরে, উচ্চে, ভাষাতীত, ভাবাতীত, পাপ-পুণ্যের অজ্ঞাত আবাসে উঠে যাও। দেবতারা মায়ের হাত ধ'রে চল্‌তে যাচ্ছে—তুমি মাকে হাত ধরিয়ে দাও।

ভাগুরি। ধন্য—ধন্য ঋষি আপনার অমৃতময় উপদেশ! জ্ঞান আর ভক্তির চমৎকার এমন একত্র সমাবেশ—এ বুঝি আর কোন পথে নাই। গাছের পাতা স্থির অচঞ্চল, বনের পশু তারাও ঐ নীরব, পলকহীন, সমস্ত জগৎ বুঝি এই আনন্দধারার আস্বাদন লোভে উৎকর্ণ, উন্মত্ত, আত্মহারা। আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, প্রাণ ভরপূর, রসনায় যে শব্দ উঠ্‌ছে—মনে হ'চ্ছে—সব সেই এক-মা-মা' শব্দেরই প্রতিধ্বনি। চলুন, দেব—দেবতাদের অর্চ্চনা-ভূমে; আমি দূর হ'তে দেখ্‌ব—তাঁদের দেবত্ব; আর সুদূরে দাঁড়িয়ে প্রচার করব—করুণাময় মহর্ষির মুক্তিপ্রদ এই পরম তত্ত্ব।

মার্কণ্ডেয়। মহর্ষির নয়, ভাগুরি! চল—প্রচার কর—সেই জগদীশ্বরী মায়ের কোলে ওঠার ডাক। [গমনোদ্যত]

গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় ষট্‌পুর উপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পুর। তুমিই ত মার্কণ্ডেয় ঋষি? [প্রণাম] একটা যে ব্যবস্থা দিতে হবে আমায়!

মার্কণ্ডেয়। ষট্‌পুর! কিসের ব্যবস্থা?

ষট্‌পুর। দেশের বিধবাগুলোর গতির।

মার্কণ্ডেয়। বিধবাদের ত সদ্গতির ব্যবস্থাই আছে।

ষট্‌পুর। বেশ সদ্গতি! মুখে দিবা-রাত্র হাহাকার, বুকে অবিশ্রান্ত তুষানল, শয়নে, ভোজনে, গমনে, সজ্জায়, সকল রকমে তাদিগে সংসার হ'তে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রান্তরে ফাঁসিকাঠে বেঁধে হাতে পায়ে লোহার গজাল পেটা—বেশ ব্যবস্থা!

ভাগুরি। ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচর্য্য!

ষট্‌পুর। ব্রহ্মচর্য্য ? দাঁতে দাঁত চেপে ! মনের সঙ্গে দলাদলি ক'রে ? নীতির গণ্ডী কেটে ? ব্রহ্মচর্য্যের রূপ তোমাদের কলঙ্কিত হচ্ছে, ঋষি—এই নির্ব্বাক্ বিধবাদের নিয়মের পাতলা পরদায় ঢাকা দিয়ে—তাদের অন্তরের অন্ধকারে। কখনও বিধবার মুখ দেখেছ ?

মার্কণ্ডেয়। ষট্‌পুর—

ষট্‌পুর। [বাধা দিয়া] দোহাই, ঋষি—শাস্ত্র এনো না ; যুক্তি-তর্কে তোমার কাছে আমার হার। আমি জানি—যে প্রসঙ্গই তুলি, তুমি আমায় জলের মত বুঝিয়ে দেবে। বুঝে যাব বটে এখান হ'তে—কিন্তু বাড়ীতে পা না দিতেই আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে তিন তিন্‌টে বিধবা—ভেসে যাবে—ভেসে যাবে—ঋষি তোমার যুক্তি-পরামর্শ, ভেঙে যাবে ধৈর্য্যের বাঁধ, উড়ে যাবে শাস্ত্রের শাসন। তুমি এর একটা অন্য ব্যবস্থা দাও।

মার্কণ্ডেয়। তোমার অন্য ব্যবস্থার অর্থ ত বিধবার বিবাহ ?

ষট্‌পুর। দোহাই ঋষি ! বালিকাগুলোর। আমার দু দুটো মেয়ে বিধবা হয়েছিল, ঋষি, আমি একটু টলি নাই—তোমাদের এ পাষাণ চাপানো উৎকট নিয়মটায় ভুলেও একটা গাল দিই নাই—বরং বুক পেতে নিয়েছি ; কিন্তু ঋষি, আমার নাত্‌নীটা—মা-বাপ নাই, নিতান্ত ছোট—সেদিন আমি তোমাদেরই মতানুসারে তাকে গৌরী দান করেছি, যে মুহূর্ত্তে বলা হলো তাকে তুই বিধবা—কি বল্‌ব, ঋষি, তখন তার মূর্ত্তিটা ! তুমি ত ধ্যানে সব দেখ্‌তে পাও—দেখ না একবার চোখ বুজে ; আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ছি না—সে কি—সে কি ! তোমার পায়ে ধর্‌ছি, ঋষি—তুমি এর একটা কিছু কর।

মার্কণ্ডেয়। সমাজের উপর হাত দিতে বল, ষট্‌পুর ?

ষট্‌পুর। সমাজ ত তোমাদিকে নিয়েই। সমাজের মাথা ত এই

ঋষির আশ্রম! এইখান হ'তে যখন যে সুর উঠ্‌বে—সমাজ বল, সংসার বল, জগৎ বল—সবাই বিনা-বিচারে সেই গলাতেই গলা দেবে। এ নিয়ম হয়েছিল তোম'দের দ্বারাই, এখন এর ওলোট-পালোট কর্‌তে তোমরাই। কর—কর—ঋষি—একটা পরিবর্ত্তন! এ জোর করা ব্রহ্মচর্য্যে জগতের আর শুভ হবে না।

মার্কণ্ডেয়। তা যদি না হয় অবশ্য প্রয়োজন—পরিবর্ত্তন। ঋষির আশ্রম, ঋষির গবেষণা জগতের অশুভ কামনায় নয়। তবে একটা কথা, ষট্‌পুর, ঋষিরা যখন যে নিয়ম ক'রে গেছেন—কালের নিয়মের অনুকূলে, প্রতিকূলে নয়, ঋষিরা মাত্র ভবিষ্যদ্দর্শী, ভবিষ্যতে বাধা দেবার সাধ্য তাদের নাই। এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টি প্রকৃতিরূপিণী পরমেশ্বরীর রাজ্য ; এর একটা স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা, নিজস্ব নিয়ম, নির্ব্বিরোধী গতি মনুষ্য-জ্ঞানের অগোচরে অদৃষ্ট ভাবে একটানা চলেছে। বেদ বল, উপনিষদ্ বল, তন্ত্র বল, পুরাণ বল, ঋষি বল, মুক্ত বল—সকলকেই কথা কইতে হবে—সেই এক বাঁধা সুরের বশে বশে ; বিরুদ্ধবাদ হ'লে টিক্‌বে না - ভেসে যাবে। তুমি আগে এ কথা তোমাদের রাজাকে জানাও,আর সেই সঙ্গে তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা—প্রকৃতি-রূপিণী পরমেশ্বরী মা'র প্রতিমূর্ত্তি প্রতিমার মত নাও, তার পর প্রয়োজন হয়—কথাটা কোন ঋষির মুখ দিয়ে বলিয়ে নেবার—আমি রইলাম। এস ভাগুরি!

[ভাগুরি সহ প্রস্থান।

ষট্‌পুর। প্রয়োজন হবেই জেনো, তোমায় ; আমি আস্‌ছি আবার ঘুরে। রাজা মত না দেয়—নূতন রাজা করব পাল্‌টে ; মেয়ে বাধা দেয়—বোবা ক'রে দেব জিভ্‌ কেটে , প্রকৃতি বেঁকে দাঁড়ায়—সোজা করব তাকে দুর্ভিক্ষ-মড়ক লেলিয়ে।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

[অঞ্জলি আসনে উপবিষ্টা ; আপন আসক্তির সহিত মনে মনে বাদানুবাদ করিতেছিলেন।]

অঞ্জলি। [কাতর স্বরে] শান্ত হও মা—শান্ত হও—আমি তোমার শরণাগতা। [নীরবে ক্ষণেক অন্তরের-গতি লক্ষ্য করিয়া] শুন্‌লি না? শুন্‌লি না? প্রবৃত্তির উন্মাদ তরঙ্গে আত্মহারা ভেসে চলেছি—ঘূর্ণ্যমান কোন্ অদৃষ্ট-আবর্ত্তে—ধর্‌লি না? ধর্‌লি না? না—আর বল্‌ব না তোকে। তোর শরণ নেওয়া—আগুনের জ্যোতিঃ দেখে পতঙ্গের মরণ চাওয়া; যত কাতরে কর্‌ছি তোর স্তুতি, তুই আরও ভয়ঙ্করী, আরও সর্ব্বনাশী?

অপ্সরাগণ উপস্থিত হইল।

কে?

১ম অপ্সরা। দৈত্যেশ্বর আমাদিগকে আপনার প্রীতিবর্দ্ধনে পাঠালেন।

অঞ্জলি। [আপন মনে] বা—দৈত্যেশ্বর—বা; জয় হোক্ তোমার! কি বল্‌ব, পিশাচী আমায় টেনে নিয়ে চলেছে, তা না হ'লে আমি অন্ধা নই, দেখ্‌তে পাচ্ছি জল্‌জ্বলে—তোমার বাগুড়া বিস্তার। গায়ের জোরে যদি হ'ত—ওঃ—রাক্ষসি! আবার বল্‌ছি—একবার থাম্, একবার ও অবিরাম নাচা উলঙ্গ মূর্ত্তিটা আমার চোখের আড়াল কর্! না—[অপ্সরাগণের প্রতি] গাও তোমরা—খাও আমার মাথা।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

মেঘলা দিনের বেলা লো তোর মেঘলা দিনের বেলা লো।
দুপুর হ'লো আঁধার দিয়ে—তবু অবহেলা লো তোর
তবু অবহেলা লো।
এখনও বয় দখিণ হাওয়া,
কেন হারাস্ হাতের পাওয়া;
যাবে না ত উজান বাওয়া, ভাটা মুখের ভেলা লো তোর
ভাটা মুখের ভেলা লো।

অঞ্জলি। [অধীর হইয়া নিজ আসক্তি প্রতি আপন মনে] উল্কা-মুখি! ইচ্ছা হচ্ছে—নীলকণ্ঠের গরল খাওয়া ক'রে সবটা তোর গিলে খাই। কিন্তু—কি প্রতাপ তোর! কি বিরাট্ তুই! [অপ্সরাগণের প্রতি] সম্রাট্ শুধু হাতেই তোমাদের পাঠিয়েছেন? একটু সুরা—না—আমি ত নেশায় ভোর। একখানা ছুরি? আমার গলায় দিতে? ও—ছুরি যে আমার কাছেই, তোমরা এসেছ তাতে শাণ দিতে? গাও—গাও—দাও শাণ, মর্‌চে আর নাই বল্‌লেই হয়।

অপ্সরাগণ।—

[পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

ভরা যৌবন পাতা আসর,
ধর্ লো পালা মদন বাসর,
বোধনে বিজয়ার কাঁসর একি ছেলেখেলা লো তোর
একি ছেলেখেলা লো।

অঞ্জলি। [মুগ্ধ হইয়া আবেশ ভরে আপন মনে] সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর সংসার! সুন্দর মন্থর রঙ্গিণ প্রবাহ তার, জগদেক সুন্দরী তুই যাদুকরী!

দুর্গমাসুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গম। সম্রাট্-নন্দিনি!

অঞ্জলি। [ততোধিক আবেশে] দখ্‌নে হাওয়া! সৌন্দর্য্যের পূর্ণিমার উপর গোলাপ গন্ধের জোয়ার নিয়ে ধীর প্রবাহে, দখ্‌নে হাওয়া! কি সুন্দর শৃঙ্খলা তোর সৰ্ব্বনাশী!

দুর্গম। অপরাধ নেবেন না, রাজকার্য্যের কঠোর আদেশে সম্রাট-নন্দিনীর শান্তিভঙ্গ কর্‌তে হ'ল!

অঞ্জলি। [গদ্‌গদ ভাবে] বাঁশীর সুর—পাখীর কুহু—ভ্রমরের তান—প্রাণ ডাক্‌লো ভরা গাঙে! বাহবা—সাবাস্—ধন্য তোকে—ধ্বংসরূপা জগৎ বিজয়িনী। [আসন ত্যাগ করিয়া অপ্সরাগণের প্রতি] তোমরা যাও।

[অপ্সরাগণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গম। সৈনাধ্যক্ষের জন্য সৰ্ব্ব-সাধারণের মনোনীত হয়েছিল—রক্তবীজের পুত্র অরুণাক্ষ, আপনি জানেন; তার প্রতিবাদীও কেউ ছিল না। আজ আবার তার জন্য আবেদন কর্‌ছে—পদত্যাগী নিরুদ্দিষ্ট সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরই আত্মজ পুত্র অঙ্কুর। এই বিষয় নিয়ে সেনাপতির সঙ্গে আমার অনেক যুক্তি-তর্ক, বাদানুবাদ হ'য়ে গেল; কিন্তু কিছুতেই দুজনার মতের ঐক্য হ'ল না। এরূপ স্থলে আপনি রাজ্যের অধীশ্বরী—আপনার অনুগ্রহ যার প্রতি হয়—

[অঞ্জলি আপন ভাবে ভরিয়া ছিলেন, দুর্গমাসুরের একটী কথাও তাঁহার কানে গেল না—তিনি আপন ভাবেই গদ্‌গদ স্বরে—ডাকিলেন।]

অঞ্জলি। সম্রাট্—

দুর্গম। [সসম্মানে] সম্রাট্ আমি অন্যস্থলে; এখানে আপনার প্রতিনিধি—রক্ষক—সেবক।

অঞ্জলি। তুমি সম্রাট্—তুমি সম্রাট্—সর্ব্বস্থানেই। তুমি সম্রাট্ আর আমি সম্রাজ্ঞী।

দুর্গম। সম্রাজ্ঞী! [বিস্ময় অথচ আনন্দ উৎফুল্ল নেত্রে মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]

অঞ্জলি। হাঁ—যা বল্‌ছি তাই! তোমার জয় হয়েছে। তোমার মন্ত্রঃপূত গুপ্ত ছুরিকা—আঁধারে আঁধারে হাত্‌ড়ে নিয়ে ঠিক জায়গায় বসেছে। বর্ম্মের উপর বর্ম্ম দিয়েও আমি আমার বুকখানা বজায় রাখ্‌তে পার্‌লুম না, আমি পরাজিত—তোমার জয় হয়েছে। আমি তোমায় বিবাহ কর্‌ব—যা থাক্ অদৃষ্টে—

[ঠিক এই সময়ে জবা আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় দিল।

জবা। বিধবা।

[অঞ্জলি এই বিধবা শব্দ অন্য ভাবে লইলেন; নিজের অদৃষ্টের ফল বুঝিলেন]

অঞ্জলি। [আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় চমকিত হইয়া] কে! [জবাকে দেখিয়া] কে তুমি?

জবা। দিলাম ত পরিচয়।

অঞ্জলি। [একটু আশ্বস্ত হইয়া] বিধবা—তোমার পরিচয়?

জবা। তা ছাড়া বিধবার আর অন্য পরিচয় আছে কি কিছু?

দুর্গম। [অন্তরে একটু বিরক্ত হইয়া] তোমার কি প্রয়োজন এখন?

জবা। রাজকোষ হ'তে আমার নামে মাসহারা পাঠানো হয়েছে?

দুর্গম। তোমার নাম ত আমি জানি না, তবে রাজ্যের বিধবাদের মাসহারা বণ্টন হ'য়ে গেছে বটে। কেন—তুমি পাও নি?

জবা। পেয়েছি।

দুর্গম। তবে?

জবা। ফিরিয়ে নেওয়া হোক্ আমার সে ভাগটা, সম্রাট্! বাদ দেওয়া হোক্ আমার নাম, ও পাপ বণ্টন-নামা হ'তে।

দুর্গম। কেন?

জবা। কেন! যে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বামীরত্ন দান ক'রে দিয়েছে, সে তার বিনিময় স্বরূপ মাসিক গোটাকতক ক'রে মুদ্রা নিয়ে আর রাজকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত কর্‌তে চায় না।

দুর্গম। ভরণপোষণ?

জবা। ছাই খাব আমরা, সম্রাট্! শ্মশানের ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে লজ্জা নিবারণ কর্‌ব বিধবার দল। স্বামীর রক্তমাখা অন্ন-বস্ত্র নেবো না—নেবো না।

দুর্গম। বালিকা তুমি নিতান্ত। তুমিই কি এ রাজ্যে একা বিধবা? আজ পর্য্যন্ত কেউ এর প্রতিবাদ কর্‌লে না—

জবা। কেউ প্রতিবাদ কর্‌লে না ব'লে, আমাকেও কর্‌তে নাই—এই কি নীতি? আর তাই বা কেমন ক'রে জান্‌লেন—প্রতিবাদ করে নি কেউ? মুখে হয় ত করে নি, মনের ভেতর ঢুকেছেন কারও? আপনার এই দেওয়া অন্নের সঙ্গে, কত উষ্ণ অশ্রু জল দিনান্তে তাদের পেটের মধ্যে যায়—জানেন? কত কেউটের উৎকট ছোবল্ লজ্জা ঢাকার সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে গায়ে মেখে নেয় তারা—বোঝেন? কত সজাগ শূন্যদৃষ্টি আপনার ঐ প্রাসাদ তোরণের পতাকার দিকে চেয়ে, চোরা শ্বাস চুরি ক'রে হজম ক'রে ফেলে—ভাবেন? ভাবেন না, ভাবেন না, ভাব্‌তেও পার্‌বেন না। বন্ধ ক'রে দেন্ সম্রাট্—বিধবাদের মাসহারা।

দুর্গম। কোন্ কদর্য্য জঘন্য রাজ্যের কুৎসিত হীন সৃষ্টি নির্ব্বোধ

বালিকা তুমি, কর্ত্তব্যময় দৈত্য-সংসার কলঙ্কিত করতে এসেছ! যাও—যাও—জান না তুমি—দৈত্য বিধবার চক্ষু অশ্রু দিয়ে গড়া নয়, সে দুটো দীপ্ত অঙ্গারখণ্ড দিব্য জ্যোতির্ম্ময়, ঔদার্য্যের আধার। তাদের অঙ্গাবরণ হীন পরিচ্ছদ কে বলে দুঃখের? ত্যাগ-মহত্বের পবিত্র লীলাভূমি, জাতীয় জীবন-পথের শুভ্র বৈজয়ন্তী। তারা ছল-ছল অলস নয়নে তুচ্ছ এই প্রাসাদ পতাকার দিকে চেয়ে থাকে না, চেয়ে থাকে—ঢল ঢল নীলাব্জ নেত্রে রক্ত ঢালা গৌরবের দিকে।

জবা। ভুল! ভুল! মনের কোণেও স্থান দেবেন না, সম্রাট্—স্বামী হ'তে স্ত্রীজাতির গৌরবের বস্তু অন্য কিছু আছে। যদি কারও থাকে—সেটা তার বাহ্যিক, লোক-দেখান, উচ্চ চরিত্রের একটা অভিনয়। সে দৈত্য-কুমারী হোক্, দেব-কন্যা হোক্—সে ভ্রষ্টা। স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম একটা স্বতন্ত্র, সম্রাট্! সমুদ্রে অতলস্পর্শ জল থাকতে চাতকিনীর লক্ষ্য আকাশের বিন্দু; গৌরবের হিমাচলে বসিয়ে রাখুন রমণীকে—সিঁথীর সিঁদুর, হাতের নোয়া না থাক্‌লে, কিছুই নয়—কিছুই নয়।

গীতকণ্ঠে আহুতি উপস্থিত হইল।

গীত

শ্মশান সাজে না রতন-মুকুটে আভরণ তার ছাই গো।
দাও না যতই স্বরগের বেড়া পতিহীনা তাতে নাই গো।
বাজুক্ ললিত সুস্বরে বীণা, বিধবার নাই কান,
কল্ কল্ কল্ বুকে ডাকে তার বান,—
শব দেহের আর মিছে সাজাসাজি
পুষ্প ফুরালে মাটী হেম সাজি,
বিধবার ভবে—বিষম হারাবাজি
গুরুভারে সে বোঝাই গো।

[অঞ্জলি এতক্ষণ নীরবে একমনে বিধবাদের বিষাদোক্তি শুনিতেছিলেন ; এইবার তাঁহার চমক ভাঙিল, তাঁহার আবেশ কাটিল ; আপন আসক্তির প্রতি ক্রূর-কটাক্ষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন ।]

অঞ্জলি। যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ! [দুর্গমের প্রতি] ভুল বলেছিলুম, বীর—দুষ্টা সরস্বতী ছিল তখন আমার স্কন্ধে—জিহ্বায় ; আমি পরাজিত নই। কেন হব? যার মা এমন অন্তর্যামিনী করুণাময়ী—মূর্চ্ছিতকে কোলে তুলে চৈতন্য দেয়, পতিতপ্রায়কে অলক্ষ্য হ'তে শঙ্খধ্বনি শুনিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড় করায়, দৃষ্টিহীন উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামীকে ত্রিদিব আলোকের উজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়ে পরম চক্ষু খুলে দেয়—সেই মহাশক্তি মহামায়ার অংশ-সম্ভূতা তনয়া আমি ; কে বলে আমি পরাজিত? যুদ্ধ! যুদ্ধ। আমি বিবাহ করব না, বিবাহ করব না, করব না। [আপন আসক্তির প্রতি] রাক্ষসি! হয়েছিস্ শান্ত? [জবার প্রতি] খুব রেখেছ—তুমি বিধবা। [দুর্গমের প্রতি] সাবধান বীর! ভুলে যাও ও ব্যাধবৃত্তি, তুলে নাও তোমার বিক্ষিপ্ত বীতংস—মিছে বাজাবে আর বিজনে বাঁশী—পলায়িতা হরিণী—চিরকুমারী অঞ্জলি।

[প্রস্থান।

জবা। [মুদ্রা রাখিয়া দিয়া] এই রইল, সম্রাট্, আপনার মাসিক মাপা অনুগ্রহ। বিধবা—চির নিরন্ন, রাহুগ্রহের অনুগৃহীত—যেমন আছে থাক্। এ দিয়ে পুরস্কৃত করুন গে বরং তাদিগে—যাদের স্বামীরা বর্ত্তমান, আপনার এই হত্যাময় জীবন-লীলার নিত্য-সহচর ; কাজ পাবেন। আরও দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ধরবে তারা, আরও আকাশ ছুঁতে যাবে আপনার জাতীয় গৌরবের স্তম্ভ, আরও দেখতে পাবেন—অসংখ্য অনাথা, আপনার দিগ্বিজয়ের ধ্বজা—চক্ষে ঔদার্য্যের দীপ্তি—অঙ্গে

ত্যাগের আচ্ছাদনী—আর হৃদয় ঘুণে-জারা সহস্র ছিদ্র মৌমাছির চাক।

[প্রস্থান।

আহুতি।— [পূর্ব্ব গীতাংশ।]

বিধবার অভাব মিটিবার নয়—কি দেবে তাদেরে দান,
দাউ—দাউ জ্বলে জনমের অপমান,—
জগতের যা থাকুক্ জগতে,
বঞ্চিত মোরা রহিনু তা হ'তে,
শূন্য জীবন—শূন্যের পথে আলুথালু মোরা ধাই গো।

[প্রস্থান।

দুর্গম। [ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে] শান্ত কর—শান্ত কর—দৈত্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্য দেশবাসী সূক্ষ্ম শরীর তোমরা—তোমাদের বিপথগামিনী বিধবাদের। রোধ কর—অনন্ত শক্তি অনাদি পুরুষ, পরম কারণ! প্রকৃতির এ বাসনা-তরঙ্গ-তাড়িত নিম্নমুখী গতি! সাম্য কর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সর্ব্ব অভাবের। [চিন্তিত হইলেন]

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ষট্‌পুর উপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পুর। সম্রাট্! একটা সম্মতি দিতে হবে। দিতেই হবে—প্রার্থনা—আব্দার—কাকুতি—ভিক্ষা।

দুর্গম। কিসের সম্মতি?

ষট্‌পুর। বিচার করতে পাবেন না, গুরুর আদেশের মত।

দুর্গম। বলুন।

ষট্‌পুর। বিধবার বিবাহ।

[দুর্গমাসুর এই সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ এ প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় আনন্দ-উৎফুল্ল অন্তরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন]

দুর্গম। এ কি--তোমারই অশরীরী আকাশবাণী, বিশ্বনিয়ন্তা আমার অসীম চিন্তায় আশ্বাস প্রেরণা দিয়ে এ কি তোমারই পাঠানো দূত, প্রভু ?

ষট্‌পুর। [দুর্গমকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া] বিচার কর্‌ছেন, সম্রাট্‌ ? এত বড় একটা অবিচারের কণ্ঠরোধ ক'র্‌তে আবার বিচার ! একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে, সম্রাটকে দেখ্‌তে হবে—সে উৎসব ভূমিটা কেমন মানিয়েছে আজ চারিদিকে হবিষ্যির চুলোয়। আমার সিন্দুক-ভরা অর্থ অলঙ্কার, ঘর ভরা পোষাক পরিচ্ছদ—তা' হ'তে দূরে কি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—আমার কাল্‌কের ছেলে—কন্যা পৌত্রী ! যাবার যো নাই—ছোঁবার যো নাই—দৃষ্টিপাত কর্‌লেও পাপ। আমার বুকের রক্ত বোধ হয়, চাপ্‌ বেঁধে গেছে, সম্রাট্‌ ! চিরে দেখুন দেখি !

দুর্গম। [পূর্ব্ব ভাবেই] তোমারই—তোমারই আদেশ, শিবময় সত্য সনাতন ! তোমারই আশ্চর্য্য শক্তি-প্রেরণা সর্ব্বশক্তিমান্‌, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় আমার এই নিশ্চল প্রাণে। [ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে যুক্তকরে] প্রণাম শ্রীচরণে—পিতৃপুরুষগণ ! আশীর্ব্বাদ করুন আমায় নব-নীতি প্রতিষ্ঠায়—জগতের মঙ্গল বিধানে, দৈত্যকুলের মুকুট রক্ষায়। [ষট্‌পুরের প্রতি] দৈত্যপুঙ্গব ! আপনার পরামর্শ পরব্রহ্মের অনুমোদিত ; আমি সম্মতি দিলাম।

ষট্‌পুর। [আনন্দাতিশয়ে] পরব্রহ্ম আপনিই—পরব্রহ্ম আপনিই। আমি যদিও ব্রহ্ম চিনি না, তবু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি—আপনার সর্ব্ব অবয়বে জগৎ-ছাড়া কি একটা অপার্থিব জ্যোতিঃ ; পরব্রহ্ম আপনিই, তবে—শুধু সম্মতি দিয়েই চুপ ক'রে থাক্‌লে ত চল্‌বে না, সম্রাটের—

দুর্গম। চুপ ক'রে থাক্‌ব কি, বীর ! অনন্তের আকর্ষণ, এর প্রকাশে

আমার শত মুখ, সহস্র রসনা, অফুরন্ত ভাষা ; এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিচ্ছি—বিধবাদের—

প্রতিমা বাঘিনীর মত আসিয়া পড়িলেন।

প্রতিমা। [দৃঢ়কণ্ঠে] ব্রহ্মচর্য্য—নব বিধানে।

দুর্গম। [দৃঢ়স্বরে] না—না।

প্রতিমা। তা যদি না হয়—জগৎ শুদ্ধ শুন্‌লেও সম্রাটের এ ঘোষণা বিধবাদের কর্ণে পৌঁছাবে না।

ষট্‌পুর। চুপ্! চুপ্! রাজ্যেশ্বর ইনি।

প্রতিমা। রাজ্যেশ্বর—আর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—দু-টো স্বতন্ত্র, বাবা!

দুর্গম। কোন্‌টা ধর্ম্ম—কোন্‌টা অধর্ম্ম আপনি জানেন?

প্রতিমা। খুব জানি। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্ম—বিধবার বিবাহ—অধর্ম্ম।

দুর্গম। প্রমাণ?

প্রতিমা। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতির নিয়ম, বিধবার বিবাহ তার অনিয়ম।

দুর্গম। প্রকৃতি? [ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিলেন] আচ্ছা—তাই হোক্। এই চৈতন্যময় বিশাল বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে এক আমরা ছাড়া আর কোথায় দেখ্‌ছেন—স্ত্রী-জাতির বৈধব্য, ব্রহ্মচর্য্য?

প্রতিমা। আপনি সৃষ্টির সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় চান্, সম্রাট্! তা কি হয়? সত্য—এক চৈতন্য স্বত্বা সমস্ত বিশ্বে, তা' ব'লে ধর্ম্ম এক হ'তে পারে? উদ্ভিদের যা ধর্ম্ম—পক্ষীরও সেই ধর্ম্ম? পক্ষীর যে ধর্ম্ম—পশুরও তাই? পশুর ধর্ম্ম—মানুষের ধর্ম্ম সমান? তা হয় না, সম্রাট্! মানব-দানবের ধর্ম্ম—উদ্ভিদ্ পশু-পক্ষী হ'তে উচ্চ। তাদের লক্ষ্য উচ্চ, আদর্শ উচ্চ, অনুকরণ কর্‌বার দৃষ্টান্তও অনেক উচ্চ। দেখুন, সম্রাট্ বিচার

ক'রে প্রকৃতির নিয়ম—এক রজনীর এক চন্দ্র ; সে প্রথম প্রহরেই ডুবুক, আর মধ্য প্রহরেই অস্ত যাক্—অন্ধকার হ'য়ে থাকে—তবু সে-জীবনে আর সে দ্বিতীয় চন্দ্র নেয় না।

দুর্গম। সে নীতির জীবনান্ত করব আমি, সতী! যা হবার হ'য়ে গেছে, দুর্গমাসুরের রাজ্যে এবার রজনী পূর্ণচন্দ্রময়ী।

প্রতিমা। জয় হোক্ সম্রাটের—সম্রাট্ শক্তিমান্। তবে এদিকটা দিয়েও ঐ নীতিরই প্রবর্ত্তন করুন না—বিধবা যা হবার হ'য়ে গেছে, দুর্গমাসুরের রাজ্যে এবার আর অকাল-বৈধব্য থাক্‌বে না—পুরুষ—অমর, রমণী চির-আয়ুষ্মতী—আমরা আপনার পূজা করি।

দুর্গম। তা কি প্রকারে হবে ?

প্রতিমা। চির-পূর্ণিমা যে প্রকারে হবে। জাতিকে সংযম শেখান্, সংসার-ধর্ম্ম ঠিক ধর্ম্মের মত প্রতিপালিত হোক্, জীবকে শিবত্ব দেন্! পূর্ণিমা আনা অপেক্ষা এ অনেক সহজ।

দুর্গম। সহজ হ'লেও সম্ভব নয়। সংযম অভ্যাস ক'রে বৈধব্য ঘোচাবে কর্ম্মবীর দৈত্য জাতি! যাদের প্রাতঃকৃত্য যুদ্ধ! যার ফল—জয় অথবা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী!

প্রতিমা। যুদ্ধ যদি ধর্ম্মের উদ্ধারে অনিবার্য্য হয়, সম্রাট্! সে যুদ্ধে স্ত্রীজাতি—তাদের স্বামীদের স্বহস্তে সাজিয়ে, উত্তেজিত ক'রে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেবে; তাতে যদি বৈধব্য ঘটে, সে বৈধব্য নয়—সেটাকে তারা অনন্ত জন্মের জন্য আয়ুষ্মতীর আশীর্ব্বাদ ব'লে বরণ ক'রে নিয়ে আপনার জয় ঘোষণা করবে। তবে সেটা শুদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ধারে—মাটীর জন্য নয়, প্রভুত্বের জন্য নয়, তা' হ'লে আপনি তার জন্য দায়ী; সে অশ্রুজল—সে দীর্ঘশ্বাস আপনাতেই পৌঁছাবে।

দুর্গম। দেবতার সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধ—একি ধর্ম্মের উদ্ধারে নয় ?

প্রতিমা। নয়; দেবতারা মহামায়ার উপাসক, আপনারা ব্রহ্মবাদী—এই দুয়ে যুদ্ধ। একে ধর্ম্মের উদ্ধার বলে না, একে বলে—ধর্ম্মের সংঘর্ষ।

দুর্গম। তা হ'লে এ সংঘর্ষ—এইভাবে আপ্রলয় চল্‌বে, দৈত্যবালা মূঢ়, অন্ধ, ভ্রান্ত দেবতার দল—মায়ার উপাসনা ক'রে জগতের আদর্শ, শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক গুরু হ'য়ে সৃষ্টির শীর্ষে ব'সে তাকে উৎসন্ন অধঃপতিত, অন্ধ ক'রে যাবে, উন্মেষিত চক্ষু নিয়ে মুক্তিকামী দৈত্যজাতি সে ব্যাভিচার নীরবে হজম ক'রে নিতে পার্‌বে না। এ যুদ্ধ অনন্ত—অবিরাম—জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী—যাবৎ দৈত্য সৃষ্টি—যাবৎ মায়া। আর আমরা ক্ষান্ত দিলেই বা কি হবে—তারা যে না-ছোড়! আমরা ত আজ উদাসীন, নিস্পৃহ, সমাধিস্থ; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত দেবতাসমষ্টি পুনরায় যুদ্ধকামী—শক্তি অর্জ্জনে প্রাণপাতে সাধনা কর্‌ছে।

প্রতিমা। কর্‌বেই ত! আপনারা আজ জয়ী; গায়ের জোরে তাদের শক্তি, সামর্থ্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, এমন কি বাসস্থানটুকু পর্য্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গায়ের চামড়া খুলে—আসন ক'রে বসেছেন, আপনাদের কাজ শেষ—আপনারা নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত, নির্ব্বিকার! আর তারা—নিয়তিচক্রে নিষ্পেষিত অবস্থার দাস তারা—আপনাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হ'য়ে, মুখের গ্রাস পরের হাতে তুলে দিয়ে, হা-অন্ন মন্ত্র নিয়ে বনে, কণ্টক-শয্যায়, পশুরও নীচে। কি অপরাধ তাদের, সম্রাট্! কর্‌বে না তারা সাধনা? এ সাধনা নীতিসম্মত; আর এদেরই যুদ্ধ—প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্ধারে! [স্বগত] ও—কোথা এসে পড়্‌লুম এ আবার? [প্রকাশ্যে] যাক্—সম্রাট্—ওদিক্ দিয়ে যা করেন—কর্‌বেন; এখন আমার কথা—সমস্ত বিধবাদের হ'য়ে—তাদের দিকে হাত বাড়াবেন না—বিপদ্ বাড়াবেন। তারা ত বিবাহ কর্‌বেই না, তা ছাড়া কুমারীরাও ব'লে বস্‌বে—আমরা এ নারী জাতি—সম্রাটের প্রভুত্ব রক্ষার জন্য সৈন্যসৃষ্টির যন্ত্র নই,

আমরাও আর এরূপভাবে বিবাহ ক'রে পশ্বাচার প্রক্রিয়ায় পশুর জন্ম দিয়ে সংসার-অরণ্যটায় আরও ভীষণতর— ভীষণতম করতে যাব না।

[প্রস্থান।

ষট্‌পুর। [ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে] ঠিক করেছে—ঠিক করেছে, এদিগে সংসার হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে—ঠিক করেছে। সম্রাট্! সম্রাট্! এক কাজ করলে হয় না? ঋষিরা এদিগে শুদ্ধ সংসার হ'তেই তাড়িয়ে গেছে—আমি এদের জাতটাকে জগৎ হ'তে তাড়িয়ে দিই। [প্রতিমার পশ্চাদ্ধাবন]

দুর্গম। [গভীর চিন্তা করিতে করিতে] এ আবার কার প্রেরণা? বাক্‌রোধী দিগ্বিজয়ী উজ্জ্বল! [ক্ষণেক চিন্তা, করিয়া] প্রকৃতি! প্রকৃতি! [উদ্দেশে ষট্‌পুরের প্রতি] ফের—ষট্‌পুর—ফের, শত্রুকে হত্যা করায় পুরুষত্ব নাই, বশীভূত কর। খেলা কর সাপ নিয়ে, বুকে গলায় জড়িয়ে শিবের মত। তুলুক সে তার রোষদোদুল নিবিড় ফণা—তুমি দাও করতালি, তুমি বাজাও ডিমি ডিমি ডমরু, তুমি থাক দর্শক, ক্রীড়ক, সংযুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

[বিষাণ ও ভ্রমর পৃথক পৃথক অজিনাসনে উপবিষ্ট, তুজনের সম্মুখে দুইটী পুঁথি; ভ্রমর পুরাতন পাঠ আবৃত্তি করিতেছিল, বিষাণ ধরিয়া যাইতেছিলেন]

ভ্রমর। এইবার নূতন পাঠ দাও, তা' হ'লে বিষাণ দাদা! পুরাতন সব কণ্ঠস্থ হ'য়ে গেছে—দেখ্‌লে ত ?

বিষাণ। [সুরে] জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে।

ভ্রমর। [তদ্রূপ সুরে আবৃত্তি করিল]

বিষাণ। [সুরে] পলায়নপরাণ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণর্দ্দিতান্
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডীকে—ইত্যাদি।

ভ্রমর। [আবৃত্তি করিয়া আনন্দে] এই রক্তবীজ দৈত্য আমার পিতা; এইবার যুদ্ধে এলেন—বা।

বিষাণ। রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

ভ্রমর। [আবৃত্তি করিয়া] ওঃ কি ভয়ানক কথা! একবিন্দু রক্ত মাটীতে পড়ে—আর সেই রকম বীরের আবির্ভাব হয়! তার পর, তার পর ?

বিষাণ। তৈশ্চাসুরাসৃক্-সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ
ব্যাপ্তমাসীত্ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

ভ্রমর। [আবৃত্তি করিয়া] ভয় পাবেই ত দেবতাদের। রক্তজাত অসুরে জগৎ ছেয়ে গেল—এতে আর কার ভয় না হয়। তার পর কি, বিষাণ দাদা ?

বিষাণ। তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা
উবাচ কালীঞ্চামুণ্ডে বিস্তারং বদনং কুরু।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

ভ্রমর। [আবৃত্তি করিয়া একটু ভয় পাইয়া] কেন ! কেন বিষাণ দাদা ! মা চণ্ডিকা চামুণ্ডা দেবীকে বদন বিস্তার করতে বল্‌লেন কেন ?

বিষাণ। মচ্ছস্ত্রপাত সম্ভূতান্ রক্তবিন্দুন্ মহাসুরাণ
রক্তবিন্দো প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

[ভ্রমর আর আবৃত্তি করিতে পারিল না—পিতৃবধের আশঙ্কা এইবার বালকের প্রাণে জাগিল।]

ভ্রমর। সর্ব্বনাশ ! অস্ত্রাঘাতে যা রক্তপাত হবে—তাই পান করবার জন্য ! তাতে কি হবে, বিষাণ দাদা ?

[বিষাণ আপন ভাবে তন্ময় হইয়া গায়িতে লাগিলেন, ভ্রমর আবৃত্তি করিতেছে কি না আর তাঁহার লক্ষ্য ছিল না]

বিষাণ। ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণ রক্ত গমিষ্যতি।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

ভ্রমর। [সভয়ে কম্পিত কলেবরে] ও—এই রকম রক্তপান কর্‌তে

থাক্‌লে আর রক্ত মাটীতে পড়্‌বে না, ক্ষীণ রক্ত হ'য়ে দৈত্য বিনষ্ট হবে। থাক্ থাক্, বিষাণ দাদা! আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।

[ভ্রমরের কাকুতি বিষাণের কানে গেল না, তিনি পূর্ব্বভাবেই গায়িয়া চলিলেন।]

বিষাণ। ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘানতম্
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

ভ্রমর। [বিষাণের পদপ্রান্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুলকণ্ঠে] তোমার পায়ে পড়ি, বিষাণ দাদা—থাক্। রক্তবীজ দৈত্য—আমার পিতা—তাঁকে দেবী শূলের দ্বারা আঘাত কর্‌ছেন, আর মা কালী সেই ক্ষত নিঃসৃত রক্তধারা মুখের মধ্যে টেনে নিচ্ছেন—এ অধ্যায় আমার পাঠ্য নয়।

[বিষাণের দৃক্‌পাত নাই, বজ্র-গম্ভীরে গায়িয়া উঠিলেন]

বিষাণ। দেবী শূলেন বজ্রেন বাণৈরসিভিঋষ্টিভিঃ
জঘান রক্তবীজন্তং চামুণ্ডা পীত শোণিতম্।
জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—

[ভ্রমর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়]

ভ্রমর। ও—হো—হো! করিস্ কি মা চণ্ডিকে—করিস কি? আমার পিতা—তার বুকে—তোর বাণ!

বিষাণ। [নিজভাবে]
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্র সংঙ্ঘ সমাহত
নীরক্তশ্চ মহীপালঃ রক্তবীজো মহাসুরঃ
জয় ত্বং— [বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন]

ভ্রমর। [ব্যাকুল রোদনে] পিতা—পিতা—ও হো হো—

[পতনোন্মুখ হইল]

অরুণাক্ষ এতক্ষণ বৃক্ষ অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল—এইবার ভ্রমরকে পতনোন্মুখ দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া ধরিল।

অরুণ। [স্নেহভরে] পড়্—পড়্—কান্না কেন আবার—পড়ে যা!

ভ্রমর। দাদা! [অরুণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আরও কাঁদিয়া উঠিল]

অরুণ। রক্তবীজের পুত্র—রক্তবীজ-বধ অধ্যায়টা মন দিয়ে পড়্। এমন অধ্যায় আর পাবি না—এমন গ্রন্থটীও আর তোর ভাগ্যে মিল্‌বে না।

ভ্রমর। [একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অরুণের গলা ছাড়িয়া] না, দাদা—গ্রন্থের নিন্দা ক'রো না, এ গ্রন্থ চির-অমর মার্কণ্ডেয় ঋষির ; এ অমরাক্ষরে লেখা—এর বর্ণে বর্ণে অমৃত ঢালা। যদিও আমি অধিকার পাই নি এখনও এর প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়াবার, তবু এটা ধারণায় এসেছে—সত্যই এমন গ্রন্থটী আর আমার ভাগ্যে মিল্‌বে না। তবে কি কর্‌ব, দাদা! সৌভাগ্য পেয়েও হতভাগ্য আমরা ; কাঁদ্‌তে হচ্ছে—এখনও পিতার মোহ কাটাতে পারি নাই।

অরুণ। [সচকিতে] পিতার মোহ! পিতা যদি হয় মোহ, তবে জগতে সত্য কি? কোথায় এসে পড়েছিস্, ভ্রমর? রাক্ষসীর কবলে?

ভ্রমর। আবার নিন্দা কর্‌ছ, দাদা! রাক্ষসীর কবলে নয়—এসেছি জগন্মাতার কোলে।

অরুণ। পালিয়ে চ'—পালিয়ে চ' ; ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে তোকে ; মায়াবিনীরা মা সাজ্‌তেও জানে।

ভ্রমর। এ ত সাজা মা নয়, দাদা! এ যে স্বভাব মা।

অরুণ। কাণা হয়েছিস্, চোখে ধূলো-পড়া পড়েছে, ভেল্কি দেখ্ছিস্—বুঝ্ছিস্ না।

ভ্রমর। হাঁ, দাদা—ভেল্কি দেখাই বটে। এক মা ছাড়া আর যা—সব ভেল্কি।

অরুণ। পালিয়ে চ'—পালিয়ে চ' ভ্রমর—এখনও পথ আছে।

ভ্রমর। মা যে আমায় এই পথেই চালিয়েছেন, দাদা!

অরুণ। পিতা কোন্ পথে দেখ্তে পাচ্ছিস্? পড়্ছিস্ ত—পিতৃবধ কাব্য; অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত, শোষণ-মন্ত্রে শোণিতশূন্য, ভুবন-বিজয়ী ভূপতিত, বজ্র-নির্ঘোষী নির্ব্বাক্-কণ্ঠে কি চাচ্ছে—বুঝ্তে পার্ছিস্?

ভ্রমর। [অশ্রুনেত্রে, ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে] পিতা! পিতা! অশ্রু নাও আমার।

অরুণ। [বজ্রকণ্ঠে] রক্ত দে—রক্ত দে—ক্ষেপা, রক্তবীজের পুত্র—রক্ত দে; অশ্রুর পিপাসা ও নয়। আয় ভ্রমর, আয় ভাই—ও প্রলাপ-গুঞ্জন ছেড়ে দিয়ে, পাগলের গ্রন্থ ছুড়ে ফেলে, রক্তবীজের পুত্র আমরা—আয় ভাই—পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ করি, পিতার অন্যায়-মৃত্যুর প্রতিশোধ নিই, পিতার রক্তহীন শবদেহে রাক্ষসীর রক্ত সঞ্চার ক'রে—তাঁকে আবার সঞ্জীবিত, চৈতন্যময়, শান্তির ক'রে তুলি।

ভ্রমর। হবে না, দাদা—শান্তির পথ অন্যদিকে। কান্না আস্ছে—কাঁদ্তে হচ্ছে; কিন্তু সত্য বল্তে হবে—শান্তি ও পথে নাই। শান্তি চাও—এস না, দাদা—ও সব অনর্থের হেতু—পিতা ভ্রাতা পাতানো সম্বন্ধ বাদ দিয়ে, দুটী ভেয়ে গলা ধ'রে জগৎখানায় মা-ময় ক'রে তুলি।

অরুণ। [সক্রোধে] ভ্রমর! জানিস্—তুই আমার ভাই—

ভ্রমর। হাঁ দাদা—মা ব'লে দিয়েছেন—তাই।

অরুণ। [ক্রোধে আত্মহারা হইয়া] তোকে হত্যা করব—হত্যা

করব—রক্তবীজের বংশে অশ্রু-কলঙ্ক, তোকে হত্যা করব। অস্ত্রাঘাতে নয়, মাটীতে আছড়ে নয়, যে গলায় তোর মুহুর্মুহু মা-মা উঠছে—সেই গলা টিপে। [ভ্রমরের কণ্ঠ ধারণোদ্যত]

প্রতিমা অসি ধরিয়া অরুণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

প্রতিমা। তোমার জন্য ও আর অন্য বিধান পেলুম না, পুত্র—এই অসি!

অরুণ। রাক্ষসি! এসে পড়েছিস্? আয় আয়—এখানে আর বুঝি যাদুবিদ্যা খাট্‌ল না? পার্‌বি—ও অসি আমার মাথার উপর চালাতে?

প্রতিমা। যে ভাই হ'য়ে ভাইকে গলা টিপে মার্‌তে যায়, তার মা যে মা হ'য়ে পুত্রের উপর অসি চালাবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

[অরুণের মুখ লাল হইল, তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, কোন প্রতীকার বা কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না]

অরুণ। [ইতস্ততঃ করিতে করিতে] এর উত্তর নাই। এর উত্তর—ঐ উদ্যত অসি কেড়ে নিয়ে ঐ লক্‌ল'কে জিব্‌টার গোড়া শুদ্ধ কেটে দেওয়া; স্ত্রী জাতটায় সংসার হ'তে তাড়িয়ে দিয়ে সৃষ্টিটায় অযোনিসম্ভব ক'রে তোলা; আর সেই সঙ্গে মা শব্দটা সাপের রক্ত দিয়ে ভাষার তালিকা হ'তে মুছে ফেলা। থাক্—রাক্ষসি—থাক্; বড় ভুল ক'রে ফেলেছি আমি—রক্তবীজের ঔরস পেয়েও, তোর গর্ভ ছুঁয়ে; পারি যদি কোন দিন মনের এ গুপ্ত পাপ ঠেলে প্রকাশ হ'তে—বুঝ্‌ব তোকে সেই দিন।

[সদম্ভে চলিয়া গেল।

প্রতিমা। [কিয়ংক্ষণ অরুণের গমনপথ পানে চাহিয়া, ভ্রমরকে আদরে ধরিয়া] ভ্রমর! কাঁদ্‌ছিলে?

ভ্রমর। কান্না আসে না কি মা—পিতার মৃত্যু—

প্রতিমা। মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়, পুত্র! মৃত্যুর আড়াল দিয়ে ওটা অমরতার বর।

ভ্রমর। তা বুঝেছি, মা—তার পরই—

প্রতিমা। বুঝেছ—বুঝেছ—বালক! এ অমরগ্রন্থের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যাঁর অনন্ত মহিমার একটু কণা নিয়ে—সে মায়াবিনী নয়—মায়াময়ী মা? বুঝেছ—যেটা চুমুক দিয়ে নেওয়ায় তোমার বলদৃপ্ত পিতা অবসন্ন, ভূপতিত, শববাচ্য—সেটা রক্ত নয়—রোগ? বুঝেছ—সুরকুলের শান্তিবিধানে—অসুরগণের উপর কল্পারম্ভ হ'তে যে আঘাতটা তাঁর চ'লে আস্‌ছে—সেটা আঘাত নয়—অস্ত্র-চিকিৎসা?—

[ভ্রমর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া আনন্দে ধ্যানস্থ বিষাণের গায়ে হাত দিয়া নাড়িয়া ডাকিল।]

ভ্রমর। বিষাণ দাদা! বিষাণ দাদা!

বিষাণ। [ধ্যানভঙ্গে আপন সুর ধরিয়া উঠিলেন]

জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে—জয় ত্বং দেবী চণ্ডিকে!

ভ্রমর। পাঠ দাও—পাঠ দাও—আমায়, বিষাণ দাদা! মা এসেছেন—দেখ্‌বেন আমার পড়া।

বিষাণ। [আসন ছাড়িয়া আনন্দে]

গীত।

মা এসেছে আর কি তবে—আবার রে তোর কিসের পড়া।
পুড়িয়ে দিয়ে পাঠশালা তোর প্রাণের যত আবেগ ছড়া।

ভ্রমর। সে মা নয়, দাদা—সে মা নয়; এ আমার মা!

বিষাণ। [প্রতিমাকে দেখিয়া]—

[পূর্ব্ব গীতাংশ ।]

এই মায়েতেই ঐ যে—সে মা, এ মা তারই প্রতিমা,
বল রে একেই কাঁদা গলায় বাম কেন মোর প্রতি মা,
মা রয় যদি খড়-মাটীতে
নাই কি সে-মা এ মা-টীতে,
আট্‌কে থাক্ তুই এই ঘাঁটীতে
দেখ্‌বি এই সেই সিংহে চড়া।

[প্রস্থান।

ভ্রমর। [প্রতিমার প্রতি ভক্তিভরে]

গীত।

মায়ের বেশে মহামায়া তুমি যদি সেই মা তারা।
তবে ঘুরিয়ে মার' মায়ের খোঁজে কেন আমায় দিশেহারা।
খোল মা দ্বার রুদ্ধ আঁখি, শূন্যে উঠি খাঁচার পাখী,
আমি পাখায় বেঁধে অভেদ রাখী
দেখি তোমায় সেই নিরাকারা।
মা হয়েছ নাও মা কোলে,
রেখো না আর কান্না-রোলে,
ওমা দশ হাতে কি যায় না মোছা
এই দু'টী চোখের দু'টী ধারা।

প্রতিমা। [আদরে ভ্রমরকে বুকে জড়াইয়া লইয়া ঊর্দ্ধমুখে] মা! মা! স্বামীর রক্ত পান করেছিস্ চুমুকে—এইবার পুত্রকে দিতে হবে বুকের রক্ত নিংড়ে।

[ভ্রমরকে বুকে লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

দামোদরের বাটী।

দামোদর একাকী পদচারণা করিতেছিল।

দামোদর। রাজ্য করা বটে বাবা! কেটে যোড়া দেওয়া যাকে বলে। বিশ্বামিত্তিরের বিদ্যের বহর ত কলা, নারকেল, আতা পর্য্যন্ত; এ রাজ্যে বাবা—নূতন সূর্য্যি, নূতন চাঁদ, নূতন হাওয়া, নূতন জল; আস্‌বে কারও মত্‌লবে? আমায় লোকে বলে খোসামুদে; বাবা—এ যুগে এ পায়ের ধূলো চেটে যে বেটা না খাবে—তার বাপ্‌ চৌদ্দপুরুষ পতিত। এখন মদন দেবতার কাজ আমায় কর্‌তে হবে, বেটা বড় হাড়ে নাড়ে জ্বালিয়েছে। পার্‌ব না? কেন পার্‌ব না? আরে তার যত বাহাদুরী ত সেই ধনুক গাছটা নিয়ে? তা আমিও নিচ্ছি একটা তৈরী ক'রে; ফুলের পোযাক—ও আর কতক্ষণকার কাজ? তার পাঁচটা বাণ—আমি রাখ্‌ব পঁচিশটা, দেখি—সে বেটা কোন্‌ দিকে কাটান করে। [আহ্লাদে] আমি মদন দেব—আমি মদন দেব! আমি আর দামোদর নই, বাবা—শ্রীল শ্রীযুক্ত মদন দেব। [নৃত্য]



কোদণ্ড উপস্থিত হইল।

কোদণ্ড। দাদা, বসন্ত চাই না? মদন হচ্ছ যখন—বসন্ত না হ'লে কাজে জোর বস্‌বে কেন?

দামোদর। ঠিক; চাই বই কি! পার্‌বে তুমি হ'তে? তোমার চেহারাটা যে দেখ্‌ছি ব্যারাম-বসন্তের মত হে—

কোদণ্ড। এই ব্যারামের ভেতরেই আরাম আছে, দাদা, দেখ্‌বে -মহলা দেবো?

দামোদর। বটে! আচ্ছা—দেখি।

কোদণ্ড। [ভঙ্গীসহকারে]

গীত।

ওগো রসের বাজার আমি বসন্ত।

কুলিশ উপস্থিত হইল।

কুলিশ। কুহু।

কোদণ্ড। [বিরক্তিসহ] কে রে তুই ?

কুলিশ। ঠাকুর-দা! কোকিল চাই না—নব-বসন্তে ?

দামোদর। বলিহারি ভাই! ঠিক তালে ঘা মেরেছ। লাগাও ত ভাই বসন্ত কোকিল, দু-জনে মিলে প্রাণ খুলে—সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—সা,—আমি বাণ ক'টায় শাণ দিয়ে নিই।

গীত।

কোদণ্ড।—ওগো রসের বাজার আমি বসন্ত।
কুলিশ।—কুহু কুহু কুহু কু—
দাদা তোমার কদর আমার কারণ
স্বরবর্ণ যোগে যেমন ব্যঞ্জন উচ্চারণ,
নইলে নাচে হসন্ত।
কোদণ্ড।—আমার গন্ধে গজায় প্রাণ পাথরের ছবির,
আমায় নিয়েই নাড়া চাড়া যত সব কবির,—
কুলিশ।—আমিও কম নই, দাদা, আমিও কম নই,
তুমি যদি প্রেমের মাচান আমি তাতে মই ;
কোদণ্ড।—মিষ্টি, কচি যা কিছু সব আমার আমদানী,
ফাগুন চোতের মাত্‌লা হাওয়া আমিই ত আনি,—

কুলিশ— আমি মারি কানে কামড়,
জেরে দিই যোড়া পাঁজর,
জুড়ে দিই প্রাণে প্রাণে নাগরী নাগর ;—
উভয়ে— এই দাদা ভাইয়ের যুগল ভাবে
সাম্‌লানো ভার বসন ত !

দামোদর। বহুৎ আচ্ছা বাবা! আমি মদন—তোমাদের দেখে-শুনে আমারই মাথা বন্ বন্ ক'রে ঘুরে যাচ্ছে। চল ভাই, মেলা গেল যদি এই তেরস্পর্শে তিন দন্ডতে—সাজ সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে চলা যাক্—ত্রিভুবন বিজয়ে। [গমনোদ্যত]

অঙ্কুর উপস্থিত হইল।

অঙ্কুর। কি দাদা-মশায়—কোথায় ?

দামোদর। আরে যাও—যাও, আবার আমার খোঁজ কেন? সেনাপতি হও গে।

অঙ্কুর। সেনাপতি হওয়া আর হ'লো কই, দাদা-মশায়? আপনি শাপ দিলেন যে, সব বিগ্‌ড়ে গেল।

দামোদর। [আহ্লাদে আটখানা হইয়া] গেছে ত? যাবেই যে! আমার বিদ্যায় অবহেলা? মা সরস্বতী! তুমি আছ। [প্রণাম] কি ক'রে বেগ্‌ড়াল'?

অঙ্কুর। দেখ্‌লেন না—সম্রাট্ সেনাপতিকে নিয়ে পরামর্শ কর্‌তে গেলেন।

দামোদর। সেনাপতি উল্টো গায়িলে না কি? গায়িবেই ত; মা—কণ্ঠে বস্‌বেন যে!

অঙ্কুর। তার জন্য নয়, দাদা-মশায়—সেনাপতির সঙ্গে আমার এক হাত হ'য়ে গেছে।

দামোদর। ঠিক হয়েছে! হবেই ত, তোষামোদ ছেড়ে গায়ের জোর? মা—তুমিই সত্য! দাদা—যোদ্ধাই হও, আর বোদ্ধাই হও—এ বিদ্যায় শ্রদ্ধা না রাখ্‌লে কদর নাই—কদর নাই। চল হে—চল আমাদের।

[কোদণ্ড, কুলিশ পূর্ব্বোক্ত গীত ধরিল, দামোদর নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের সহিত চলিয়া গেল।

অঙ্কুর। [পদচারণা করিতে করিতে] না—আশা নাই; সেনাপতির সম্মতি যখন চাই—আমার আশা নাই। কি আর কর্‌ছি! গুরুর অপমান চোখের ওপর দেখার চেয়ে—না হই সৈন্যাধ্যক্ষ—

অস্ত্র উন্মোচন করিয়া অরুণাক্ষ উপস্থিত হইল।

অরুণ। [কঠোর কণ্ঠে] অঙ্কুর!

অঙ্কুর। [চমকিয়া উঠিয়া] অরুণ! একি!

অরুণ। যুদ্ধ কর।

অঙ্কুর। [আশ্চর্য্য হইয়া] যুদ্ধ! কেন?

অরুণ। সৈন্যাধ্যক্ষ হচ্ছ, যুদ্ধ কর।

অঙ্কুর। সৈন্যাধ্যক্ষ হচ্ছি!

অরুণ। হচ্ছ কি—হয়েছ; যুদ্ধ কর।

অঙ্কুর। আমি সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছি! সেনাপতির অসম্মতিতে?

অরুণ। সেনাপতিই তোমায় মত করেছেন, সম্রাট বরং এখনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি; না কর্‌লেও সামরিক ব্যাপারে সেনাপতির যুক্তিই মূল্যবান্, শ্রেষ্ঠ।

অঙ্কুর। [আনন্দে আপনমনে] কি উদার, গুণগ্রাহী, ন্যায়বীর এই সেনাপতি! আমার মাথা নুয়ে পড়্‌ছে।

অরুণ। যুদ্ধ কর! চুপ ক'রে থাকলে চল্‌বে না, অঙ্কুর! যুদ্ধ কর, আমায় পরাস্ত কর, হত্যা কর—সৈন্যাধ্যক্ষ হও।

অঙ্কুর। এতটা?

অরুণ। হাঁ, কর্ম্ম-বীরের এতটাই। বাড়ানো হাত তার—একটা ঘায়ে সঙ্কুচিত হবে না!

অঙ্কুর। কিন্তু—এ ঘা-টা যে বড় ভীষণ ঘা, অরুণ! সাম্রাজ্য স্বয়ং তোমায় নিলে না—অপদস্থ করলে—

অরুণ। সাম্রাজ্য অপদস্থ করলে ব'লেই আমি সরে যাব? আমার পদস্থ হ'বার যতগুলো পথ আছে—দেখ্‌বো না?

অঙ্কুর। ও—তা' হ'লে আমায় হত্যা পর্য্যন্ত করবে?

অরুণ। ও ত সাধারণ কাজ—সামান্য কথা। ওতেও যদি না হয়—অন্যদিক্‌ দিয়ে আরও কাজ আছে; জগৎ দেখ্‌বে—সে আবার কি ভীষণ!

অঙ্কুর! কি অন্ধই হয়েছ তুমি অরুণ—লোভের তীব্র দৃষ্টি নিয়ে! তোমার অন্যদিক্‌ দিয়ে কাজ ত সাম্রাজ্যটার ওপর রক্ত-তান্ত্রিকতা? দরকার নাই তা দেখান'য়—যাও,—সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের জন্য ঘরে ঘরে কাটাকাটি ক'রে জাতীয়তার মূল শিথিল করার চেয়ে—যাও—চাই না আমি—দিলুম তোমায় ছেড়ে—হও গে তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ জন্ম জন্ম।

অরুণ। দান! সেনানায়কত্ব! রক্তবীজের পুত্রকে! উচ্চতা দেখাচ্ছ কি অর্ব্বাচীন—মূর্খতা হ'চ্ছে ওটা। রাজা একদিন হ'তে পারা যায় দশের দয়ায়, কিন্তু সেনা-নেতৃত্ব—ভিক্ষার নয়, দয়ার নয়, দানের নয়,—জোরের।

অঙ্কুর। আমি স্বীকার করছি, অরুণ—তুমি বলবান্‌। বল ত—ব'লে আস্‌ছি এ কথা প্রকাশ্য রাজসভায় দশের সমক্ষে।

অরুণ। দশের সমক্ষে বল্‌লে কি হবে, অঙ্কুর—এ কথা তুমি তোমার নিজের মনকে বল্‌তে পার্‌বে? পার্‌বে না। অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর, সুমীমাংসা হ'য়ে যাক্—বলবান্ দুর্ব্বলের।

অঙ্কুর। তা' হ'লে দেখ্‌ছি—সেনাপতিত্বটা আবরণ মাত্র, আমায় হত্যা করাই তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য?

অরুণ। তোমার রক্ত দানব-মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বাড়ানোর মত এখনও তত সারবান্ হয় নাই, অঙ্কুর—যে তার এত প্রয়োজন। সেনাপতিত্বই আমার লক্ষ্য—তবে এ অনিবার্য্য গতিপথে পর্ব্বতের বাধা পড়্‌লেও তুলে ফেলে দিয়ে যাব, তার স'রে যাওয়া নেবো না।

অঙ্কুর। নিরুপায় তা' হ'লে!

অরুণ। অস্ত্র ধর তবে।

অঙ্কুর। যদি না ধরি—হত্যা কর্‌তে পার্‌বে আমায়—পশুর মত?

অরুণ। আমি না পার্‌লেও—পার্‌বে আমার লক্ষ্য।

অঙ্কুর। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য?

অরুণ। এই ক্ষুদ্রই আমায় বৃহতে নিয়ে যাবে একদিন।

অঙ্কুর। [সবিস্ময়ে] বৃহতে নিয়ে যাবে!

অরুণ। সেদিক্ দিয়ে নয়, অঙ্কুর—চম্‌কে উঠো না। সৈন্যাধ্যক্ষের পর সেনাপতি—তারপর সম্রাট্—সে সব ক্রমোন্নতি আমার লক্ষ্য নয়। আমার বৃহতের দিক্—সেই পিশাচী!

অঙ্কুর। [নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

অরুণ। বুঝ্‌লে? আমার পিতার রক্ত পান ক'রে হজম করেছে যে—চামুণ্ডা নাম ধারিণী সেই পিশাচী। সৈন্যাধ্যক্ষ হ'ব, তার সাম্‌নে যাবার সুযোগ পাব; দেখ্‌ব—কি ধাতুর তৈরী তার রসনা—কত দৃঢ় দাহনশীল তার পরিপাক-যন্ত্রটা।

অঙ্কুর। [নিজের পিতার অবস্থা স্মরণ করিয়া] ও—তা' হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য, অরুণ! আমি আর অগ্রসর হ'তে দিতে পার্‌ব না তোমায়। আমারও লক্ষ্য ঐ দিকই। সে পিশাচী কি—কী তা জানি না, তবে সে আমারও পিতাকে হত্যা যদিও করে নাই, সে আবার হত্যার চেয়েও; সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে আমায় পিতৃহীন অনাথ সাজিয়ে, চোখের ওপর দাগা-বাজি ক'রে নিজের পায়ের দিকে টেনে নিয়েছে। আমিও সৈন্যাধ্যক্ষ হ'ব, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব, দেখ্‌ব—কী চুম্বকের আকর্ষণ দিয়ে তৈরী তার পা-দুখানা, কত উচ্চ বেদীমূলে তার আসন। যুদ্ধ কর, অরুণ—এ বড় মজার যুদ্ধ। [অস্ত্র উন্মোচন করিল]

অরুণ। বড় মজার যুদ্ধ—সমুদ্রের সঙ্গে মেঘের। একই বস্তু ভিন্ন মূর্ত্তিতে। তাব একটা কথা, অঙ্কুর! যদি এ যুদ্ধে আমার পতন হয়, খানিকটা রক্ত ধ'রে রেখো; যখন দেখা হবে তার সঙ্গে—দেখা হ'লো ব'লে—দেবতাদের ডাক পড়েছে—তাকে দিও; ব'লো খা—রাক্ষসী—খা রক্তবীজের রক্ত খাওয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই তোর—এই নে তার শেষ খর্পর। আমি যেথায় থাকি, অঙ্কুর! জগৎ দেখ্‌বে—রক্তবীজ-পুত্রের এই বিষ মেশানো রক্তধারা—তার রসনা, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী জেরে দিয়ে, যত রক্ত সে জীবনে গলাধঃকরণ করেছে—এক মুহূর্ত্তে তা বমন করাতে পারে কি না। এস, অঙ্কুর! যুদ্ধে।

অঙ্কুর। তবে আমারও একটা কথা, অরুণ! এ যুদ্ধে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার মুণ্ডটা নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ো তার কোলে। ব'লো—নে, মায়াবিনী, নে—পিতাকে যখন নিতে পার্‌লি ভুলিয়ে, পুত্রকেও নে তবে হাতে গলায় ঝুলিয়ে। আমি ঘোলা চোখেই দেখে নেবো, সে কেমন! ধর অস্ত্র, অরুণ!

[যুদ্ধোদ্যোম]

ঘোর আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

উভয়ে। রাজকুমার! [সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল]

ঘোর। এ সৈন্যাধ্যক্ষ আমি। সম্রাট্ আমাকেই স্থির করেছেন; আমি চেয়ে নিয়েছি নিজে—তাঁর কাছ হ'তে।

উভয়ে। আপনি!

ঘোর। হাঁ। তোমরা দুজনার কেউ এখনও হ'তে পার নি তার সাম্‌নে যাওয়ার মত। সেনাপতিত্বের আসনে উঠে দাঁড়ালেই মনে করেছ, তার নাগাল পাবে—কাড়াকাড়ি কর্‌ছ? যুদ্ধ জানা আছে অবশ্য তোমাদের; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষের প্রধান কর্ম্ম যে সৈন্য পরিচালনা—তার কি কৌশল শিখেছ? উঠ্‌তে হবে কোথায় জান—বড় ভয়নাক স্থানে; অনন্ত শূন্য যার অগ্নি দুর্গের পরিখা, অনন্ত কাল যার অজ্ঞাত কক্ষের প্রাচীর, অনন্ত মায়া যার অচিন্ত্যনীয় মূর্ত্তি, উঠ্‌তে হবে—সেই অসীম অনন্ত ভেদ ক'রে অনন্তমুখীর সম্মুখে। পার্‌বে সৈন্য পার কর্‌তে? দেরী আছে। দেখ নাই তোমরা সে দুর্ভেদ্য ব্যূহদ্বার—কি ভীষণ অগ্নিময় তার শৃঙ্খলা! আমি দেখেছি—আমি নিশুম্ভ-পুত্র, পিতার যুদ্ধের সময় তাঁর পার্শ্বে ছিলাম—তাই এ সেনানায়কত্ব সাধ ক'রে নিলাম। তবে তোমাদিগেও একটা ক'রে সুযোগ দিয়েছেন সম্রাট্—নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ক'রে। [অঙ্কুরের প্রতি] তুমি রাজদূত। [অরুণের প্রতি] তুমি গুপ্তচর।

[প্রস্থান।

অঙ্কুর। কি ভাব্‌ছ, অরুণ! মন্দই বা কি! তার দেখা পাওয়া নিয়ে কথা ত—এ দিক্ দিয়েও হবে; চল, যাওয়া যাক্ মিলেমিশে।

অরুণ। [আপন মনে] গুপ্তচর আমি। গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে চল্‌তে হবে আমায়—স্বভাবে আস্‌বে ত?

[উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

চিন্তামগ্ন করীন্দ্রাসুর কক্ষমধ্যে পদচরণা করিতেছিলেন।

করীন্দ্র। মা! মা! এ আবার কি খেলা, মা, তোর? আশ্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ কর্‌লি যদি করীন্দ্রকে, আশ্রিত রক্ষার শক্তি দে। আমি ত নিজের শক্তিতে দেবতাদের ধর্‌তে যাই নি, মা! মহামায়া! তোরই প্রেরণা—তোর মহিমা-লীলার খেলা-ঘর আমি—এই দুর্জ্জয় সাহস আমায় এতদূর আগিয়ে নিয়ে এসেছে; বিফল হয়, মা, তোর মহা উদ্দেশ্য! প্রকাশ হ'—মা মহাশক্তি—আমার সর্ব্ব অবয়ব, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে; খেলে যাই আমি ঐ ইঙ্গিত-চালিত—ঐ তোরই পরম খেলা।

অঙ্কুর আসিয়া পাদবন্দনা করিল।

এই যে অঙ্কুর! [হাত ধরিয়া তুলিলেন] অঙ্কুর! আমি চাই নাই—তুমি আপনা হ'তে আমায় কিছু দিতে প্রতিশ্রুত আছ।

অঙ্কুর। আছি, গুরু! গুরুদক্ষিণা।

করীন্দ্র। আজ যে আমার সেটার প্রয়োজন হয়েছে?

অঙ্কুর। সুপ্রভাত আমার; বলুন, কি চান্ আপনি?

করীন্দ্র। বল—পশ্চাদ্‌পদ হবে না?

অঙ্কুর। প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন? প্রতিজ্ঞা ত করাই আছে, গুরু! জীবন পর্য্যন্ত পণ আমার।

করীন্দ্র। ও পণটা তত বড় পণ নয়, অঙ্কুর! জীবন চেয়েও দামী জিনিষ জগতে ঢের আছে। জীবন পণে আজ্‌কার আমার এ প্রয়োজন মিট্‌বে না, বালক, হৃদয় পণ চাই।

অঙ্কুর। হৃদয় না দিয়েই কি জীবন পণ কর্‌তে পেরেছি, গুরু! তবু আপনি যখন বারবার বল্‌ছেন—কর্‌লুম তাই।

করীন্দ্র। খুব বোঝ, অঙ্কুর! আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি—যে যত কথায় কথায় প্রতিজ্ঞা করে—তার ব্রত তত ভঙ্গ পদে পদে।

অঙ্কুর। কি ভাষায় বোঝাব তবে, গুরু-আমার এ ব্রতের দৃঢ় নিশ্চয়তা? কি ভাবে দাঁড়ালে দেখ্‌তে পাব—আপনার ঐ ঘন কুঞ্চিত ললাটে নিঃসন্দেহের স্থির উজ্জ্বলতা? কোন্ পরত হৃদয়ের প্রকাশ কর্‌তে পার্‌লে বিশ্বাস হবে—'অঙ্কুর আপনার শিষ্য?

করীন্দ্র। থাক্—ব'লে যাই আমার কথা, তার পর তোমার ক্ষমতা। অঙ্কুর! দেবতাদের দুরদৃষ্ট জান ত?

অঙ্কুর। দুরদৃষ্ট! তাঁরা আপনার আশ্রয় পেয়েছেন—আবার কি চান্ তাঁরা?

করীন্দ্র। আমি আশ্রয় দিলে কি হবে, বালক—সম্রাট্ যে সদয় নন্।

অঙ্কুর। কেন, সম্রাট্ ত তাঁদের পূজা কর্‌তে প্রকাশ্য রাজসভায় সম্মতি দিয়েছেন! এক শুধু বলিটা বন্ধ ক'রে।

করীন্দ্র। তখন আমি তাতেই সন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে এসেছিলাম, অঙ্কুর! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—বলি ব্যতীত এ পূজা সিদ্ধ নয়। অনেক তর্ক কর্‌লাম দেবরাজের সঙ্গে—বলি ব্যাপার নিয়ে—তন্ত্র-মতেই; কিন্তু এঁটে উঠ্‌তে পার্‌লাম না—বলি চাই-ই।

অঙ্কুর। তা' হ'লে উপায়?

করীন্দ্র। উপায়ও একটা করেছিলাম—খাট্‌ল না। উপায়টা আর কি যখন দেখ্‌লাম—বলি ব্যতীত এ পূজা হবার নয়, আর অন্য বলির আয়োজনও সম্রাটের আদেশ বিরুদ্ধ, বল্‌লাম দেবরাজকে—এ বলি তবে আমাকেই নেওয়া হোক,—পূজা ত হ'তে হবে!

অঙ্কুর। [চমকিয়া] তাতে দেবরাজ কি বল্‌লেন ?

করীন্দ্র। দেবরাজ যা বল্‌লেন, অঙ্কুর, সে এক স্বতন্ত্র দেবভাষা—আমি সবটা ধারণা করতে পার্‌লাম না। হৃদয় র'সে গেল, চোখ ফেটে জল এলো, কি একটা জুড়ানো ছায়া আমার সর্ব্বাঙ্গে প'ড়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেবার উপক্রম ক'রে তুল্‌লে। তবে মোটের উপর বুঝ্‌লাম— তাঁরা চির-দুর্ব্বল চির-নিরাশ্রয় থাক্‌বেন, তবু আমায় বলি দিয়ে শক্তির প্রসাদ নেবেন না।

অঙ্কুর। যাক্—এখন আমায় ডেকেছেন কেন ?

করীন্দ্র। তোমায় ডেকেছি—উপায় আর একটা ঠাউরেছি ; তোমার একটু সাহায্য চাই।

অঙ্কুর। বলুন।

করীন্দ্র। বলি দিতেই হ'বে অঙ্কুর ! আমি আশ্রয় দিয়েছি তাঁদের, পূজাতেও ব্রতী ক'রে এসেছি—আশ্বাস দিয়ে ! প্রস্তুত তুমি সকল রকমে ?

অঙ্কুর। প্রস্তুত, সকল রকমে।

করীন্দ্র। পেছিয়ো না ! আমি হস্তীর রূপ ধর্‌তে পারি, জান ত ? ধরি আমি সেই মূর্ত্তি—নিয়ে চল তুমি আমায় যূপকাষ্ঠের সাম্‌নে, ব'লো— পাঠিয়েছি আমি—কেউ টের পাবে না।

অঙ্কুর। [আত্মহারা হইয়া] পার্‌ব না—পার্‌ব না, গুরু ! ওদিক্ দিয়ে প্রস্তুত আমি নই, আমি প্রস্তুত—ঐ যূপকাষ্ঠে নিজের গলা বাড়িয়ে দেবার জন্য।

করীন্দ্র। তা হবে না, অঙ্কুর ! সম্রাটের আদেশ—তাঁর রাজ্যে একটী জীবহত্যা না হয়।

অঙ্কুর। আপনি ? আপনিও ত তাঁরই রাজ্যের, গুরু !

করীন্দ্র। তা' হ'লেও, আমার একটা নিজের স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, অঙ্কুর ! সে রাজ্যের অধিপতি সম্রাট্ নন্—স্বয়ং আমি।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

[উচ্চে—মৃত্তিকা-বেদীতে মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পূজার আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে পুষ্প, নৈবেদ্য, প্রজ্বলিত ধূপ, দীপ, পূজার উপকরণ ও অনুষ্ঠানাদি। ইন্দ্রাদি দেবতা ও শচী প্রভৃতি দেবীগণ ভূমে নতজানু, কৃতাঞ্জলিপুটে ইতস্ততঃ আসীন্।]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ,
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
দুর্গায়ৈ দুর্গাপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্ব কারিণ্যৈ,
নমো জগত প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ।

[প্রণামপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিলেন]

দেবদেবীগণ — স্তব গীত।

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দ্দণ্ড লীলা
সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলা শেষ ভীতে,
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহ হন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপে
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

ব্রহ্মা। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। মার্কণ্ডেয় উবাচ—

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তারাদ্গদতো মম।

[চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন]

বিষ্ণু ও মহেশ্বর। জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাম্।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্।
অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নব যৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্।
সুচারু দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্,
মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহু সমন্বিতাম্।
রক্তবস্ত্র পরিধানাং জয়াখ্যাং ভব সুন্দরীম্.
ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্।
দেব্যস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্,
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্,
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম ফলপ্রদাম্।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রাচণ্ডনায়িকা,
চণ্ডাচণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্,
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাম্। [ধ্যানস্থ]

[ইন্দ্র এতক্ষণ করীন্দ্রাসুরের আশায় স্থির হইয়াছিলেন, বলির সময় আগত দেখিয়া, গাত্রোত্থান করিয়া পথ-প্রতি সোৎসুক নয়নে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন]

ইন্দ্র। বলি—তাইতো—বলি—

রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া অঙ্কুর উপস্থিত হইল।

অঙ্কুর। [যূপকাষ্ঠের সম্মুখে নতজানু হইয়া] বলি।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] বলি !

অঙ্কুর। হাঁ—বলি আমিই !

ইন্দ্র। কে তুমি ? কে তুমি ?

অঙ্কুর। আমি পশু।

ইন্দ্র। পশু !

অঙ্কুর। মা চিন্‌লুম না যখন—পশু নই ত কি ? [প্রতিমার প্রতি] মা ! মা ! দে ত মা আমার পশু জন্মটা ঘুচিয়ে ! পিতাকে আপনা হ'তে টেনে নিয়েছিস্, পুত্র কি এসে ফিরে যাবে ? দেবরাজ ! দেবরাজ ! পূজা শেষ করুন,—ঐ মা আমায় ডাক্‌ছে।

ইন্দ্র। [মুগ্ধস্বরে] মা তোমায় ডাক্‌ছে, কিন্তু এদিকে যে আবার ঐ মা-ই আমার হাত ধ'রে টান্‌ছে। বালক ! তোমায় এখানে পাঠালে কে ?

অঙ্কুর। পাঠাবে কে ! মায়ের ডাক—আমি আপনি এসেছি।

ইন্দ্র। আপনি এসেছ, তা জানি ; স্বতঃপ্রণোদিত না হ'লে জীবন দিতে কেউ পারে না। তবু—তোমায় পাঠিয়েছে করীন্দ্র—না ?

অঙ্কুর। তাঁর শ্রীমুখে শুনেছি মাত্র—মায়ের পূজার বলির অভাব।

ইন্দ্র। অমনি তুমি ছুটে এসেছ, শিশু—সে অভাবের এই প্রাণঢালা পূর্ণতা নিয়ে ! মায়ের পূজার বলির অভাব এই ক্ষুদ্র সংবাদটুকু তোমার কানে এমন ভাবে বেজেছে—যার টানে তুমি এমন সোনার সংসার ফেলে এই নবীন কিশোর বয়সে আত্ম বলিদানে একেবারে যূপকাষ্ঠের সাম্‌নে ! কোন্ খানটায় তুমি পশু ? কে বল্‌লে তুমি মা চেন নাই ? তোমার রসনায় মা, তোমার হৃদয়ে মা, তোমার প্রতি রক্তবিন্দু সূর্য্য-কিরণ সম্পাতে

সমুদ্রের মত, মার জ্যোতিতে তোল্‌পাড়! তুমি আমার হৃদয়ে এস। জড়াইয়া, শির চুম্বন করিয়া] যাও—ফিরে যাও মায়ের অঞ্চলের নিধি!

অঙ্কুর। চক্ষুঃশূল—চক্ষুঃশূল। অঞ্চলের নিধি নই—আমি মায়ের চক্ষুঃ-শূল। ও গর্ভধারিণী মা সেজে, আদর ক'রে আমায় সংসারে ডেকে নিয়ে এসে, ভূমিষ্ঠ হ'বা মাত্রই চোখে ধূলো দিয়ে স'রে পড়্‌ল—পাছে শিশুকাল হ'তে মা বল্‌তে পেয়ে—মা ভাষায় আমার জিভ্‌টা অভ্যস্ত—খেলে থাকে। তারপর জগতের একমাত্র বন্ধন ছিল পিতা; তাঁ'কে আবার কি করেছে, জানেন? জীবন্তে কেড়ে নিয়েছে। কি দেখিয়েছে তাঁকে জানি না—তৃষ্ণার্ত্তের সাম্‌নে মরীচিকার মত,—তিনিও ছুটেছেন—উন্মত্ত উধাও—ওরই রক্ত-মন্দিরের পত্‌-পত্‌ ধ্বজা লক্ষ্য ক'রে। আমি নিরাশ্রয়, নির্ব্বাক্‌ চক্ষুঃশূল। ভাগ্যে করীন্দ্রাসুরকে পেয়েছিলুম গুরু, তাই আমার এ বারবেলাময় সারা জীবনের মধ্যেও এক মাহেন্দ্র যোগ। আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না।

ইন্দ্র। [সানন্দে] করীন্দ্র তোমার গুরু? তুমি করিন্দ্রের শিষ্য? বা গুরু—বা শিষ্য! দেবাদিদেব! আমার মিনতি—মায়ের পূজা এইখানেই রাখুন। পূজা ত দৈত্যকুল-দলনের জন্য? কিন্তু যে কুলে করীন্দ্রের মত আশ্রিতবৎসল গুরু, এই শিশুর মত মাতৃমন্ত্র-দীক্ষিত সুবোধ শিষ্য—যাক্‌ আমাদের জন্ম ভেসে চোখের জলে—সে কুল থাক প্রলয়ের পরমায়ু নিয়ে, এই রকম মাথায় চ'ড়েই। যাও, বালক! বলি দেবো কি তোমায়—তোমাকে বলি কর্‌বার ঘাতক নাই।

খড়্গহস্তে করীন্দ্রাসুর উপস্থিত হইল।

করীন্দ্র। [দৃঢ়কণ্ঠে] আছে।

[ইন্দ্র আরও বিস্মিত, আরও বিমুগ্ধ আরও উৎফুল্ল হইলেন]

ইন্দ্র। করীন্দ্র! তুমি ঘাতক? কি সুন্দর তুমি জীবঘাতী ঘাতক! কি

কোমল, পুষ্পময় তোমার হস্তের ঐ সুভীষণ খড়্গা! কি ভক্তির, কি ভাবময়, কি অনির্ব্বচনীয় তোমার এই বীভৎস হত্যা-সজ্জা—

করীন্দ্র। [বাধা দিয়া] আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন, দেবরাজ!

ইন্দ্র। আত্মবিস্মৃত হই নাই, করীন্দ্র! আপনাকে ফিরে পাচ্ছি।

করীন্দ্র। আপনি মায়ের পূজায় ব্রতী না?

ইন্দ্র। ব্রত ভঙ্গ করার যা দণ্ড, আমি মায়ের কাছে চেয়ে নেবো।

করীন্দ্র। সে ত গেল আপনার ভাগ; আমার অংশ? আশ্রয় দিয়ে প্রত্যাখ্যান—পূজায় উৎসাহিত ক'রে অনুষ্ঠান দানে অক্ষমতা—অশ্রুরেখা দিয়ে কর্ত্তব্যের গায়ে কলঙ্কারোপ—এ ত্রুটির দায়ী কে? [ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতি] পুরোহিতগণ! উৎসর্গ ক'রে দিন বলি—পূজার শেষ চাই।

ইন্দ্র। [ব্যাকুল ব্যস্ততায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতি] চাই না—চাই না—পূজ্যপাদগণ! মাতৃপূজায় ভ্রাতৃ-বলির শেষ। প্রয়োজন নাই আর সাবিত্রী-চরিত্র অভিনয়ে ব্রহ্মরক্তের যবনিকায়! করীন্দ্র! করীন্দ্র! আপনাকে দিয়ে সারবার চেষ্টায় ছিলে—তা যখন হলো না—পুনরায় শিষ্যকে পাঠিয়েছ? দেবজাতিটা কি এত স্বার্থপর? স্বকার্য্য উদ্ধারে এতই অন্ধ? যাও, করীন্দ্র! যাও ভাই—যারা গঙ্গাজলের ব্যবহার জানে, তারা বিল্বদলকেও মাথাতেই রাখ্‌বে।

করীন্দ্র। পায়ে ফেলা ত হচ্ছে না, দেবরাজ! বরং আরও মাথায় তুল্‌ছেন—তাদিগে মায়ের পায়ে ঢেলে, যেখানে পড়্‌বার জন্যই গঙ্গাজল, বিল্বদলের সৃষ্টি। কেন বিচলিত হচ্ছেন, দেবরাজ! দৈত্যজাতি অমর নয়, তারা মর্‌বেই—তাও কেমনভাবে মর্‌বে—কামনার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে কসাইখানার পশুর মত ঐ জগদ্ধাত্রী মায়ের জগতগ্রাসী একটা ভীষণ মূর্ত্তির কবলে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা অকাতরে ধ'রে দিয়ে। তার চেয়ে এ মৃত্যু কি তাদের সুখ-মৃত্যু নয়?

ইন্দ্র। ভয় নাই—ভয় নাই—করীন্দ্র! দৈত্যজাতি আর মর্‌বে না; আমি তপস্যা করব—আমাদের অমরত্ব বদল দিয়ে তাদিকে অমর কর্‌বার জন্য।

করীন্দ্র। আপনি বড়ই শিথিল হ'য়ে পড়েছেন, বজ্রধর! [ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের প্রতি] তারপর, আপনারা—দেবরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, মাতৃপূজায় ব্রতী, সৃষ্টিপরিচালক ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর! আপনারাও কি দেবরাজের এই করুণাবিগলিত প্রস্তাব সম্মত ব'লে নেবেন? দিন বলি উৎসর্গ ক'রে। নীরব—নিশ্চল? মনে কর্‌বেন না—আপনারা নিরস্ত থাকলেই এ পূজার এইখানেই শেষ,—আমি একাই ঘাতকত্ব, পৌরহিত্য দুই-ই করব। মন্ত্র জানি না, তাতে কি? "মা! "তোর বলি—নে," এ কথাটা ত জোর-গলায় বল্‌তে পার্‌ব! আপনারাও যা বল্‌বেন—এই একটা কথাই—সাজিয়ে, অলঙ্কার দিয়ে, ঝঙ্কার তুলে। আপনাদের কথা যদি তার কানে দু-দণ্ড পরে পৌঁছায়, আমার হৃদয়ের ডাক আগে যাবে। মা ভাষাময়ী নন্,—মা ভাবময়ী! তবু ধ্যানস্থ? থাকুন তবে ধ্যান নিয়ে। আয় অঙ্কুর! আয় প্রাণাধিক! আমরা আমাদের কাজ করি; শিষ্য তুই—গুরু আমি—তুলে দিই তোকে আমার উচ্চে, আমার লক্ষ্যের অতীত কোন সুরম্য নন্দনে। [অঙ্কুরকে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া] মা! মা!

ইন্দ্র। [ব্যাকুল ব্যস্ততায়] করীন্দ্র! করীন্দ্র! [বাধা দিবার উপক্রম করিলেন]

অঙ্কুর। বাধা দেবেন না, দেবরাজ! মায়ের ডাক।

ইন্দ্র। মা! মা! [অনন্যোপায় হইয়া বেদীতলে পড়িলেন]

করীন্দ্র। ও ধরা-গলায় নয়, দেবরাজ! মুক্তকণ্ঠে বলুন, জয় মা—জয় মা—[খড়্গ তুলিলেন]

মার্কণ্ডেয় উপস্থিত হইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন।

মার্কণ্ডেয়। জয় মা—জয় মা! [অঙ্কুরকে যূপকাষ্ঠমুক্ত করিয়া] মা আস্ছেন—মা আস্ছেন,—সকলে মিলে বল—জয় মা—জয় মা!

সকলে। জয় মা—জয় মা!

করীন্দ্র [সবিস্ময়ে] মা আস্ছেন! ঋষিবর! মা আস্ছেন?

মার্কণ্ডেয়। হাঁ, মা আস্ছেন। শুন্তে পাচ্ছো না—তাঁর চরণ-নূপুরের রুনু-রুনু ঝঙ্কার? ঘ্রাণ পাচ্ছ না—তাঁর পদ্মপরিমলভরা পবিত্র গাত্র-গন্ধের? বুঝ্তে পার্ছ না—কোলাহলপূর্ণ বিশ্ব-জগৎ কি বিরাট শান্তির প্রবাহময়? মা আস্ছেন।

করীন্দ্র। মা আস্ছেন! মায়ের পূজা হলো কই, প্রভু?

মার্কণ্ডেয়। আবার পূজার বাকীই বা কি, করীন্দ্র! যেখানে তেত্রিশ কোটী দেবতা পদ্মাসনে বদ্ধকৃতাঞ্জলি, সৃষ্টির যাবতীয় উপাসনা অশ্রুসিক্ত, একমুখী, যেখানে মঙ্গলময়ীর ধ্যানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সমাধিস্থ, সেখানে সকল পূজার শেষ।

করীন্দ্র। বলি?

মার্কণ্ডেয়. যেখানে তোমার মত কামনাঘাতী ঘাতক, তোমার শিষ্যের মত আত্মোৎসর্গ করা বলি, সেখানে আর লোক দেখান' রক্তধারা ঢেলে খর্পর সাজাতে হয় না, করীন্দ্র! খর্পর ভ'রে গেছে—তোমাদের হৃদয় রসে। মায়ের পূজার—মন্ত্র, উপচার, বলি, তন্ত্র পূরাণ যে যাই বলুক, আমি দেখ্ছি—এ পূজার মন্ত্র—জয় মা; পঞ্চ উপচার—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; বলি—আত্মবলি। বল—জয় মা! জয় মা! ঘাতক, বলি, পূজক, পুরোহিত, দর্শক, কর্ম্মী—মা আস্ছেন—ঐ পূর্ব্বাশার হেমদ্বার উদ্ঘাটিত হ'ল—সবাই সমস্বরে বল—জয় মা! জয় মা!

সকলে। জয় মা—জয় মা!

মার্কণ্ডেয়। ঐ শালগ্রাম শিলায় তুলসী পাতের মত, ব্রহ্মাণ্ডের উপর মা'র মধুর পদার্পণ। বল—জয় মা—জয় মা!

সকলে। জয় মা—জয় মা!

মার্কণ্ডেয়। ঐ অচিন্ত্যরূপিণী, সচ্চিদানন্দময়ী, সকল জ্ঞানের অনমুভূতা মা—সাকারা—সগুণা—সকলের সমক্ষে। বল—জয় মা—জয় মা!

সকলে। জয় মা—জয় মা!

[আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ হইল, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, মাত্র করীন্দ্র ও অঙ্কুর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহারা কর্ণে ধ্বনি শুনিতেছেন, কিন্তু চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখের পানে এবং অনুসন্ধিৎসু-নেত্রে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন।]

দেবদেবীগণ।—[করুণকণ্ঠে] গীত।

দেবগণ।— ওগো, এলি কি জননী যাতনা দেখে।
দেবীগণ।— কত ফেলি জল—কত হানি কর
এমন ক'রে কি কপালে লেখে।
দেবগণ।— অভয়ার সুত হ'য়ে আছি চোর,
বাসভূমি আজ কান্তার ঘোর;
দেবীগণ।— শ্মশানবাসিনী পাষাণী গো তোর
দয়াময়ী নাম কে গেল রেখে।
দেবগণ।— দাও এলে যদি দাও পদধূলি,
দাও মা ফিরায়ে গত দিনগুলি,
দেবীগণ।— নাও দীন শ্বাস—নাও হা-হা রব
নাও আঁখিবারি ও বুকে মেখে।

[ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন]

আদ্যাশক্তি। [সকলকে একে একে তুলিতে তুলিতে] পুত্রগণ! প্রিয়তমা কন্যাগণ! ওঠো, আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের নই তোমাদের; আমি মা—সকল দুঃখে, সকল বিপদে, সকল প্রকার আব্দারের। ওঠো—কেঁদো না কেউ আর—অবসান সকল হৃদয় বেদনার। বড়ই আঘাত পেয়েছ—না? ডাক নি কেন আমায় এতদিন? আমার জন্য আবার পূজার অনুষ্ঠান কেন? যখনই আমায় মা ব'লে ডাক্‌বে—তখনই ত আমি তোমাদের। তোমাদের ডাক শোন্‌বার জন্য অনন্ত কোলাহলেও আমি উৎকর্ণ; তোমাদের মুখমণ্ডল প্রীতি-প্রফুল্ল দেখ্‌ব ব'লে আমি প্রতিমুহূর্ত্ত সজাগ; অনন্ত প্রকারে তোমাদেরই মুখচুম্বন কর্‌বার প্রত্যাশায় অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে অনন্তরূপিণী আমি। বড়ই অজ্ঞানান্ধ জ্ঞানগর্ব্বে এই দৈত্যগণ; আমি যুগে যুগে এত যত্ন ক'রে আস্‌ছি—তাদের কোলে তুলে নিতে, কিন্তু তারা আদর চায় না—চায় দমন; উপায় নাই। দাও, দেবগণ! একে একে তোমাদের সকল অস্ত্র।

[দেবতাগণ নতজানু হইয়া নিজ নিজ অস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন]

মহাদেব। জয় জগদীশ্বরী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা! ধর দেবী, এইবার বরদ-করে রুদ্র ত্রিশূল। [ত্রিশূল দিলেন]

বিষ্ণু। জয় মা শরণাগত-পালিনী জগদ্ধাত্রী অভয়া! ধর মাতা বিশ্বত্রাসী বিষ্ণু-চক্র। [চক্রদান]

ইন্দ্র। জয় মা চণ্ডিকে চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী বীরা, জয় মা নিত্যা নির্ব্বিকারা স্থিরা, জয় মা ত্রিগুণাতীতা ব্রহ্মময়ী তারা! ধর মা বাসবের বজ্র করে—রাখ মা পতিত-পাবনী পুরন্দরে পায়ে। [বজ্র দিয়া পদতলে পড়িলেন]

অদ্যাশক্তি। [সস্নেহে ইন্দ্রকে তুলিয়া] বুকের মাণিক তুমি আমার, ইন্দ্র—তুমি থাকবে কল্প কল্প এই বুকেই।

মার্কণ্ডেয়। মা! আর হাত খালি আছে? আমার কিছু দেবার সাধ ছিল-যে।

আদ্যাশক্তি। মার্কণ্ডেয়! আমার যে এখন অস্ত্র চাই, তোমার ত তা নাই; দেবে কিছু? তবে তুমি আমায় একটি প্রণাম দাও;—তোমার এই প্রণামের বলে আমি যুগে যুগে জগত-প্রণম্যা হ'য়ে থাকব।

মার্কণ্ডেয়। [সানন্দে] বা—মার্কণ্ডেয়—বা! তোমার প্রণাম আজ আশীর্ব্বাদের মত উচ্চ—মূল্যবান্। [নতজানু হইয়া] প্রণাম! প্রণাম—জগজ্জননী! ঋষি মার্কণ্ডেয়ের প্রাণ ঢালা—প্রণাম। [ভূমিষ্ট প্রণাম]

আদ্যাশক্তি। এই এক প্রণামে আমি জগত-প্রণম্যা—আর তুমি চিরজীবী। বিদায়! [অন্তর্দ্ধানোদ্যতা]

দৈত্যগণ সহ অরুণাক্ষ গর্জ্জন করিতে করিতে

পূজাস্থলে আসিয়া পড়িল।

অরুণাক্ষ। [ইতস্ততঃ খুঁজিতে খুঁজিতে] দৈত্যগণ! পিশাচী—পিশাচী! যদিও চক্ষে দেখা যাচ্ছে না কিছুই, তবু শূন্যে, পবনে, দৃশ্যে, অদৃশ্যে, সর্ব্বস্থানে—সর্ব্বব্যাপিনী তার ছায়া! লাফ্ দিয়ে পড়, লাফ্ দিয়ে পড় নদীগর্ভে পর্ব্বতচূড়া পড়ার মত, উচ্ছল হ'য়ে ওর তরল সর্ব্বাঙ্গ শূন্য-পথে ছড়িয়ে যাক্। অসীমে এলানো চুলের রাশ সাপ্‌টে ধর—সাপ্‌টে ধর—পাপ মুণ্ড পিছু পানে ঘুরে পড়ুক; অনন্ত বিস্তার জিহ্বা উপ্‌ড়ে নাও—উপ্‌ড়ে নাও—ওর সাত সমুদ্র শোণিত পিপাসার একদিনে শান্তি হ'ক্।

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর দুর্গমাসুরের জয়! [লম্ফদানোদ্যত]

আদ্যাশক্তি। [বাম হস্তে শূল উত্তোলন করিয়া] সাবধান!

দেবগণ। [সভয়ে] মা! মা!

আদ্যাশক্তি। [দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া] মাভৈঃ! [নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান-বাটিকা।

[অঞ্জলি ও দুর্গমাসুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন। দুর্গম অঞ্জলিকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু অঞ্জলি দৃঢ়, স্থির।]

অঞ্জলি। আর না, আর না, সম্রাট্! আর হাত চাপা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ সাম্য কর্‌তে প্রয়াস পাবেন না; বিশ্বাসের দুর্গদ্বারে প্রমাণ যুক্তির প্রবেশ নিষেধ। আমায় বিদায় দিন্!

দুর্গম। [সবিনয়ে] আসুন! বল্‌বার আর কিছুই নাই;—তবে একটা বড় দুঃখ—বুঝ্‌তে পার্‌লুম না আমরা রাজকুমারীর এ বৈরাগ্যের কারণ।

অঞ্জলি। এ ত বৈরাগ্য নয়, সম্রাট্! এই আমাদের আসল কাজ: সংসারের রশ্মি পুরুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার,—এই এ জাতির প্রকৃত তথ্য। এরা সংসারে কিছু বোঝে না ব'লে সংসারের বাইরে নয়—সংসার এদেরই পাতা। এ জাতি যে জগতে ক্ষমার্হ—কে বলে এটা এদের অক্ষমতার জন্য? এ দিকে দণ্ড দেবার কেউ নাই—এদের নীচে সব মাথা নোয়ান'। এই বিশ্বব্যাপিনী বিরাট্ শক্তির অনন্ত রক্ত-প্রবাহের একটা বিন্দু আমি,—কি দিলে রোধ হবে, সম্রাট্—এর অপ্রতিহত গতি, এ বীজের অব্যর্থ অঙ্কুর? যান্—বর্ত্তমানে আপনিই যোগ্য পুরুষ, দৈত্য-সাম্রাজ্য আপনার, আমি আপনার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্‌লুম,—বিদায়!

দুর্গম। কোথায় যাবেন এখন ?

অঞ্জলি। যেখান হ'তে এসেছি— যেখানকার স্ফুলিঙ্গ আমি।

দুর্গম। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন, রাজনন্দিনী! আমি আপনার সাম্রাজ্য চাই না; দেখ্‌ব—কোথাকার স্ফুলিঙ্গ আপনি, কি তুচ্ছ হীন শুষ্ক তৃণ আমি, কতদূর ব্যবধান আপনাতে আমাতে।

অঞ্জলি। কোথাও যেতে হবে না, সম্রাট্—তার জন্য আপনাকে; এই খান হ'তেই তা সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাবেন—যদি প্রকৃত তাই দেখ্‌তে চান্। এটা প্রকৃতির নীতি রাজ্য—অনতিক্রম্য গণ্ডীতে এর আটঘাট বাঁধা, অকাট্য উপমা নিয়ে এর অণু পরমাণুটী পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্রতী; অমৃতময় নব জীবন দায়ী এর সুন্দর ভীষণ প্রত্যেক ঘঠনাটীর ঘাত প্রতিঘাত। থাকুন সম্রাট্— এই খানেই; দেখে যান্—এখান্‌কার দিবারাত্রির পালা, দেখে যান্— এর সুখ দুঃখের পর্য্যায়ক্রম, দেখে যান্—কি দীর্ঘ অফুরন্ত সোনালি স্বপ্নের উপর হীরকের জাগরণ দিয়ে এর সর্ব্বাঙ্গ সাজানো। তবে—যা দেখ্‌বেন সম্রাট্! শুদ্ধ দর্শকের চক্ষে, প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নয়; দেখ্‌তে পাবেন—সে কি অচিন্ত্য অনাদি মহাশক্তি; বুঝ্‌তে পার্‌বেন —কোথাকার কণা আমি। আসি, সম্রাট্—স্মরণ রাখ্‌বেন— মা ব'লে!

[প্রস্থান।

দুর্গম। [বিস্ময়ে] ধরা দিলে না—ধরা দিলে না! একটা ভূ-খণ্ড ধরিয়ে নিজে পড়্‌লো পিছ্‌লে—ধরা দিলে না! আশ্চর্য্য! ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ, আসক্তির প্রলোভন, প্রাণঢালা সম্বোধন—কেউ বাঁধ্‌তে পার্‌লে না একটা রমণীর মন! বিশাল সাম্রাজ্যটা প্রসাদের মত হাতে দিয়ে সদম্ভে চ'লে গেল! আর আমি পুরুষ—[অভিমান ও ক্রোধে] কি করি? কে—এ রমণী মুর্ত্তিতে!

বায়ুবেগে অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অরুণ। মায়াবিনী—মায়াবিনী—সম্রাট্! সেই মায়াবিনী!

দুর্গম। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ!

অরুণ। যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে, সম্রাট্—আপনার অজান্তেই।

দুর্গম। কোথায়? কোথায়?

অরুণ। দেবতাদের পূজাস্থলে। অবসর পেলুম না আর—সম্রাটের অনুমতি নেবার। বুঝ্লুম—মায়াবিনীর ভেল্কি—সঙ্গে কতকগুলো সৈন্য ছিল, তাদের ক'টাকে সেলিয়ে দিয়েই ছুটে আস্ছি।

দুর্গম। ঠিক হয়েছে! এসেছে মায়াবিনী? এই মায়াবিনীই সকল অনর্থের মূল, এরই প্রশ্রয়ে জগতটা এমনধারা বেগ্ড়ানো; এই তেজেরই কণিকা হ'য়ে বিলাসের বস্তু প্রকৃতি—পুরুষত্ব গ্রাস ক'রে—আরাধ্য—উপরে থাকৃতে চায়। পেয়েছি পথ,—এর পা দু'খানা কেটে দিয়ে ধেই ধেই অবিরাম নাচা রোগটার উপশম ক'রে দিতে পার্লেই সব জল। করাল কোথায়, অরুণ— করাল কোথায়?

অরুণ। তিনিও ছুটেছেন, সম্রাট্—আমার মুখে এই সংবাদ পেয়েই; তিনি আর আপনার কাছে আস্তে পার্লেন না, আমার দ্বারা সম্রাটকে প্রণাম জানিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছেন সেইদিকেই।

করাল উপস্থিত হইলেন।

করাল। ফিরে আস্তে হ'ল, সম্রাট্! ফল হ'লো না এ যাত্রাটায়। দেখ্তে পেলুম না কিছুই, শুন্তে পেলুম মাত্র দেবতাদের করুণ কণ্ঠে—মা মা শব্দ, আর শূন্যমণ্ডল ভেদ ক'রে কোথাকার একটা অশরীরি আকাশ-বাণী—মাভৈঃ মাভৈঃ।

গীতকণ্ঠে সাধক উপস্থিত হইলেন।

সাধক।—

গীত।

ওই সেই মায়া বীর! ছায়া দেহ আর কার?
শূন্যে ও শবাসনে ছাড়ে ঘোর হুঙ্কার।
সংসার ওরই পাতা নাচিতে পরম শিবে,
উজ্জ্বল দীপশিখা ঐ আঁধারে যায় নিবে,
রুদ্ধ কুহকে ওরই মুক্তির মহাদ্বার।
বশীভূত কর ওরে বিকাশ আপন জ্যোতিঃ,
প্রকৃতির দাস নও তুমি প্রকৃতির পতি,
বিপরীত রতি রত, হ'য়ো না সে অবনত;
উপরের তুমি অনাসক্ত অ, উ, ম, কার।

[প্রস্থান।

দুর্গম। আবার যাও—আবার যাও—করাল! শূন্যমণ্ডল শর বর্ষণে ছেয়ে ফেল, অশরীরিকে শরীর ধরাও, মাভৈঃ শব্দটায় গগন-বিদারি পরিত্রাহি চীৎকারে পরিণত কর।

করাল। আদেশ শিরোধার্য্য। অনন্ত শূন্য মন্থন ক'রে—যেথায় থাক্—তুল্‌ব আমি সে বিষের কলস, পান ক'র্‌ব তার তরল মূর্ত্তি এক চুমুকে, পরিত্রাণ দেব ব্রহ্মময় বিশ্বকে—নাগপাশে জড়ানো ভীষণ এ জড়তা হ'তে। চল অরুণ—আগে আগে।

অরুণ। চলুন; কোথা যায় আজ সে রাক্ষসী দেখি। আমার তর্জ্জনী নির্দ্দেশ—আপনার লক্ষ, আমি বিবেক—আপনি কর্ম্ম।

[করাল সহ বীরদর্পে প্রস্থান।

দুর্গম। দূত! দূত!

অঙ্কুর উপস্থিত হইল।

দৈত্য বল্‌তে যেখানে যে আছে—জানিয়ে দাও—যুদ্ধ। নয় জন সৈন্যাধ্যক্ষ আমার—ন-টা দিক্ আট্‌কাবে; ঊর্দ্ধে থাক্‌বে সেনাপতি করাল স্বয়ং। ব'লে দেবে—যার ব্যূহ শিথিল হবে, সে দণ্ডনীয়!

অঙ্কুর। [অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।]

দুর্গম। [ঘৃণাভরে] প্রকৃতি! প্রকৃতি! প্রকৃতি! দেখি—সে কুহকিনীর কত শক্তি।

অঞ্জলি পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

অঞ্জলি। সম্রাট!

দুর্গম। রাজনন্দিনি! আবার কি মনে ক'রে?

অঞ্জলি। এ আবার হাত দিচ্ছেন কোথায়?

দুর্গম। যার স্ফুলিঙ্গ হ'য়ে গৌরবে ফেটে মর্‌ছে অস্পর্শীয়ারা—সেই মহাপ্রকৃতির মাথায়।

অঞ্জলি। হাত খ'সে যাবে—হাত খ'সে যাবে, ভ্রান্ত! হাত সরিয়ে নাও!

দুর্গম। ধরা দাও।

অঞ্জলি। মা বল!

দুর্গম। মা বলা সহজ রাজকুমারী—কিন্তু মা হওয়া মুখের কথা নয়। আনন্দময়, শান্তির ব'শে পতঙ্গ বহ্নির বুকে চিরদিনই প'ড়ে আস্‌ছে, কিন্তু আগুনে এক পোড়ান' ছাড়া ক্রিয়াই নাই।

[প্রস্থান।

অঞ্জলি। চার পোয়া পূর্ণ তোমার।

[ভিন্নদিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাস-ভবন।

মদিরা-মত্ত স্বস্তিক. জ্বালামুখ, মুকুর প্রভৃতি দৈত্যগণ বিকৃতকণ্ঠে গাহিতেছিল।

গীত

সকলে। আমরাই আজ সৃষ্টি চালাই।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—নাই হেথা আর সে সব বালাই।
নূতন রাজ্য, নূতন শাসক, নূতন সংস্কার,
পুরোণ ঢং চল্‌বে না আর পচা সেকালকার;
ভক্তিটা ত গাধা খাটা—ভূতের বেগার—
যত নামাবলী, টিকী, নেড়া, ডাক্ ছেড়েছে পালাই পালাই।
পাপ পুণ্য মৎ ডরো ভাই নরক মৎ কহ,
সুরা, নারী, যার যা খুসী আনন্দে রহ,
সদা আনন্দে রহ—সদা আনন্দে রহ—
আমরা আসল "আমায়" গলাই ক'রে
কর্‌ছি নূতন স্বর্গ ঢালাই।

স্বস্তিক। কি হে ভায়ারা, কাজ কর্ম্ম কেমন চল্‌ছে বল দেখি? হ'লে ত সব অগ্নি, জল, বায়ু শমন—মহা মহা দিগ্‌গজ।

জ্বালামুখ। আরে দাদা! কাজ ত এক রকম চ'লে যাচ্ছে—তবে গৃহিণীর গঞ্জনায় যে জীবন যায়।

সকলে। [সোৎসুকে] কি রকম! কি রকম!

জ্বালামুখ। আমি অগ্নি হয়েছি শুনে ক-দিন হ'তে আমাদের তিনি আবদার ধরেছেন—আমি যজ্ঞের সোমরস খাব, আমায় এনে দাও;—নাও ঠেলা। যাগ যজ্ঞ কি আর দেশে আছে, দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে সব

গেছে ; আমারই নিজের নিমন্ত্রণ নাই—ত বাড়ীর ছাঁদা। আমি ত যজ্ঞের আগুন নই—আমি হয়েছি ঘর পোড়ান' আগুন। কথাটা গৃহিণীকে খুলে বল্‌তে গেলেই তিনি রেগে আগুন, বলেন—এ আগুনের মুখে আগুন কতদিনে দেবো।

আবর্ত্তন। আরে ভায়া—তা ত বল্‌বেই ; তোমারই যে বোকামি হচ্ছে। সোমরস খেতে চাচ্ছে—একটু দশমূল পাঁচন নিয়ে গিয়ে দিতে পার না! বল্‌তে হয়—এই সোমরস ; কখনও ত সোমরস কেমন দেখে নাই ; ক'রো দেখি—আর জীবনে চাইবে না। যাক্—আমার ত ভাই মাগ ছেলে ও সব ঝঞ্ঝাট নাই, আমি কাজের দিক দিয়েই একটু গোলযোগে পড়েছি। দেবতাদের আমলে যিনি শমনের পদে ছিলেন—তিনি ত খাতা খতেন হিসেব দপ্তর সব শুদ্ধ নিয়ে সরেছেন, এখন আমি কার পর কাকে ধরি, কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই ; আঁধারে হাত্‌ড়াতে হ'চ্ছে আমায়। কি আর করছি—রোগা রোগা পিলেওয়ালা যাকে সাম্‌নে পাচ্ছি—দূত পাঠাচ্ছি—আর ঘাড় মট্‌কাচ্ছি।

মুকুর। ও বাবা, তা' হ'লে ত দেখছি দাদা, তুমি দেশের কব্‌রেজ কটার অন্ন মার্‌ছ ; এ রকম একধার হ'তে পিলের বংশ নির্ব্বংশ কর্‌লে, তাদের ত হাড় জুড়োবে—এ বেচারারা দাঁড়ায় কোথা, নাড়াচাড়া করে কি নিয়ে ? তার চেয়ে তুমি দাদা এই বদ্দিগুষ্টিরই ঘাড়ে চড় ; সোনার চাঁদ-দের বংশ বাড়্‌ছে দিন দিন ছারপোকার বিয়ানের মত, আর কেবল পয়সা —কেবল পয়সা। মরে মরুক দেশটা শেয়াল কুকুরের মত উবুড় হ'য়ে প'ড়ে—আর এ চিকিৎসার চরম উন্নতি চাই না।

স্বস্তিক। হা-হা হা, আচ্ছা বলেছ, ভাই! দাও বদ্দির পালে মড়ক লাগিয়ে, দেখি তাদের চরকে কতদূর কি করে। যাক্, এখন তোমার নিজের কথাটা কি ?

মুকুর। আমার অবস্থা ঐ অগ্নি-ভায়ার মতই ; ও যেমন ঘর পোড়ান' আগুন, আমিও তেমনি জলাধিপ— পানি পাঁড়েদেরই একটু ওপরওয়ালা আর কি।

স্বস্তিক। ঠিক্—ঠিক্, ঢেঁকির স্বর্গ মর্ত্ত সব সমান। তোমরা ত তবু একরকম আছ ভাল, বায়ু ভায়ার ত মোটেই ফুর্স্থৎ নেই—একটু স্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত কর্‌বার ; হরদম বইতে হচ্ছে। আর সূর্য্য চন্দ্র আমরা ত যেন কার সদর ফটকের পাহারা ; একজন বদলাই হ'চ্ছে ত আর একজন খাড়া। না, সুখ নেই কোথাও [সুরাপাত্র দেখাইয়া] এটুকু শেষ ক'রে নাও হে—সূর্য্য দাদার আস্‌বার সময় হয়েছে, আমায় আবার উঠ্‌তে হবে। [সকলের চক্রাকারে উপবেশন ও সুরাপান]

নর্ত্তকীগণ উপস্থিত হইল।

সকলে। আরে এস—এস—এস—ইহাগচ্ছ—ইহতিষ্ঠ—

স্বস্তিক। লাগাও—লাগাও, একটু চটকের ওপর—চালিয়ে ; বেশী সময় নাই আমার ; বড় দেরী ক'রে ফেলেছ তোমরা।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

দিনে ডাকাতি কর চোখের উপর।
কি ক'রে হ'লে যাদু—এ যাদুকর।
রতনের অনুমান কেমনে আনিলে,
কোথা লুকানো থাকে কিসে বা জানিলে,
যাদু—কি দিয়ে খুলিলে এ আঁটা ঘর।
নিয়েছ নিধি যা, বলি না ফিরে দাও,
খুনীর মরমে সিঁদ—দেখিব কোথা যাও,
আমি লাগাবু বাঁকা এ নয়নে চর।

স্বস্তিক। আরে রেখে দিলে যে এইখানেই? গান জম্‌লো কই?

সকলে। মোটেই না—মোটেই না।

বসন্ত ও কোকিল বেশধারী কোদণ্ড ও কুলিশ সহ
মদন বেশে দামোদর উপস্থিত হইল।

দামোদর। গান জম্‌বে কি দাদা—আসর বন্দনাই যে হয় নাই তোমাদের।

স্বস্তিক। আরে কেও দামোদর দাদা?

সকলে। আরে এস—এস—এস—

দামোদর। আর দামোদর নই, দাদা! হাতে কুসুম বাজ—মাথায় পুষ্প তাজ—গায়ে ফুলের সাজ—মদন রাজ, মদন রাজ,—বিধাতার সৃষ্টি কারবারের সরকার মশাই; গান জমাবার গুরু। আর এ দুটী আমার চেলা বসন্ত কোকিল, গানের মাত্রায় মাত্রায় রস যোগায়। দাদা, ক্ষিদে না থাকলে ক্ষীর সন্দেশ তিত লাগে। বসন্ত নাই—কোকিল নাই—মদন দেব নাই, একেবারে পেতে দিয়েছ—প্রেমের বাসর; একি তোমার ঠাকুর ঘরে কাঁসর বাজানো হে—তাল নাই, মাত্রা নাই, ঠং ঠং দিলেই হ'লো? [নর্ত্তকীগণের প্রতি] একটু ফাঁকে যাও ত বিধুমুখীরা! গায়ের ঘাম মার গে; লোক পটাতে পার্‌ছ না, তোমাদের কাজ সহজ ক'রে দিই।

[নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

আর তোমরাও ভাই, একটু মনোযোগ কর। এ রস—হাঁ ক'রে না গেলে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌বে। লাগাও ত ভাই বসন্ত কোকিল! নালী ঘায়ের মত রস যোগান গান; বান ডাকুক শুক্‌নো গাঙে।

গীত।

কোদণ্ড।— গজেন্দ্র গমনে চন্দ্র বদন এলো বসন্ত কাল।

কুলিশ।— কুহু—কুহু—কুহু, আমি কাল মাণিক
করি এ ডাল ও ডাল।

কোদণ্ড।— মাথায় আমার ফুলের ঝুড়ি, মলয় চাদরে
আর গামছা বাঁধা কচি আম বিলুই আদরে—ও-হো-হো,—

কুলিশ।— আমি চোক বুজে ডাকি
কার সাধ্য ঠিক থাকি—কুহু-কু—

উভয়ে।— দেয় আমাদের ফাঁকি,
যার ফাঁকা বাড়া যার পোড়া কপাল।

কোদণ্ড।— ওঠ রে ভাই ছুটো হ'য়ে সাটালো জোয়ান,
গোঁফে দিয়ে চাড়া আর গালে নিয়ে পান—ও-হো-হো-হো,—

কুলিশ।— শোন কাল বঁধুর গান,
শোনাও মর্ছে-ধরা প্রাণ—কুহু-কু—

উভয়ে।— চোক আঁরাম বাগান
যেথা লালি সে ঠোঁট—যেথা নিটোল সে গাল।

দামোদর। [স্বস্তিক প্রভৃতি দৈত্যগণের প্রতি] হচ্ছে—গোলাপি-গোলাপি? জ'মে আস্ছে গানের নেশা? থাম—দাদা, এখনও আমি বাকী! [ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া] লাগ্ লাগ্ ভেল্কি লাগ্—হাড়ার ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে—[বাণত্যাগ] কেমন? এইবার সব গা শির শির কর্ছে কি না?

সকলে। [অট্টহাস্য]

স্বস্তিক। মদন দাদা! একা এলে—কর্বে কি? রতি কই?

দামোদর। [মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে] তবেই ত ভাই বল্লে ভাল, রতি আবার পাই কোথা! [ক্ষণেক ভাবিয়া] তোমার রোহিণীটীকেই দিনকতক দাও না, চন্দ্রদাদা.—ধার চাচ্ছি।

স্বস্তিক। ধার নিলে শুধ্তে হয় জান ত? তুমি শুধ্ছ কিসে?

দামোদর। [অপ্রস্তুত ভাবে] ও—আমার শোধ্বার নাই—বটে। [একটু ভাবিয়া] তা দাদা—আসলে হাত দিতে না পারি,—যতই

হান ভাব আমায়—সুদটা আমি ব-সর গতে খাড়া ক'রে দিয়ে যাব—তা' হ'লে হবে ত ?

অঙ্কুর ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল।

অঙ্কুর। যুদ্ধ ! যুদ্ধ ! দৈত্যগণ ! যুদ্ধ।

সকলে। [লাফাইয়া উঠিল] যুদ্ধ ?

অঙ্কুর। হাঁ। সম্রাটের আদেশ—এ সংবাদ কানে ওঠ্‌বা-মাত্রেই বানের মত ছুট্‌তে হবে ! ভীষণ যুদ্ধ—ভীষণ যুদ্ধ !

স্বস্তিক। কার সঙ্গে ? কি জন্য ? কোথায় ?

অঙ্কুর। কোথায় ? শূন্যে। কার সঙ্গে ? কল্পনার সঙ্গে। কি জন্য ? জগতের সত্য মিথ্যা বেছে নেবার জন্য।

[বেগে প্রস্থান।

স্বস্তিক। ব্রহ্ম সত্য—ব্রহ্ম সত্য।

সকলে। জয় সত্যের জয়।

[দৈত্যগণ বীরদর্পে চলিয়া গেল।

দামোদর। [কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দুই হাত তুলিয়া লাফাইয়া] জয় মিথ্যার জয় ! জয় মিথ্যার জয় ! বাবা—তোমাদেরই কথা—জগৎ মিথ্যা, দেহ মিথ্যা ;—তোমাদের আগা গোড়া মিথ্যায় ভরা, মিথ্যা নিয়েই রাত্রি দিন ওঠা বসা—আর মুখে জয় দিচ্ছ সত্যের ? জয় মিথ্যার জয়—জয় মিথ্যার জয়। কেমন ভাই বসন্ত কোকিল ! যে—যেদিকে যায় যাক্—আমরা ভাই মিথ্যার দলে।

উভয়ে। নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! জয় মিথ্যার জয় !

দামোদর। চল চল—এদের সঙ্গে আর কাজ নাই, দেশে কতগুলো মিথ্যাবাদী আছে—দেখা যাক্ গে। জয় মিথ্যার জয়—জয় মিথ্যার জয় !

কোদণ্ড-কুলিশ। [উদ্দাম নৃত্যসহ]

গীত।

জয় জয় জয় মিথ্যা দেবীর জয়।
শুন্‌ব না ত কারও কথা—জগৎ যদি মিথ্যা হয়—
মিথ্যা দেবীর জয়।
মিথ্যা সৃষ্টি, মিথ্যা জীব—মিথ্যা তবে শাস্ত্র বাণী,
সবই যদি মিথ্যা রে ভাই—মিথ্যা বই আর কারে মানি ?
মিথ্যা মায়া—মিথ্যা মহঃ
মিথ্যাতেই হয় উদয় লয়—
মিথ্যাদেবীর জয়।
সত্য কোথা পাইনা সাড়া শুনি কেবল পুঁথিতে,
মিথ্যা দেখি জগন্ময়ী নিত্যা, প্রতি আঁখিতে
যদি, মিথ্যা জন্ম মিথ্যা মরা,
তবে, সত্য কিসের কর্ম্ম করা,
মিথ্যাই আসল—আগাগোড়া
মিথ্যাই ভবে মোক্ষময়—
মিথ্যা দেবীর জয়।

নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ষট্‌পুরের বাটী।

ষট্‌পুর ও জবা দাঁড়াইয়াছিল।

জবা। বল, বল, দাদা! আমায় বিধবা করলে কে?

ষট্‌পুর। আমি—আমি; আমিই তোর কপাল পুড়িয়েছি, দিদি!

জবা। তুমি? তুমিই আমার বিবাহ দিয়েছিলে না? দাদা—অমৃত-ভাণ্ড হাতে দিয়েছিলে কি তবে মাথায় বিষের কলস চাপিয়ে?

ষট্‌পুর। [আপন মনে] এরা আমায় আত্মহত্যা করালে—এরা আমায় আত্মহত্যা করালে! আমি আর সারাজীবনটা ব'সে ব'সে কৃত-কর্ম্মের কৈফিয়ৎ কত দিই! কত ছাপানো অশ্রু প্রাণের ভেতর নালা কেটে চালিয়ে নিই!

জবা। চুপ ক'রে যে, দাদা? আমি শুনেছি—দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হয় যে যুদ্ধে—সেই যুদ্ধে আমার স্বামী গেছে। বোধ হয়. দেবরাজ ইন্দ্রই আমার স্বামীহন্তা?

ষট্‌পুর। না—দিদি—না; তাঁর হাত দিয়ে হ'লেও তিনি নির্দ্দোষ। আমি তোর স্বামীকে যুদ্ধ শিখিয়েছি—বজ্রের মুখে ছেড়ে দিয়েছি—তার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমি। ঝড়ে নৌকা-ডুবি হ'লেও ঝড় নিষ্ক্রিয়, কর্ম্ম তার—যে ঝড়ের মুখে নৌকা ছাড়ে।

জবা। কিন্তু এমন ভরা-নৌকা ডুবি হয় যে ঝড়ে, সে ঝড় নিষ্ক্রিয় হ'লেও—সৃষ্টিতে না থাকাই ভাল। আমি এ ঝড় থামিয়ে দেবো দাদা।

ষট্‌পুর। [সবিস্ময়ে] ঝড় থামাবি!

জবা। হাঁ; ইন্দ্রকে আমি দেখ্‌ব; কোন্ জ্ঞানে তার সহস্র চক্ষু

হ'লো—পরীক্ষা নেবো ; কি কর্ম্মে—ব্রাহ্মণের হাড় বাজ হ'য়ে তার হাতে উঠ্‌ল—প্রমাণ চাই।

ষট্‌পুর। আমায় দিনান্তে দুটো নিঃশ্বাসও কি সোজা ক'রে ফেল্‌তে দিবি না তোরা ? কি মনে করেছিস্‌ বল দেখি ? সেই একটা মেয়ে— সে ত দিনরাত্রি কেঁদে কেঁদে বাড়ীটাকে শ্মশান ঘাট ক'রে রেখেছে ; তুই আবার তার উপর— ইন্দ্রকে দেখ্‌তে চাস্‌ ; আরে মলো.পোড়ার মুখীরা জন্মেছিলি কেন এখানে ? না— এবার আমি শাসন করব, আল্‌গা দিয়ে মরতে বসেছি— কঠোর শাসন করব।

জবা। আমরা ত জগতের অশাসিত কোন বিষয়েই নই, দাদা! বৈধব্য—জানি না এ কার পাহাড়-ছুড়ে-মারা শাসন—আমরা মাথা পেতে দিয়েছি ; তার ওপর ব্রহ্মচর্য্য—জন্মটার মুখে ছাই দেওয়া শাসন— আমরা গলা বাড়িয়ে মুণ্ডমালা নিয়েছি। তার পর কেউ যদি একটু হা— হা—ক'রে, কেউ যদি কাকেও একবার দেখে জীবনটায় খানিক স্বস্তি পায়, তাতেও তোমাদের শাসন ? না, দাদা—এদিক্‌টায় এদিকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

ষট্‌পুর। হবে না—হবে না ; বিবধা তোরা, স্বাধীনতা শব্দের ত্রিসীমানায় যেতে পাবি না। আমাদিকে কি কাঁচা পেয়েছিস্‌ ? কাঁদ্‌বি কি ? আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে। দেখ্‌বি কাকে ? আমাদের মাথা মোড়ান যাবে। আমরা পাকা রকমের সিদ্ধান্ত না ক'রে এ ব্যবস্থা বসাই নাই। ও সব কান্নাকাটি, দেখাদেখি—চল্‌বে না,—খবরদার।

রোরুদ্যমানা আহুতি উপস্থিত হইল।

ষট্‌পুর। [সক্রোধে] চোপ্‌রাও—চোপ্‌রাও—চোপ্‌রাও—

[আহুতি বাধা মানিল না আপন সুর ধরিল]

ষট্‌পুর। [বিরক্ত হইয়া] কাঁদ—দেখা যাক্—

আহুতি।—

গীত।

কান্নার জোরে টিকে আছি, তবু দিন যায় কেঁদে-কেটে গো।
না থাকিত যদি গলিত অশ্রু, না থাকিত যদি আকুলিত ভাষা,
যেতুম এত দিন ফেটে গো।
সয়েছি আশায় জগতের আঘাত,
সরায়ে নিয়েছি বাড়ানো সে হাত,
আর বুকে ঘা দিও না,
জনমের ব্রত জীবন ধারণ কান্নাটী কেড়ে নিও না।—
হোক্ বিষময় যার হাহাকার,
বিধবার শুধু কান্নাই সার,
বিষ বেশ গেছে খেটে গো।

ষট্‌পুর। [সক্রোধে] থাম্‌লি যে? থাম্‌লি যে? থাম্‌তে পাবি না, কাঁদ্। এই আমি বস্‌লুম—আজ হ'তে খাওয়া দাওয়া বন্ধ, তুই কত কাঁদ্‌তে পারিস্—আর আমি কত শুন্‌তে পারি—এর একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে যাক্। কাঁদ্—দেখি ক-দিন তোর মুখ চলে।

আহুতি।— [পূর্ব্বগীতাংশ।]

আমি, যাবৎ জীবন কাঁদিয়া চলিব,
যাবৎ চেতন বিনায়ে বলিব,
ভুলিব গো খাওয়া ঘুম,
আমার সব কেড়ে নিয়ে—কাঁদার শক্তি দিয়ে গেছে শত চুম—
কে বোঝে বিধবার হৃদয়ে কি ধূম,
কত নদ নদী নয়নের পথে,
কত কথা তার পেটে গো।

ষট্‌পুর। কাঁদ্—কাঁদ্! দম নিতে পাবি না—একটানা চল্‌তে হবে—আজ আমার এধার কি ওধার—

আহুতি। [পুনরায় রোদনের স্বর তুলিল]

প্রতিমা উপস্থিত হইলেন।

প্রতিমা। চুপ্।

ষট্‌পুর। [আরও ক্রোধে প্রতিমার প্রতি] খবরদার! তুই যে আবার এখানে বড় ?

প্রতিমা। [আহুতির প্রতি] যা এখান হ'তে।

ষট্‌পুর। ও যাবে কি ? ওর সঙ্গে আজ আমার পাল্লা ; তুই যা এখান হ'তে—তোকে দেখ্‌লে আমার মাথায় খুন চাপে।

প্রতিমা। আমাকে মেরে, বাবা—যদি তুমি বাঁচ্‌তে পার্‌তে—আমি আপনি মাথা পেতে দিতাম যে!

[ষট্‌পুরের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল, তাঁহার রুদ্ধ আর্ত্তনাদ শতমুখে ছুটিয়া পড়িল—তিনি প্রতিমার বক্ষে পড়িয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন।]

ষট্‌পুর। মা—মা!

প্রতিমা। বাবা—বাবা! [সস্নেহে মায়ের মত ধরিলেন]

ষট্‌পুর। ধর্ মা,—আমার গলাটা বেশ ক'রে জড়িয়ে ; তুই আমার প্রথম মেয়ে—জ্যেষ্ঠ সন্তান। দে, মা—বুক খানায় হাত চাপা—বড় ধড়্‌ফড় কর্‌ছে—প্রাণখানা উড়ে যায় বুঝি! বল্, মা—এখন আমি কি করি এদের নিয়ে ? এদের গলাটিপে মার্‌ব—না নিজে বিষ খাব ?

প্রতিমা। [আহুতির প্রতি] দাঁড়িয়ে রইলি যে এখনও ? দেখ্‌ছিস্ কি ? তোরাই বাবাকে খাবি। যা বল্‌ছি।

[আহুতি চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ষট্‌পুর। চোখের সাম্‌নে হ'তে ত তাড়িয়ে দিলি— মন হ'তে মোছ্‌বার মন্ত্র জানিস্‌? ও ত স'রে গেল, এখন এ আবার কি বল্‌ছে শোন্‌, এ ইন্দ্রকে দেখ্‌বে—সেই ওর মাথা খেয়েছে।

প্রতিমা। জবা?

জবা। হাঁ, পিসী-মা! আমি একবার দেখ্‌ব তাকে।

প্রতিমা। তাকে দেখ্‌বার চোখ আছে কি তোর?

জবা। কেন—তার সহস্র চোখ ব'লে কি সে জগৎটাকে কানা বুঝেছে? তাকে দেখ্‌তে আবার কি চক্ষু চাই?

প্রতিমা। অনুভব চক্ষু। সে-ত জগতের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে নয়, জবা! জগতের সমস্ত নীতির একটা সমষ্টি।

জবা। নীতির সমষ্টি! সে যদি জগতের নীতি—তবে জগতের অনিয়ম কে—মা? যার রাজ্য পিপাসায় অসংখ্য অনাথাকে অনন্ত অশ্রু-প্রবাহ অহরহঃ ছুটিয়ে রাখ্‌তে হয়েছে—তার যদি সেটা দেবত্ব হয়—তবে রাক্ষস-বৃত্তিটা কি?

প্রতিমা। অসংখ্য অনাথা যে অনন্ত অশ্রু প্রবাহ ছুটিয়েছে—সেটা তার রাজ্য-পিপাসার জন্য নয়, জবা—নিজেদেরই অপূর্ণ কামনার উদ্দীপ্ত আগুন শীতল কর্‌তে; তাঁর দেবত্ব নিষ্কলঙ্ক। উদ্ধতকে—জ্ঞান দিয়ে হোক্‌, দণ্ড দিয়ে হোক্‌, মৃত্যু দিয়ে হোক্‌—যে কোন প্রকারে অবনত করা— রাক্ষস-বৃত্তি নয়—সেই আসল দেবত্ব।

জবা। তা' হ'লে মনুষ্যত্বটা কি মা? উদ্ধতকে অবনত, আততায়ীকে আঘাত, উত্থানের বিরুদ্ধে দমন-নীতি—এই যদি দেবতার কাজ, তা' হ'লে মানুষ ত দেবতার নীচে, মানুষে আবার কি কর্‌বে, মা? এ হ'তে নীচতা আর কি— যা মানুষের আচরণীয়?

প্রতিমা। কে বল্‌লে তোকে জবা, মানুষ দেবতার নীচে? তার

কর্ম্ম দেবতা হ'তে হীন ? যাদিকে প্রসব ক'রে বিশ্বেশ্বরী মা আমার, রক্ষা করবার জন্য—ধাত্রী-পালকরূপে দেব-দেবীর সৃষ্টি করেছেন—তারা দেবতার নীচে ? দেবতার কার্য্য যদি হয়—উদ্ধতকে অবনত, আততায়ীকে আঘাত, উত্থানের বিরুদ্ধে দমন-নীতি, মানুষের কর্ম্ম—তা' হ'লে তার উচ্চে ; উদ্ধতকে আলিঙ্গন, আততায়ীকে চুম্বন, উন্নতিকে আশীর্ব্বাদ । আর এই মনুষ্যত্বের চরম পরিণতিই ঋষিত্ব—যেখানে সকল দেবতা-শির সসম্ভ্রমে লোটান' ।

জবা । তোমার বিশ্বেশ্বরী মাকে প্রণাম, পিসী-মা ! যেম্‌নি সর্ব্ব-গ্রাসিনী প্রসূতি, তেম্‌নি তার পালক সৃষ্টি—বজ্রধারী ; সর্পিণীর শাবক-রক্ষাকারী গরুড় । বালিকা বুঝিয়ে দিও না মা ! বজ্র নিয়ে যার নাম, হিংসাবৃত্তি যার মজ্জায়, লালসা যার অনন্তমুখী—আমি তাকে পালনের আসনে বসাতে পারব না—আমি তাকে স্থান দেবো ধ্বংসের দলে ।

প্রতিমা । ধ্বংসটাই যে পালনের প্রধান নীতি, জবা ! সূর্য্যের ধূপ দানী ধ্বংস হয়, চন্দ্র ছড়ায় চূয়া চন্দন ; গ্রীষ্ম গ'লে যায়—বর্ষার বান ছোটে ; ধ্বংস হয় কামনার বীজ—সামনে আসে ব্রহ্মানন্দরূপিণী মা । ইন্দ্র যে বজ্রধর, হিংসাবৃত্তির উপাসক—এই রকমই একটা সৃষ্টিকারক ধ্বংস নিয়ে ; যার পরিণতি—কল্যাণ, মঙ্গল, আনন্দে ছাওয়া ।

জবা । হাওয়া দেওয়া হচ্ছে, মা ! তোমার ও হিতোপদেশ—আমার প্রাণের অগ্নি-কুণ্ডে শীতল জল নয়—ঘূর্ণী হাওয়া । স্বামীর ইষ্ট কামনা হতে ব্রহ্মানন্দ—আমি এ ধারণা করতে পারব না । চতুর্ব্বেদ আন, ষড়্‌দর্শন আন, সমগ্র ঋষির সৃষ্টিকে সাম্‌নে এনে একত্র কর আমার, স্বামীহন্তাকে উচ্চাসন দিয়ে পূজা—যে বল্‌বে এ কথা—আমি তাকে আমার পাতি-ব্রত্যের যাদুবিদ্যায় বোবা ক'রে ছাড়্‌ব । ইন্দ্রকে আমি চাই ।

প্রতিমা । ইন্দ্র—আজ রক্ষিত, জবা ! আদ্যাশক্তি মায়ের ।

জবা। সেই সতীধর্ম্ম বর্ম্ম মা আমারও গায়ের।

প্রতিমা। সতীধর্ম্মকে বর্ম্ম করার চেয়ে—পড় না জবা সতীর পায়ে লুটিয়ে।

জবা। পড়্‌ব—পড়্‌ব—মা, নিজের সৌরভ খানিক ছুটিয়ে।

প্রতিমা। গৌরবে অন্ধ হ'য়ে যাবি, বালিকা! ভুল হবে লক্ষ্য।

জবা। দুঃখের চরম দশায় প'ড়ে এই পথের আবিষ্কার করেছি, মা—এ দৃষ্টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

[প্রস্থান

ষট্‌পুর। চ'লে গেল যে! আরে মলো, চ'লে গেল যে?

প্রতিমা। যাক্—ফিরে আসতে হবে।

ষট্‌পুর। তুই বুঝি পার্‌লি না ফেরাতে? বক্‌লি এত হিজি-বিজি তবে কি? ও--তোর জিবের বল যত কিছু আমার কাছে? না—আমিও আর তোর বোঝান' মান্‌ব না; বল্—আমার সে প্রস্তাবে তুই মত দিচ্ছিস্ কি না?

প্রতিমা। আমি মত দিলে কি হবে, বাবা! যে বিধবা পাতিব্রত্য নিয়ে স্বামীহন্তা ইন্দ্রকে দেখতে যায়, সে কি আবার বিবাহ করে?

ষটপুর। [মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে] করে না—বটে! তবে চুলোয় যাক্ গে—কেমন? চ' আমায় কিছু খেতে দিবি চ'—আমার গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। আর হাঁ—আবার নাকি যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে?

প্রতিমা। হাঁ বাবা—এইবার শেষ যুদ্ধ।

ষট্‌পুর। চ', আমার আত্মীয় বল্‌তে কোথায় কে আছে—আর তাদের কার ক-টা ক'রে মেয়ে, আমায় একটা সংখ্যা ক'রে দিবি চ'; আমি ঠিক হ'য়ে থাক্‌ব—এই জীবনটার উপর—আর কতগুলো বিধবার ধাক্কা পড়্‌বে।

প্রতিমা। টেনে নাও মা ধূমাবতী! হতভাগিনী বিধবাদের—তোমারই জুড়ানো দিক্ দিয়ে।

[ষট্‌পুরকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সমরভূমি।

করাল ও অরুণ দাঁড়াইয়াছিল।

করাল। অন্ধকার! বড় অন্ধকার যে অরুণ! কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ আবার কোথায় আন্‌লে?

অরুণ। মায়া-রাক্ষসীর রাজত্বে। অন্ধকারেই গড়া এর আগাগোড়া—বীর। এখানে সূর্য্য অন্ধকার, চন্দ্র অন্ধকার, দীপাবলী—তারাও বিরাট্ অন্ধকারের এক-একটা খণ্ড। তোলপাড় করুন এ আঁধার-সমুদ্র; ভেঙে দেন্ যাদুকরীর মিথ্যা এ ভেল্কি—এখনই ফুটে উঠ্‌বে আলোকের স্থির পর্ব্বতমালা।

করাল। ওঃ—কি অমূলক সত্য ধারণা দিয়ে এই ভেল্কির অবতারণা অরুণ! কোথায় পেলে পিশাচী, বিস্ময়করা এ বাক্‌রোধী বিদ্যা! কে ডাক্‌লে তাকে—এ সমাধির স্থির একার্ণবে তরঙ্গের খেলা দেখাতে! আদি নাই—অন্ত নাই, চিরচ্চলৎ চির বিমুগ্ধকর! এসেছি যদিও এর ধ্বংসে—কিন্তু শতমুখে ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে। ধর্‌তে হবে—ধর্‌তে হবে অরুণ—এ অদ্ভুত কুহকিনীকে; একে ধরাই দৈত্যবংশধরদের পরম পুরুষার্থ।

অরুণ। এর ধ্বংস করাই জন্মের উদ্দেশ্য—যথার্থ বীরত্ব। গর্জ্জন

করুন, লাফ দেন্ উপ্ড়ে আনুন—ওর পেট চিরে আমার পিতার রক্তসমুদ্র পরিপাক করা সেই অভিনব যন্ত্রটা।

প্রস্থান।

করাল। [সক্রোধে] পিশাচি! কোথায় লুকাবি আর? আঁধারের দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে কতক্ষণ রাখ্‌বি—আপনাকে জ্ঞানচক্ষের আড়ালে? কতদূর দেখাবি আর—অনিত্য জীবন নিয়ে জগতব্যাপী নিত্যের খেলা? পদাঘাত করি তোর অবরুদ্ধ যাদু-তোরণে। [গর্ব্বিত পদসঞ্চার]

গীতকণ্ঠে সশস্ত্রা অষ্টশক্তির আবির্ভাব।

অষ্টশক্তি।—

গীত।

হ'লো ভগ্নপদ তোর হস্ত অসাড়।
মৃত্যু আলিঙ্গনে বক্ষ প্রসার!
অসুর অহঙ্কারে জিনিবি মহামায়া,
কি তোর মূর্খতা তুই যে তারই ছায়া;
কে দিল মন্ত্রণা, নাশিতে নিজ কায়া,
দিয়েছ খুলে সে তোর ধ্বংস দুয়ার।

[যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল]

করাল। [অট্টহাস্যে] হা-হা-হা—একখান ভেঙে আট খান হ'য়ে এসেছিস্ মায়াবিনী? সহস্র হ'—অসংখ্য হ', করাল মহাপ্রলয়ের একাকার। [যুদ্ধ ও কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অবসন্ন হইয়া আপন মনে] অদ্ভুত শক্তির লীলাক্ষেত্র! অসহ্য এ অপলক অস্ত্রাঘাত! তুচ্ছ তৃণ আমি—অনন্ত এ মহার্ণবে।

অরুণ উপস্থিত হইল।

অরুণ। নির্ভয়--নির্ভয়—বীর! পূর্ণ উৎসাহে অস্ত্রচালনা করুন! ঐ দেখুন আপনার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিদ্যুদ্বেগে আপনার সাহায্যে ছুটে আস্‌ছে; ঐ এসে পড়্‌ল। পিশে ফেলুন পিশাচিনীদের, শেষ করুন বিশ্বব্যাপিনী মায়ার, রাখুন দৈত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ—অভ্রভেদী।

[প্রস্থান।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইল।

সৈন্যাধ্যক্ষগণ। জয় দৈত্যেশ্বর দুর্গমাসুরের জয়। [যুদ্ধে যোগদান করিল]

অষ্টশক্তি। জয় জগদীশ্বরী আদ্যাশক্তি!

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

আনন্দে আত্মহারা ভাগুরি উপস্থিত হইলেন।

ভাগুরি। জয় জগদীশ্বরী আদ্যাশক্তি! শূন্য—সৃষ্টি, সাকার—নিরাকার, কর্ম্মী—জ্ঞানী সবাই ভক্তিকণ্ঠে সমস্বরে বল—জয় জগদীশ্বরী আদ্যাশক্তি!

মার্কণ্ডেয় উপস্থিত হইলেন।

মার্কণ্ডেয়। দেখ্‌ছ, ভাগুরি—মহাশক্তির লীলা?

ভাগুরি। এসেছেন, প্রভু! একা যে? অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড কই? ডাকুন একবার তাদের; আমি যে দুটী চোখে দেখে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

মার্কণ্ডেয়। দমন কর শিষ্য, আনন্দের এ অতিশয্য; দেখ্‌বার এখনও অনেক বাকী। এখন শুদ্ধ দেখ মহাশক্তির লীলা;—সর্ব্বভূতে স্বরূপ মিশিয়ে মা স্বয়ং কেমন নিরাকারা। ব্রহ্মায় ব্রাহ্মী-শক্তি, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী-

শক্তি, মহেশ্বরে মাহেশ্বরী-শক্তি, ইন্দ্রে ঐন্দ্রী শক্তি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তরূপে অনন্ত শক্তি ; কেউ নাই, ভাগুরি, হেথায়—শুদ্ধ শক্তির স্বত্বা। এক মহা-শক্তি বিশ্বব্যাপিনী, এক জলরাশি পৃথক্ পৃথক্ জলাধারে, এক চেতনা ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহে।

ভাগুরি। বা-বা-বা ! এও যে একপ্রকার সেই জ্ঞানবাদই দেখ্‌ছি, গুরু ?

মার্কণ্ডেয়। হাঁ, ভাগুরি—এই যথার্থ জ্ঞানবাদ। একেই বলে প্রকৃত স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি। ব্রহ্মই যদি বিশ্বময়—তবে আবার মায়া আসে কোথা হ'তে ? ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—নিষ্ক্রয় থাক্‌লেই ত হতো—ক্রিয়া কেন ? ক্রিয়া করাবার জন্য তার পশ্চাতে পৃথগ্‌ভাবে আবার একটা শক্তি কল্পিত কিসের ? কোথায় রইলো জ্ঞানবাদের সে অদ্বৈততা, ভাগুরি ? ব্রহ্ম নাই—এই শক্তিই বিশ্বময়ী।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ,
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।

আর এই শক্তিই—মায়া, মহামায়া, মহাশক্তি, মহামুক্তি—যা দেখ্‌বে তাই।

ভাগুরি। তাই বটে ! তাই বটে ! শক্তিই সত্য, শক্তিই চিৎ-স্বরূপিণী শক্তিই আনন্দময়ী পরমেশ্বরী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এরাও শক্তির চালিত, শক্তির ক্রীড়া যন্ত্র ; শক্তির বিকাশে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়রূপে বর্ত্তমান। শক্তিই শাশ্বত তত্ত্বমসি। শক্তিই সব। সর্ব্ববিষয়ের কারণরূপা শক্তি। জয় মা মহাশক্তি ! গাও বিশ্ব অখিল শাস্ত্রসারা অদ্বিতীয়া পরমা কাহিনী—জয় মা মহাশক্তি !

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ভ্রমর ও বিষাণ উপস্থিত হইল।

গীত।

ভ্রমর।— নমাম্যহম্।

বিষাণ।— নমাম্যহম্।

ভ্রমর।— চতুর্ম্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাম্,
স্বষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহম্।

বিষাণ।— বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্,
স্বষ্টি-সংহারকারিণীম্ মাহেশ্বরীং নমাম্যহম্।

ভ্রমর।— কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূর বর বাহনাম্,
শক্তিহস্তাং বলোন্মত্তাং বরদাং তাং নমাম্যহম্।

বিষাণ।— বরাহরূপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরাম্,
বরদাং শুভদাং পীতাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্।

ভ্রমর।— শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণীং কৃষ্ণ রূপিণীম্,
স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্।

বিষাণ।— নৃসিংহরূপিণীং দেবীং দৈত্য দানব নাশিনীম্;
শুভদাং সুপ্রভাং দেবীং নারসিংহীং নমাম্যহম্।

ভ্রমর।— ইন্দ্রাণীং গজকুম্ভস্থাং সহস্র নয়নোজ্জ্বলাং,
সর্ব্বলোক নমস্কৃতাং বজ্রধরাং নমাম্যহম্।

বিষাণ।— গর্ত্তাক্ষীং মুণ্ডমালিনীং অট্টহাসাং মহাঘোরাং
ক্ষামকুক্ষীং ভয়ঙ্করীং চামুণ্ডাং তাং নমাম্যহম্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমরভূমির পার্শ্ব

ইন্দ্র যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ জবা
আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

জবা। বজ্র কই? বজ্র কই, তোমার বজ্রধর! এমন একটা অদ্ভুত যুদ্ধে তুমি যে শুদ্ধ শক্তি সমষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে দর্শক হ'য়ে ফাঁকে ফাঁকে থাক্‌বে—তা হবে না; বজ্র কই তোমার দেখি?

ইন্দ্র। কে তুমি উন্মাদিনী?

জবা। বিধবা—বিধবা—তোমারই বজ্রাঘাতে বিধবা।

ইন্দ্র। [মৃদুহাস্যের সহিত] বিধবা! আমার বজ্রাঘাতে! বালিকা তুমি। আমি কে? আমার আবার বজ্র কোথায়? ঐ দেখ জ্ঞানহীনা আমা হ'তে আজ বিভিন্ন হ'য়ে—যার বজ্র—সে ঐ সমরক্ষেত্রে রিপুদমনে ঐন্দ্রীশক্তি নামে নৃত্যমানা। আমি কিছুই নই।

জবা। তুমি কিছুই নও? এটা ঠিক নির্ভরতা হচ্ছে না, দেবরাজ! দোষারোপ করা হচ্ছে মহাশক্তির উপর—নিজের মাথা গলিয়ে নেবার জন্য। কে বল্লে—তুমি কিছুই নও? হ'তে পারে ঐ শক্তি বাদিকা—কিন্তু তুমি ত তার বীণাযন্ত্র? হ'তে পারে ঐ মহাশক্তি প্রকাশমানা তোমার প্রতি লোমকূপে, প্রত্যেক কার্য্যে—তবু তুমি তার দর্পণ। বীণার ভাল মন্দ আছে, দর্পণ স্বচ্ছ অস্বচ্ছ হয়। তুমি কিছুই নও—কে শুন্‌বে এ কথা? তুমি বেসুর বীণা, অস্বচ্ছ দর্পণ, লালসা-কামনা উপভোগের গড়া আধার; তোমার মধ্যে প'ড়ে অমন নির্ব্বিকারাকেও দুর্ব্যবহারে কলুষিতা হ'তে হচ্ছে। তুমিই সব।

ইন্দ্র। তাই যদি হয়, তা' হলে এ বেসুর বীণা, অস্বচ্ছ দর্পণ, লালসার আঁধার—ঐ ইচ্ছাময়ীরই হাতের তৈরী, বালিকা—জগতেরই প্রয়োজনে।

জবা। আবার তালটা দিচ্ছ তারই ঘাড়ে! জগতের প্রয়োজনে? বল্‌তে পার—জগতের কোন্ প্রয়োজনে বিধবার সৃষ্টি? কিসের গাত্রদাহ তার যার নির্ব্বাণে প্রয়োজন—অবিরাম অশ্রু বিধবার? কি এমন উৎকট দুশ্চিকিৎস্য শিরঃপীড়া হয়েছিল জগতের—যার ব্যবস্থা—বিধবার হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তের টোস শিবলিঙ্গে বৈশাখী জলধারার মত ক্রমাগত টপ টপ করে তার মাথাটীতে পড়া? বল্‌তে পার? প্রয়োজন? জগতের? বল?

ইন্দ্র। পার্‌ব না; জগতের কোন্ প্রয়োজনে কিসের সৃষ্টি—অতদূর প্রকৃতি-তত্ত্ব জানা নাই আমার। কি করে জান্‌ব? বালুকণা আর পর্ব্বত যেখানে সমান আদরের, কণ্টক আর পুষ্প যেখানে এক রসে বাঁচানো, সুধা আর বিষ যেখানে এক সমুদ্রে পাশাপাশি শুয়ে—সেখানকার সব দুর্ব্বোধ্য, সব জটিল, সব ধারণাতীত। তবে আমি এইটুকু মাত্র জানি,—সধবা বিধবা—সেই এক শান্তিময়ীর জোড়া পাঁজর, কান্না-হাসি—রাতের শিশির, দিনের আলো; রক্তের টোস আর রক্ত চন্দনের ছিটে—অভয় দেওয়া সেই উভয় পদের অলক্তক; এর বেশি না। আমি কেন—এ ছাড়া এ বিষয়ে সবাই আমার মত নির্ব্বাক্। বল্‌তে পারে একমাত্র সে—যার জগৎ।

জবা। কে—সে? কার জগৎ?

ইন্দ্র। যার কটাক্ষভেদে দণ্ডে দণ্ডে জগতের সৃষ্টি লয়—সেই জগদ্ধাত্রী মায়ের জগৎ।

জবা। ডাক তাকে; আমার কথার উত্তর দিক, কেমন সে জগদ্ধাত্রী দেখি।

ইন্দ্র। তোমার কথার উত্তর দিতে আমার ডাক সে শুন্‌বে কেন, বালা।

জবা। আচ্ছা—আমার কথার উত্তর দিতে—তোমার ডাক সে না শোনে, তোমায় বাঁচাতে তোমার ডাক শুন্‌বে ত? [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া] ডাক তাকে।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] ওকি, বালিকা!

জবা। ডাক তাঁকে, আমি তোমায় হত্যা কর্‌তে এসেছি।

ইন্দ্র। ভুল কর্‌ছ বালিকা! আমার কেশাগ্র পাত কর্‌তে কেউ পার্‌বে না।

জবা। তুমি ভুল কর্‌ছ দেবরাজ! তোমার পশ্চাতে থেকে এক অলক্ষ্য মহাশক্তি তোমায় প্রতিপদে রক্ষা কর্‌ছে—এই তোমার দর্প ত? তোমার সম্মুখে যে, সে-ও শক্তি ছাড়া নয়। হয় হোক্—আজ শক্তিতে শক্তিতে রণ—দেখি কে যায় কম। ডাক—ডাক তাকে, স্বামীহন্তা।

[ইন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু জ্বলিল; তিনি জবার বাক্যে, কার্য্যে, অবয়বে—প্রত্যেক বিষয়ে মহাশক্তির বিকাশ দেখিতে লাগিলেন—নতশিরে ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন]

ইন্দ্র। তবে আর কাকে ডাক্‌ব মা! তুমি যদি সেই শক্তি ছাড়া না হও, মহাশক্তির এতখানি বিকাশ যদি তোমার মধ্যে—তুমিই আমার সেই শরণাগতপালিনী শান্তিদাত্রী—আজ হন্ত্রীরূপে। কাকে ডাক্‌ব আর? কি জন্য ডাক্‌ব আর? এই শান্তিই প্রয়োজনীয় আজ আমার। এ দণ্ড আমার সেই মায়েরই দেওয়া—দয়ার পশরা। দাও দণ্ড—চামুণ্ডা-মূর্ত্তিধারিণী—ক'রে থাকি যদি অপরাধ; কর হত্যা খড়গধারিণী—লুন্ঠিত শ্রীচরণে

সন্তানের শির ; খেল মা নব বালিকা জগতীতলে অভিনব খেলা—পুত্রকে প্রকারান্তরে শত্রু সাজিয়ে। শরণাগত আমি তোমারই। [নতজানু হইলেন]

জবা। [আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া] সত্যই তুমি সহস্র চক্ষু—জ্ঞানে। সত্যই তুমি বজ্রধারী—শক্তির সাধনায়—মহাশক্তির প্রসাদে। সত্যই তুমি ইন্দ্র—সৃষ্টির শীর্ষে। কিন্তু কি করব আমি ইন্দ্র, যে অভাব তুমি আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে দিয়েছ—তার পূরণ করা অন্য একটা কিছু না পেলে আমি তোমায় অব্যাহতি দিতে পারলুম না—দোষ দিও না আমায়। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যতা]

অঞ্জলি উপস্থিত হইয়া হস্ত ধরিল।

জবা। কে ?

অঞ্জলি। উপকৃতা।

জবা। প্রত্যুপকার করতে এসেছ ?

অঞ্জলি। হাঁ।

জবা। স্বামী-হত্যার প্রতিশোধে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করছি—তাতে বাধা দিয়ে ?

অঞ্জলি। শরণাগতকে শাস্তি দিয়ে নরকের অন্ধকূপে নামছ—তা হ'তে টেনে।

জবা। এতটা মাথাব্যথা কিসের তোমার—আপনা হ'তে উড়ে এসে ধর ?

অঞ্জলি। তুমি এই রকম একদিন অযাচিত বড় ধরেছিলে—আমায় অধঃপতনের গ্রাস হ'তে ; আমার বুকে দাগা।

জবা। সে ধরার দাবী আমি রাখি না, রাজনন্দিনী।

অঞ্জলি। তুমি না রাখলেও আমি যে ঋণী।

জবা। আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না, রাজনন্দিনী, তোমার ঋণ পরিশোধের এটা এমন কি সুবর্ণ-সুযোগ! কি এমন দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছি আমি, যার জন্য উধাও হ'য়ে এসে—সহোদরা-স্নেহে জড়িয়ে ধর্‌তে হয় তোমায়! আমি ত দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি—আমার অভাব পূরণের এই একমাত্র পথ।

অঞ্জলি। ভুল করেছ, বালা! এটা অভাব পূরণের পথ নয়, অভাব বাড়ানোর পথ।

জবা। অভাব বাড়ানোর পথ! অভাব পূরণের পথ তবে কি?

অঞ্জলি। তুমি অভাবীই নও—শুদ্ধ এইটুকু ধারণা করা।

জবা। [গম্ভীরভাবে] ও বড় দুর্গম পথ।

অঞ্জলি। অতি সুগম। তুমি শক্তি ছাড়া নও—এ ধারণা যখন তোমার মনের কোণে উঠেছে—তখন ত তোমার পথ পরিষ্কার। আর একটু উচ্ছ্বাস দিয়ে দাও না এ অন্তঃশীলা ফল্গু প্রবাহটার উপর; তোমার সে উদ্দাম গতি—মন প্রাণ অভাব অভিযোগ সব ছাপিয়ে ছুটে যাক্— মহাশক্তির একার্ণবে; থই থই ক'রে উঠুক—এ মহাতৃষিত মরুভূমি অশ্রান্ত জলধারার অপূর্ব্ব পূর্ণতায়।

[জবা আত্মহারা হইল—তাহার হাতের অস্ত্র খসিয়া পড়িল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল]

জবা। স্বামি! স্বামি! কোথা গেল তোমার ঘট অকস্মাৎ আমার হৃদয়-বেদী হ'তে! ও-কে! কে তোমায় কোলে ক'রে আমার সে শূন্য চণ্ডী-মণ্ডপে! রূপের প্রভাত, স্নেহের সমুদ্র, পবিত্রতার গঙ্গা! কি—কি বল্‌ছ! মা—মা! এই সেই জগদ্ধাত্রী মা! স্বামী নাই, বৈধব্য নাই, প্রতিশোধ নাই, জন্মের একমাত্র কর্ম্ম—ওর কোলে ওঠাই! মা—মা—

অঞ্জলি। [জবার হস্ত ধরিয়া] চল ভাই এখান হ'তে—একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিগে দু-জনে মিলে। তুমি জবা— আমি অঞ্জলি; তুমি বাল-বিধবা—আমি চির কুমারী, বেশ হবে। তুমি শোনাবে আমায় বৈধব্যের বুকভাঙা গুপ্ত আর্ত্তনাদ, আমি শোনাব তোমায় অনূঢ়া কুমারীর ব্যর্থ প্রণয় কাহিনী। তুমি পড়াবে আমায় স্বামী প্রসঙ্গচ্ছলে অশ্রুজলে ভক্তিগ্রন্থ, আমি পড়াব তোমায় আত্ম-গৌরব দিয়ে অদ্বৈতবাদ বেদান্ত। তুমি আমার হাত ধ'রে তুলে নিয়ে যাবে—সতীর কৈলাসপথে, আমি তোমায় জড়িয়ে নিয়ে উঠ্‌ব—জগন্মাতৃত্বের চরম পরাকাষ্ঠায়।

জবা। [সহাস্যে শান্তমূর্ত্তিতে] ইন্দ্র! বর নাও। যুগে যুগে তুমি এই রকম অণু পরমাণুতে শক্তির বিকাশ দেখে—শক্তির ধ্যানে তন্ময় থাক, আর দণ্ডে দণ্ডে সেই মহাশক্তি এই রকম নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হ'য়ে বুক দিয়ে তোমায় রক্ষা করুক।

[অঞ্জলি সহ প্রস্থান।

ইন্দ্র। [ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিলেন] মা—মা—মা!

আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন।

আদ্যাশক্তি। পুত্র! বৎস! প্রাণাধিক!

ইন্দ্র। [মুগ্ধনেত্রে] বা—বা—বা! করুণার শতধারা বিধৌত বদনমণ্ডল! বুবুক্ষু বিশ্বের অতৃপ্ত ক্ষুধার উপশমে অন্নপাত্র হস্তে! প্রসারিত সংসার ঘর্ম্মাক্তের জন্য মুক্তময় তুষার শীতল—অভয় কোল! সে মূর্ত্তি কই—সে মূর্ত্তি কই মা তোর?

আদ্যাশক্তি। কোন্ মূর্ত্তি, বৎস?

ইন্দ্র। যে মূর্ত্তিতে এতক্ষণ আমায় ভয় দেখাচ্ছিলি? চক্ষে বৈধব্যের উল্কা, মুখে গৈরিক উদ্গীরণ, হস্তে প্রতিহিংসা পিপাসু বিশাল খড়্গ—তোর সেই অনর্থ ঘটান' উল্টো খেলার অজ্ঞান বালিকামূর্ত্তি?

আদ্যাশক্তি। সে সব কিছুই নয় পুত্র! একখান মেঘ উঠেছিল, তোমার মাথার উপর করকা নিয়ে,—তোমার প্রকৃতিগত শীতলতায় এমন একটা হাওয়া এলো—সে মেঘ বজ্র না ছেড়ে উল্টে তোমার সর্ব্বাঙ্গে জলের ধারা দিয়ে চ'লে গেল।

ইন্দ্র। ভাল কথা। আজ আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে, মা,—মেঘ কেন হয়? হাওয়া কেন বয়? এখানে জল বজ্র দুটো কেন আবার? কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে—উত্তর দিতে পারি না—বড় হেসে যাই; আমি তোর প্রকৃতি-তত্ত্বে বড় নিরক্ষর।

আদ্যাশক্তি। তুমি নিরক্ষরই থাক। এ বিষয়ের পাণ্ডিত্যাভিমানী যারা—তারা আবার তোমা হ'তেও ঘোর মূর্খ। কি বোঝাব, বৎস, তোমায় এ অনাদি অনন্ত তত্ত্ব—যতই বোঝাই,যে প্রকারেই বোঝাই—ও "কেন"র শেষ হবে না তোমার; আরও বেড়েই যাবে। তার চেয়ে 'কেন' শব্দটাই মন হ'তে মুছে দাও। 'কেন'র গণ্ডগোলের মাঝখানে পড়লেই আপনাকে হারিয়ে ফেলবে, জন্মটা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। যা—হয়—হয়; ওতে কেন নাই—কিন্তু নাই—ভাববার কিছু নাই; আর এই নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকৃত পাণ্ডিত্য; তুমি নিরক্ষরই থাক। এখন যুদ্ধের সংবাদ কি বল?

ইন্দ্র। যুদ্ধের সংবাদ বড় ভাল নয়, মা। দুর্গমের দশজন সেনাপতি একযোগে অষ্ট শক্তির উপর প্রবল বিক্রমে পড়েছে।

আদ্যাশক্তি। এই কথা! যাও—আবার নূতন যুদ্ধ দেখ গে; অষ্টশক্তি অন্তর্হিতা, দশজন সেনাপতির সম্মুখে দশ-মহাবিদ্যা।

ইন্দ্র। বড় ভয়ানক যুদ্ধ করছে, মা—নিশুম্ভ পুত্র ঘোর।

আদ্যাশক্তি। তার বিরুদ্ধে খড়্গাও ধরেছে—ঠিক তদুপযুক্তই ঘোরা—দেবী ছিন্নমস্তা।

[অন্তর্দ্ধান।

ইন্দ্র। তোকে চিন্‌তে পার্‌লুম না, মা—তোকে চিন্‌তে পার্‌লুম না। তোর অনন্ত প্রসারে অভয় ছায়ায় দাঁড়িয়েও ভয়, এ ভ্রম কি যাবার নয়?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রণভূমি।

দানব-সৈন্যগণ—মহাবিদ্যাগণের আবির্ভাবে—কালিমূর্ত্তি দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিতেছিল।

দানব-সৈন্যগণ।—

গীত।

পালিয়ে চল্ পালিয়ে চল্ এই বেলা ভাই পালিয়ে চল্।
একটা নেংটা হাঁ করা মাগী—দেয় বুঝি সব রসাতল॥
বেটীর আকাশ-ছোঁয়া গোটা চারেক হাত,
বেটীর মুলোর মত বত্রিশ পাটী দাঁত;
বেটীর জিবের বহর যায় না মাপা—বর্ণটা মেঘ অবিকল॥
বেটী হো-হো হাসে—মুখে কথা নাই,
বেটীর পেট্‌টা খামা কেবলই খাই-খাই;
ওরে বলেছেন গুরু গোঁসাই—এ রণে চাই পায়ের বল।

[দ্রুত প্রস্থান করিল।

ভয়ত্রস্ত করাল ও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কালামূর্ত্তি আবির্ভূত হইল।

করাল। কি ভীষণ! কি ভীষণ! করালবদনা-ঘোরা, মুক্তকেশী চতুর্ভুজা—জলদাঙ্গী ভয়ঙ্করা! ঘূর্ণিত অনলোদগারী ত্রিনয়ন, তপ্ত

রুধির স্নাত সর্ব্বাঙ্গ, বিশালোজ্জ্বল তৃষিত খড়্গ হস্তে, সদ্যছিন্ন নর মুণ্ডমালা দল দল দোদুল্যমান কণ্ঠে, প্রলয়ঙ্কর নৃত্য, উন্মত্ত শোণিত পান ; কী ভীষণ ! কী ভীষণ ! কে—এ ভীষণা লোলরসনা-দিগ্বসনা ভীমা !

কালী। হা—হা—হা—হা—[অট্টহাস্য]

করাল। বজ্র-নির্ঘোষ ! বজ্র নির্ঘোষ—বিকট অট্টহাস ! বধির বিশ্বের শ্রবণ—রুদ্ধ বায়ুর গতি. কম্পিতা মূর্চ্ছিতা ধরিত্রী !

কালী। হা—হা—হা—যুদ্ধ—কর - যুদ্ধ কর, বর্ব্বর !

করাল। যুদ্ধ ? কার সঙ্গে—প্রলয়ের সঙ্গে ? সর্ব্বগ্রাসের সঙ্গে ? এ আবার কোন্ যুদ্ধ ! কী অস্ত্র এ যুদ্ধের ! দেখি নাই—এ রণনীতি শাস্ত্র জীবনে, শুনি নাই এ শত্রুর নাম ঘুণাক্ষরে—শ্রবণে, হয় না এত রক্ত পৃথিবীর—ও অসীম মরুভূমি প্লাবনের। [পলায়নোদ্যত]

কালী। হা—হা—হা—ভীরু !

করাল। [পুচ্ছবিদলিত সর্পবৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন] ভীরু ? রাক্ষসী—ভীরু ! যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর। হোক্ মৃত্যু—যাক্ দৈত্যকুল—কর যুদ্ধ। মরে যাই—ঘুচিয়ে দিয়ে যাই তোর জিভ্ কেটে ও পাপ-সম্বোধনের গোড়া। থাক্ তুই বোবা হ'য়ে।

কালী। হা—হা—হা। আয়—আয়—বড় পিপাসা—রক্ত দে—রক্ত দে।

করাল। নে—নে রাক্ষসি ! কত রক্ত চাস্—ঘাড় পাতা—চুমুক দিয়ে নে ; কথাটী ক'স্ না, হাসিস্ না—ও রকম অট্টহাসি—হা—হা—হা, নাচিস্ না ও রকম লজ্জাহীনা উলঙ্গিনী—ধেই ধেই ধেই। আমরা পুরুষচেতা আত্মনির্ভর দৈত্যজাতি, পতনের—ধ্বংসের,—বিদ্রূপের নই, কৃতাঞ্জলির নই, কারও উদ্যত গ্রাস দেখে আর্ত্ত-শরণ নেবার নই। জন্মেছি—মর্‌ব—আবার যুদ্ধ কর্‌ব। চাই না আমরা নির্ব্বাণমুক্তি—হোক্

আমাদের জন্ম অফুরন্ত—চলুক এ সমর অনন্ত অশ্রান্ত, যতদিন না হয়—যাদুকরা এ মিথ্যা জগতের জীবনান্ত। [অস্ত্র ধরিলেন]

কালী। হা—হা—হা—

গীতকণ্ঠে বিষাণ ও ভ্রমর উপস্থিত হইল।

গীত।

বিষাণ। জয় কালী করালিনী, কপাল মালিনী
মুক্তকেশী মহা ঘোরা।
ভ্রমর। ভীমা চতুর্ভুজা মহা মেঘবর্ণা
তাণ্ডব নৃত্য বিভোরা॥

[যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

ঊর্দ্ধশিখ সহ তারামূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত।

বিষাণ। জয় তারা ত্রিতাপহরা—খর্পর কর্ত্তরি
খড়্গোৎপলকরা লম্বোদরী।
ভ্রমর। পিঙ্গল জটাজুট—খর্ব্বা স্থূল কটি
দ্বীপী চর্ম্মাবৃতা ভয়ঙ্করী॥

[প্রস্থান।

উদ্ধতাসুর সহ ষোড়শী মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত।

বিষাণ।— জয় ষোড়শী সুবদনী মৃণাল ললিত ভুজা
জবা-কুসুম সঙ্কাশা।
ভ্রমর।— পাশাঙ্কুশ করা জগদাহ্লাদিনী
বালারুণ মণ্ডলাভাসা।

[প্রস্থান।

আয়োদন সহ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত।

বিষাণ।— জয় ভুবনেশ্বরী ভব ভয়-হারিণী
সর্ব্বাভরণ সুশোভিতা।
ভ্রমর।— শ্যামাঙ্গিনী শশিশেখরা সুন্দরী
রক্তারবিন্দাবস্থিতা।

[প্রস্থান।

দ্বীপমুখ সহ ভৈরবী মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত।

বিষাণ।— জয় ভৈরবী ভীষণা প্রলয় ত্রিশূল করা
অক্ষ মালিনী এলোকেশী।
ভ্রমর।— মদিরা বিঘূর্ণিতা রক্ত ত্রিনয়না
রক্ত বসনা পরমেশী।

[প্রস্থান।

ঘোরের পশ্চাদনুসরণ করিয়া ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির আবির্ভাব।

ঘোর। যাদুকরী! এখানেও তোর সেই যাদুবিদ্যা! চিনিস্ না আমায় রাক্ষসী? আমি নিশুম্ভ পুত্র ঘোর।

ছিন্নমস্তা। হা—হা—হা! আমাকেও চিনিস্ না অন্ধ! তুই নিশুম্ভ-পুত্র ঘোর—আমিও মহামায়া ঘোরা।

ঘোর। ও মায়াবাজি চল্‌বে না এখানে, মায়াবিনী! ওর কাটান্ আমি জানি।

ছিন্নমস্তা। তুই ত নগণ্য কীট জগতের! তোরা যাকে ইষ্ট বলিস্, সেও আচ্ছন্ন—এই মায়ায়!

ঘোর। সেটা তাঁর ইচ্ছা। অনিচ্ছা হ'লে আর তোর দাঁড়াবার স্থান নাই।

ছিন্নমস্তা। হা—হা—হা—

ঘোর। হাসিস্ না। তাই দেখাবার জন্যই আমি বেছে বেছে তোকে ধরেছি।

ছিন্নমস্তা। বেশ হয়েছে—আমিও তাই সবাইকে ছেড়ে তোর সাম্‌নেই ছুটে এসেছি। আয়! তোর ফোঁটা কতক রক্তে জিব্‌টা একটু সরস ক'রে যাই।

ঘোর। ফোঁটা কতক নয়—জোয়ারের উপর জোয়ার পাবি—এই রক্তেই আজ তোর সকল পিপাসার শেষ; এ রক্ত অফুরন্ত।

ছিন্নমস্তা। হা—হা—হা—এ পিপাসাও অনন্ত। কতটুকু শোণিত তোর মধ্যে, পাগল। সৃষ্টির সমস্ত রক্ত একত্র কর্‌লেও আমার তালু পার হবে না।

ঘোর। অন্ধ হয়েছিস্ অহমিকায়—সর্ব্বনাশী! শৃগালের শোণিত পান ক'রে—রসনাটা তোর বড়ই লক্‌লকে—বেড়ে উঠেছে। শবের উপর নেচে নেচে—মনে করেছিস্ বুঝি—বিশ্বটা শবময়? তা নয়—বিশ্ব শিব-ময়। তার ঔদাসীন্যই—তোর জয়। দেখ্ আজ সে জেগেছে—লয়—লয়—মহাপ্রলয়। [যুদ্ধ]

ছিন্নমস্তা। হা—হা—হা—

[যুদ্ধ ও প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে বিষাণ ও ভ্রমর উপস্থিত হইল।

গীত

বিষাণ। জয় ছিন্নমস্তা ভীমা, সূর্য্য কোটী প্রভা
নির্ব্বিকারাখিল সারা

ভ্রমর। প্রসারিত ঘোরাননা—তৃষিতা দিগম্বরী
পিবতি রৌধিরী ধারা।

[প্রস্থান

ধূমাসুর সহ ধূমাবতী মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত

বিষাণ। জয় দেবী ধূমাবতী—বৃদ্ধা কলহপ্রিয়া
কাক-ধ্বজ রথাসীনা,
ভ্রমর। বিমুক্ত কুন্তলা —বিধবা বিরল-দ্বিজা
শূর্প-করাতি মলিনা।

[প্রস্থান।

লোহিতাক্ষ সহ বগলা মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত

বিষাণ। জয় বগলা-মুখী পরিপীতবর্ণা
রিপুরান্তকা ভবধামে,
ভ্রমর। ভীষণ মুদ্গার দক্ষিণ হস্তে
বৈরী জিহ্বা ধৃত বামে।

[প্রস্থান

কালীকাসুর সহ মাতঙ্গী মূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত

বিষাণ। জয় মাতঙ্গী মহামায়া সুতন্বী শ্যামা
বিম্বাধরা মৃদু হাসা
ভ্রমর। কুন্দ দশন পাতি--তুঙ্গ কুচাভরণা
শৃঙ্গার রস পিপাসা।

[প্রস্থান।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ সহ কমলামূর্ত্তির যুদ্ধ।

গীত

বিষাণ। জয় কমলা অমলা ইন্দুকরোজ্জ্বলা

মন্দার মালা চারু গলে,

ভ্রমর। আসীনা সরসীরুহে—সস্মিত শুভাননী,

উভয়ে। দশ মহাবিদ্যা ভূতলে।

[প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয় সহ ভাগুরি উপস্থিত হইলেন।

ভাগুরি। এ সব কি? এ সব আবার কি, গুরু! দশজন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে যুধ্যমানা দশটী মহাবিদ্যা মূর্ত্তি—এ সবও কি সেই মায়েরই রূপ?

মার্কণ্ডেয়। মায়েরই রূপ, ভাগুরি! সেই অরূপা, নিরাকারা, নিত্যা, জগন্মূর্ত্তি মায়ের।

দেবানাম্ কার্য্য সিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা,

উৎপন্নেতি তদা লোকে—সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।

তাঁর উৎপত্তি লয় কিছুই নাই, ভাগুরি! কেবল দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য নানামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন্। দেখ্‌ছ?

ভাগুরি। দেখ্‌ছি; কি বীভৎস—অথচ কি সুন্দর!

মার্কণ্ডেয়। দেখ, ভাগুরি! জ্ঞান কর্ম্ম নিয়ে—গায়ের জোরে মায়া জয় কর্‌তে যাওয়ার পরিণাম; মহামায়া—আরও ভীষণা, আরও বিকট মূর্ত্তিধারিণী, আরও তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণা। ও আসুরিক সাধনায় কোন ফল নাই, শিষ্য—শুদ্ধ রক্ত ঢালাই সার।

ভাগুরি। তাই বটে, গুরু! এই দেখ্‌ছি, রণস্থল রক্তে পাথার,

চোখ পাল্টাতেই আর কোথাও কিছু নাই, মায়ের এক চুমুকে সব নিশেঃষ।

মার্কণ্ডেয়। মরুভূমি -মরুভূমি—ভাগুরি! যত রক্তই ঢাল—ও মহাতৃষিত সৃষ্টিছাড়া মরুভূমি। কেবল শরণ—কেবল শরণ! শরণ নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই শিষ্য! এখনই যদি অজস্র শোণিত ধারার পরিবর্তে ওখানে একবিন্দু চোখের জল পড়্ত, দেখ্তে মায়ের পাষাণ মূর্ত্তি—কাদা। কেবল শরণ ভাগুরি—কেবল শরণ।

ভাগুরি। [আপনমনে] যাও—তুমি জ্ঞানগর্ব্ব, দূর হও কর্ম্মের আড়ম্বর, ঘুচে যাও ব্রহ্ম-মায়া সত্যাসত্যের ভেদ বিচার।

মার্কণ্ডেয়। ব্রহ্ম বল্তে বিচার ক'রে পৃথক কিছু পাওয়া যায় না ভাগুরি! আমার ধারণা—এই শক্তিই ব্রহ্ম; তা—যদি না হয়—ব্রহ্ম বল্তে পৃথকই যদি কিছু থাকে, তা' হ'লে জেনো—সেটা আর কিছু নয়—আমার ঐ ব্রহ্মময়ী মায়েরই নৃত্য কর্‌বার মঞ্চ—অথবা মহা সমাধির যোগাসন।

[প্রস্থান।

ভাগুরি। মা! মা! এস মা ব্রহ্মময়ী তুমি আমার সর্ব্বচিন্তামূলে! দাও মা বুক ভাসানো অশ্রু ব্যাকুলকণ্ঠে তোমায় ডাক্‌বার! খোল মা করুণাময়ী—তোমার আনন্দময় অন্তঃপুর দ্বার! একবার দেখা—একবার দেখা সৃষ্টিরাণী! একটীবার তোমার প্রকৃতি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখা—

[প্রস্থান।

করালের ছিন্নমুণ্ড হস্তে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব।

কালী। মাভৈঃ মাভৈঃ, অমরবৃন্দ! তোমাদিগে অবনত ক'রে ফুঁড়ে ওঠা শির—আজ আমার এই মুষ্টিবদ্ধ, স্থির। মাভৈঃ বিশ্ব—করাল নাই। কেঁপো না, পৃথিবী! কিসের গাত্রদাহ আর—এই নাও শান্তির

প্রলেপ গাঢ় রক্ত ধারার। নির্ভয় শরণাগত! বর নাও ভক্তবৃন্দ! আর সাবধান আততায়ী—সাবধান শক্তি-আশ্রিত তৃণাঙ্কুর উচ্ছেদকারী অহমিকান্ধ!

[অন্তর্দ্ধান।

ঘোরের ছিন্নমুণ্ডের শোণিত পান করিতে করিতে
ডাকিনী যোগিনী অনুসৃতা ছিন্নমস্তার আবির্ভাব।

ছিন্নমস্তা। ঘোর! ঘোর! নিশুম্ভ পুত্র ঘোর! কোথা মূর্খ তোর সে শারদ গর্জ্জনের ঘোর ঘটা! কই তোর সে রক্তের জোয়ার? এ যে বিন্দু হ'তেও বিন্দু—আমার শুষ্ক রসনার একটু অংশও সরস হ'লো না। এই গৌরবে ফেটে মর্‌তিস্, মূঢ়! এই রক্ত নিয়ে মহাশক্তির খড়্গামুখে এসেছিলি, পামর! দূর হ'— [মুণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিলেন] পিপাসা! পিপাসা! দেখি কতগুলো দৈত্য রণস্থলে আছে; তাতেও শান্তি না হয় যাকে সাম্‌নে পাই—অনন্ত সৃষ্টি—অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড দেব দৈত্য-নাগ নর—শত্রু—মিত্র—কোন বিচার নাই। চাই পিপাসার শান্তি! পিপাসা—পিপাসা—

[অন্তর্দ্ধান।

সভয়ে ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা। সর্ব্বনাশ! সৃষ্টি থাকে না আর! রণোন্মত্তা রক্ত পিপাসাতুরা ঘোর নাদিনীর কি তীব্র দৃষ্টি! দেব নাই—দৈত্য নাই—শত্রু নাই—মিত্র নাই—যে সম্মুখে সেই ভক্ষ্য! কি করি এ সৃষ্টি রক্ষার! এক বিপদ্ হ'তে উদ্ধার হ'তে দ্বিতীয় মহা বিপদের করাল গ্রাস! কি উপায়! [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিত কাম-রতির প্রতি] কাম রতি! কাম রতি! মোহ উৎপাদন কর—তোমরা এ মহাবিদ্যার।

পরিণত কর—ও বীভৎস রক্ত তৃষ্ণাটা, অন্য কোন শান্ত পিপাসায় ; যদি হয় কোন উপায়।

[প্রস্থান।

মহাবিদ্যাগণের আবির্ভাব।

তাণ্ডব নৃত্য ও গীত।

মহাবিদ্যাগণ।—

রণ জয়, রণ জয়, রণ জয়।
নাচ ঘোর তাণ্ডবে—নিক্ ধরা পরিচয় ॥
চাও কুটীলেক্ষণে হাস হা—হা—থল্ খল্,
কম্পিত হোক্ যত জগতের মদ বল ;
চঞ্চল পাপের যে উগ্র শোণিত
হ'য়ে যাক্ স্থির, হিম, জল,—
বুঝুক্ পামর মূঢ়,
কি এ জগতের গূঢ়,
কে এ নাটে নায়িকা—কার এ মহা অভিনয়।

আদ্যাশক্তির আবির্ভাব।

আদ্যাশক্তি। শান্ত হও সমরমত্তা মহাবিদ্যাগণ! শত্রু শেষ, আর অনর্থক তাণ্ডব নৃত্য ক'রে পৃথিবীকে পীড়া দিয়ো না। তোমাদের গর্ব্বিত পদভার সহ্য করা সৃষ্টির সাধ্য নয়। [নেপথ্যে নৃত্যমানা কালী মূর্ত্তির প্রতি] চামুণ্ডে! চামুণ্ডে! রাখ ও বীভৎস নরমুণ্ড চর্ব্বণ; শান্ত হও—কাছে এস।

করালের মুণ্ড হস্তে কালীর আবির্ভাব।

কালী। ধর দেবী ছিন্নমুণ্ড করালের! [পদতলে ফেলিয়া দিলেন]

আদ্যাশক্তি। করাল! হা—হতভাগ্য পুত্র! এই পরিণতি! কেন

উদ্ধত হয়েছিলি তোরা! আমার কোল ত তোদের জন্যও পাতা! চামুণ্ডে! আজ হ'তে তোমার আর একটী নাম করালী।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। আর একটী ডাক দাও মা—আর একটী ডাক দাও। টলায়মানা পৃথিবীর সকল বেদনার উপর মাতৃস্বভাব ছড়িয়ে দিয়ে ঐ রকম শান্তি ঢালা আহ্বান-বংশী আর একটিবার বাজাও, মা—ঐ রণোন্মাদিনী দেবী ছিন্নমস্তার কানে! তা না হ'লে সৃষ্টির পরমায়ু আর বেশিক্ষণ নয়। দেখ মা করুণায়তাক্ষি! কি প্রলয়ঙ্কর পাদ বিক্ষেপ! কি বীভৎস শোণিত-সমুদ্র পান! কি ভীষণ উল্কাবৃষ্টি প্রতি কটাক্ষে সৃষ্টির উপর! বিলম্ব ক'রো না, মা! টেনে নাও ও মহাশক্তি—আপনার মধ্যে; লীন ক'রে নাও, মা—ও অতৃপ্ত পিপাসাতুরায় ঐ অগাধ তৃপ্তির হাস্য রেখায়; রক্ষা কর তোমারই প্রসব করা সৃষ্টি। তোমার ও তেজ কি ক্ষুদ্র বিশ্বের উপর বিকাশ করবার?

আদ্যাশক্তি। [ডাক দিয়া] ছিন্নমস্তা!

ছিন্নমস্তা। [নেপথ্য হইতে] পিপাসা!

ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন।

ব্রহ্মা। রক্ষা কর, মা—রক্ষা কর! বড় মোহান্ধ আমি। সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহামায়ার মোহ উৎপাদন করতে গিয়েছিলুম—কাম-রতিকে পাঠিয়ে, মোহ হওয়া দূরে থাক্‌, মা—আরও তৃষ্ণার্ত্তা, আরও ক্ষিপ্তা—আরও অট্টহাসিনী ভয়ঙ্করী! ঐ দেখ, মা, কাম-রতির বুকের উপর উঠে—যেরূপ প্রলয় তাণ্ডবে নৃত্য করছে— তাদের জীবন পাওয়া ভার। সৃষ্টি ছারখার হয় মা, রক্ষা কর; শান্তি কর ও মূর্ত্তিমতী পিপাসার।

আদ্যাশক্তি। [পুনরায় ডাক দিয়া] ছিন্নমস্তা!

ছিন্নমস্তা। [নেপথ্য হইতে পূর্ব্ববৎ] পিপাসা!

রোরুদ্যমানা পৃথিবী উপস্থিত হইলেন।

পৃথিবী।—

গীত।

ধর মা—ধর মা—ধরারে।
আমি কি সহিতে পারি—মা তোমার এত ভার
ডাক মা ও লয়করারে ॥
দেখ কি শোষক আঁখি মোর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
কোথা পাব সে শোণিত ও পিপাসা নিবারণে—
কি ভীষণ পদ দাপ গেল মা পাঁজর ভাঙা,
ললাটে গভীর ক্ষত রুধিরে হৃদয় রাঙা;
হয়েছি উষর ভূমি—নাই আর শ্যামলতা
ওহো—মোর বুক ভরারে।

আদ্যাশক্তি। [ডাক দিয়া] ছিন্নমস্তা!

ছিন্নমস্তা। [পূর্ব্ববৎ] পিপাসা!

আদ্যাশক্তি। তোমার ও পিপাসার শান্তি কর্‌বার শোণিত সৃষ্টিতে নাই, দেবী! স্বকরে স্বীয় মুণ্ড ছেদন ক'রে নিজের রক্ত নিজে পান কর, সার্থক হোক্—তোমার ছিন্নমস্তা নাম।

অদূরে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির বিকাশ।

শান্ত হও, পৃথিবী! শান্ত হও সৃষ্টিকর্ত্তা! দেখ বৎস, ইন্দ্র! রতি কাম'পরিস্থিতা ছিন্নমস্তা মহাদেবী—বাম হস্তে স্বীয় ছিন্নমুণ্ড, কণ্ঠ বিনির্গত রক্তের অবিরাম ত্রি-ধারা; এক ধারা নিপতিত—দেবীর বিস্তৃত বদনে, অন্য দুই ধারায় পরিতৃপ্তা—অনুঃস্থতা ডাকিনী যোগিনী। শান্তি—শান্তি।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র। জয় মা—ছিন্নমস্তা—জয় মা ছিন্নমস্তা।

মার্কণ্ডেয় উপস্থিত হইলেন।

মার্কণ্ডেয়। জয় মা সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী অখিল শাস্ত্রসারা,
জয় মা সর্ব্বসিদ্ধিরূপিণী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা,
জয় মা সর্ব্বসঙ্কটবিনাশিনী সর্ব্বেশ্বরী শিবে।

আদ্যাশক্তি। মার্কণ্ডেয়!

মার্কণ্ডেয়। তোমায় প্রণাম করতে এসেছি, মা প্রণবরূপিণী! সেদিন উপযাচিকা হ'য়ে একটা প্রণাম তুমি আমার কাছ হ'তে চেয়ে নিয়েছিলে, আজ আমি উধাও হ'য়ে—প্রাণের সমস্ত প্রণতি তোমার পাদপদ্মে ঢাল্‌তে এসেছি। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি মা—আমার প্রণামের বলে তুমি জগৎপ্রণম্যা নও; তুমি স্বতঃই জগৎপ্রণম্যা, তাই জগতের শির তোমার পাদপদ্মে প্রণত হ'তে প্রতিমুহূর্ত্ত উন্মুখী। নিজের রক্ত নিজে পান ক'রে সৃষ্টিরক্ষা—এ জাজ্বল্যমান্ ভুবনমোহন মহাদৃশ্য—এ আপনাকে বিলিয়ে বিশ্বপালন করা পরম মাতৃত্ব, এ অনন্ত করুণার অবিরাম নির্ঝর চোখের সাম্‌নে থাক্‌তে ত্রিতাপ তপ্ত জগৎ—তার গাত্রদাহ নিবারণে আর যাবে কোথায়? স্থান কই! প্রণাম—জগৎ-প্রতিষ্ঠাত্রী জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রণম্যা!

আদ্যাশক্তি। চিরজীবী হও।

মার্কণ্ডেয়। প্রণাম—শরণাগতপালিনী সর্ব্ব দুঃখের সীমা।

আদ্যাশক্তি। চিরজীবী হও।

মার্কণ্ডেয়। প্রণাম—অবাঙ্মনোগোচর বিশেষণাতীতা ভাবময়ী, মা!

আদ্যাশক্তি—চিরজীবী হও।

নেপথ্যে দৈত্যগণ জয়ধ্বনি করিল।

দৈত্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর দুর্গমাসুরের জয়।

ইন্দ্র। [ডাক দিয়া] কে? কে?

করীন্দ্র। [নেপথ্যে] করীন্দ্রাসুর।

ইন্দ্র। [অবিশ্বাস করিয়া] কে?

করীন্দ্র। [নেপথ্যে] করীন্দ্রাসুর।

ইন্দ্র। [তথাপি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।] মিথ্যা—মিথ্যা।

করীন্দ্র। সত্য—সত্য! করীন্দ্রাসুর।

ইন্দ্র। করীন্দ্র! করীন্দ্র!

[ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গেলেন।

ব্রহ্মা। [সভয়ে] দেবি! দেবি!

আদ্যাশক্তি। নির্ভয় বিধাতা!

পৃথিবী। [কম্পিত কলেবরে] মা! মা!

আদ্যাশক্তি। বুকে এস, পৃথিবী!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমর-ভূমি।

রণসাজে সজ্জিত বালকগণ সহ অঙ্কুর দাঁড়াইয়াছিল, করীন্দ্রাসুর তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছিলেন।

করীন্দ্র। আমি ভেলা রচনা করেছি, বালকগণ, ক্ষুদ্র কদলীতরু সাজিয়ে, অনন্ত মহার্ণব পার হ'তে—যেখানে তলিয়ে গেছে জগতের যা-কিছু বৃহৎ। করাল, ঘোর, লোহিতাক্ষ, ঊর্দ্ধশিখ দৈত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ—তাদের দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে যে উত্তাল তরঙ্গে লীন, সেই মহাসমরে অবতীর্ণ হচ্ছি—ক্ষুদ্র শিশু তোমরা—তোমাদের ধ'রে—আমি করীন্দ্র; হাসির কথা। তবে আমার সাহস—অবজ্ঞার হ'লেও—আমি তোমাদিগে নিজের হাতে তৈরী করেছি; গড়েছি নূতন ছাচে, নূতন শিক্ষায়, নূতন প্রণালীতে নূতন নূতন উপাদান দিয়ে। দেখাতে হবে, শিষ্যগণ—নূতন একটা কিছু, জগতের চির পুরাতন সে উপহাস-তরঙ্গের গলা টিপে।

বালকগণ।—

গীত।

আমরা তোমার অগ্নি-বীণার তার।
বাদক তুমি রুদ্র অবতার।
নীল নভঃ তুমি, আমরা তারকা—মহামেঘ তুমি, আমরা করকা,
বিবেকের কোলে শান্তির মত,
মশানের বুকে জল্লাদ প্রায়
উপাসক হত্যার।

করীন্দ্র। বালকগণ! বাঁচ্তে কেউ আসে নাই; সংসারে প্রত্যেকেরই জন্ম কপালে মৃত্যুর জয়টীকা নিয়ে। তবে মৃত্যুর ভিতরেও অমরতা আছে—পরাজয়ের আবরণেও জয় থাকে। সেই মৃত্যু চিনে নেওয়াই প্রকৃত জন্ম—আর সেই জয়ের উত্তেজনায় অগ্রসর হওয়াই সত্য যুদ্ধ। আমরাও তাই চাই। মর্‌ব—থাক্‌ব গ্রন্থে-পুরাণে ঋষির তুলিকায় অমর। জগৎ দেখ্‌বে পরাজিত, প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ্‌বে—হেরেছে—কিন্তু অধিকার করেছে—অমূল্য, অপার্থিব, যা।

বালকগণ।— [পূর্ব্বগীতাংশ।]

বাজাও তবে গো তপ্ত সুরে দীপক রাগ,
জ্বালাও জগতে ক্ষিপ্ত শিখা করম-যাগ;
জীবন মোদের হোমের সমিধ্,
বাসনা মোদের পবিত্র হবি,
জয় মা মন্ত্র তার।

করীন্দ্র। চল, বালকগণ! চল আমার জীবন-সংগ্রামের জয় পতাকা ধারী প্রিয়, সাথিগণ! অদূরে জন্মের অপার পরীক্ষাক্ষেত্র। এসেছ—অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি পার হ'য়ে আলোক উচ্ছ্বাসের সমতলে; সম্মুখে আলোক অন্ধকারের অতীত—অজ্ঞাত শান্তির মহা সমারোহ! একবার দেখে নাও শেষ প্রীতির চাহনিটী দিয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী তোমাদের জন্মভূমি; একবার ভেবে নাও—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, সংসারের যত অনিত্য স্নেহ-বন্ধন; একবার ব'লে নাও—অন্তর বাহির এক ক'রে মুক্তকণ্ঠে—জয় মা মহাশক্তি।

বালকগণ। জয় মা মহাশক্তি!

অঙ্কুর। তবে দাও লাফ, সৈন্যগণ, সিংহবিক্রমে—দৈত্যসৃষ্টি ডুবিয়ে দেওয়া অনন্ত এ মহার্ণবের উপর। উচ্চকণ্ঠে, গগন কাঁপিয়ে বল—জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়!

বালকগণ। জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়!

প্রতিমা উপস্থিত হইলেন।

প্রতিমা। আদর্শ বীর করীন্দ্রাসুর এ পথে?

করীন্দ্র। কে তুমি, মা?

প্রতিমা। আমি ভ্রমরের মা।

করীন্দ্র। ভ্রমরের মা! [ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া] যা হোক্ মহাযাত্রার মুখে পূর্ণঘট দর্শন হ'লো।

প্রতিমা। যা বল্‌ছি—তার উত্তর দাও।

করীন্দ্র। এ পথে আমি কেন? কেন, এটা কি দৈত্যজাতির পথ নয়, মা?

প্রতিমা। দৈত্যজাতির পথ—কিন্তু তুমি ত দৈত্য নও, করীন্দ্র!

করীন্দ্র। বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, মা—তুমি কি সূত্রে ধারণা কর্‌লে, আমি দৈত্যজাতির বাইরে।

প্রতিমা। জন্ম নিয়ে যদি জাতি হয়,—তা' হ'লে তুমি দৈত্যজাতির ভিতরে, আর কর্ম্ম নিয়ে যদি জাতি হয়—তা হ'লে কে বলে তুমি দৈত্য? আর আমার ধারণা—কর্ম্ম নিয়েই জাতি।

করীন্দ্র। মিথ্যা বল্‌তে পারি না, মা—তোমার ধারণা, তবে কর্ম্ম নিয়ে জাতি হ'লেও—কর্ম্মটাও যে আবার জন্মগতই।

প্রতিমা। না বীর! কর্ম্ম যদি জন্মগত হ'তো—তা' হ'লে হিরণ্যকশিপুর দর্পের প্রাসাদে প্রহ্লাদের পুণ্য কুটীর উঠ্‌ত না; বিদ্যুৎ বিনাক্ত মেঘ হ'তে জন্ম নিয়ে—জল এমন পানীয়, জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় হ'তে পার্‌ত না। জন্মের সঙ্গে কর্ম্মের কিছুই নাই। কুলটার গর্ভেও সাবিত্রী জন্মাতে শুনেছি, শুক্তির মধ্যে মুক্তার উদ্ভব—এ চাক্ষুষ দেখা। জন্ম

কর্ম্মের সোপান নয়, বীর, কর্ম্মই জন্মের পরিচায়ক—জাতির পরিচায়ক। তুমি দৈত্য নও।

করীন্দ্র। কই! আমি ত দানব-সাধারণের বিরুদ্ধবাদ কোন কর্ম্ম করি নাই, মা!

প্রতিমা। তুমি দেবীর পূজা করিয়েছ!

করীন্দ্র। পূজা করিয়েছি—কিন্তু পূজা ত করি নাই।

প্রতিমা। পূজা করার চেয়ে—পূজা করান'টা কোন অংশে কম নয়, করীন্দ্র! ভগীরথ শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে গঙ্গা এনেছিলেন, কিন্তু দেবীর মর্ত্ত্য অবতরণে মাথায় ধ'রে তাঁর সাহায্য করেছিলেন যিনি,—তিনি মহাদেব।

করীন্দ্র। মা! মা! টলিয়ে দিয়ো না, মা—ধীর গবেষণায় সিদ্ধান্ত করা প্রাণের এ একমুখী উত্তমটায়! টেনে নিয়ো না, মা—ও মহা আকর্ষণী দৃষ্টি দিয়ে এ দৈত্য অনুঃসৃত অর্দ্ধেক আসা পথ হ'তে। তুমি হাত ধর্‌লে যত বড়ই বীর হোক্, একটী পা নড়্‌বার শক্তি কারও নাই। তোমার যুক্তির কাছে বেদ, দর্শন, চণ্ডী, তন্ত্র, সকল কণ্ঠ নীরব। ছেড়ে দাও, মা—ধরা হাত, রেখে দাও, মা—ও ধৈর্য্যহারাণো উপদেশ দেওয়া—একটা দিন—আজকার মত; ভিক্ষা কর্‌ছি। আমি দৈত্য; না হ'লেও দৈত্য হুঙ্কারে একটা লাফ দিয়ে যাই।

প্রতিমা। সে আবার কি! দৈত্য না হ'লেও দৈত্যের অভিনয় কর্‌বে! কিসের অভিমান তোমার, বীর?

করীন্দ্র। অভিমান? অভিমান—[বলিতে পারিলেন না] না—থাক।

প্রতিমা। বল—

অঙ্কুর। আমি বল্‌ছি, মা, শুনুন,—আমরা দৈত্য ছিলুম না, দেবীই আমাদিগে গলাধাক্কা দিয়ে দৈতের দলে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রতিমা। [সাশ্চর্য্য] ঠেলে দিয়েছেন! দেবী?

অঙ্কুর। হাঁ, মা! দেবতাদের পূজাস্থলে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে; সকলেই কৃতাঞ্জলিপুট; নয়নে অশ্রু কণ্ঠে মা মা সকলেরই; কিন্তু দেবী এলেন, দর্শন দিলেন—সমুদ্র মন্থনে সুধা বণ্টনের মত—বেছে বেছে তাঁর আদরের দেবতা ক-টিকে। দাঁড়িয়ে রইলুম—আমরা দুই গুরু-শিষ্য—মাতৃ-দর্শন অধিকারে বঞ্চিত, অন্ধ, নীরব, বধির, অপদস্থ, চোর। উপায় কই, মা, আর আমাদের দৈত্য না সেজে। মা-ই যে সাজিয়েছেন।

প্রতিমা। ও—এই অভিমান?

করীন্দ্র। কথা ক'য়ো না, মা—কথা ক'য়ো না আর। এত বড় একটা অনাদর, অপমানকে যদি তুমি এত ক্ষুদ্রত্বের দিকে টেনে নিয়ে এস; সবাই মায়ের ছেলে, সবাই মাকে চায়, সকলেই ডাক্‌ছে—আয় মা ব'লে—মা এলেন কি না তার ভেতর দলাদলি নিয়ে,—প্রিয়দের জন্য প্রবোধ, আর পতিতদের জন্য—ওঃ এ অভিমানও যদি তোমার বিচারে—"এই অভিমান"—হয়,—কথা ক'য়ো না. মা! আমরা দৈত্য—মায়ের তর্জ্জনী নির্দ্দেশে দেখিয়ে দেওয়া—যুদ্ধ কর্‌ব।

প্রতিমা। করীন্দ্র—

করীন্দ্র। কথা ক'য়ো না—আমি তোমায় চিনি; এখনই একটা কথা কইতে পেলেই জলজ্বলে প্রমাণ ক'রে দেবে,—এটা কিছু নয়—মা নির্দ্দোষ, যত অপরাধ আমাদের। কথা ক'য়ো না, মা—তোমায় মাতৃত্বের দিব্যি।

[প্রতিমা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন]

এর উপর কথা কও—এই আমি কানে আঙুল দিলুম।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। তুমি মাকে দেখ্‌বে? মাকে দেখ্‌বে, করী?

করীন্দ্র। দেবরাজ!

ইন্দ্র। হাঁ, অভিমান করেছ? অস্ত্র ফেল; চল—আমি মাকে দেখাচ্ছি, শুধু তোমায় নয়—তোমার চালিত সকলকেই!

করীন্দ্র। মা কি দেখা কর্‌বার জন্য আপনাকে দিয়ে আমাদের ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন, দেবরাজ?

ইন্দ্র। আমি নিজে এসেছি করী! একদিন তুমি আমার মাতৃদর্শনে বুক দিয়েছিলে, চল—আজ আমি তোমায় মা দেখাব।

করীন্দ্র। দানের প্রতিদান? উপকারের প্রত্যুপকার?

ইন্দ্র। না করী, তোমার দানের প্রতিদান নাই; যে উপকার তুমি আমার করেছ—তাতে বাসবের মহত্ব, দেবত্ব, সমস্ত উচ্চতাকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে চাপা দিয়ে ফেলেছে। এমন একটা কিছু নাই আর আমার মধ্যে, যে—সে চাপা ঠেলে দিয়ে ফুঁড়ে ওঠে তার বিনিময় দিতে। তবে আমি যে তোমায় মা দেখাতে চাচ্ছি—একা এ মায়ের ছেলে হ'য়ে তৃপ্তি নাই—ভাই চাই। আমি অপলক সহস্র চোখে দেখেও এর কিনারা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছি না; আমার ধারণা—জ্ঞানে তুমি অনন্ত দৃষ্টি,—তুমি যদি কিছু কর্‌তে পার। চল—দেখ্‌বে চল।

করীন্দ্র। যান্—দেবরাজ! আমি মা দেখ্‌ব না।

ইন্দ্র। কেন—কেন, করী?

করীন্দ্র। ছেলে হ'য়ে মাকে দেখ্‌তে হবে, দেবরাজ—তার আর এক ছেলের সাহায্য নিয়ে? কি অপরাধ করেছি আমি মায়ের চরণে—যার জন্য তাঁর সীমা ছাপানো এতখানি রাগ? আর সেই রাগ ভাঙাতে শিশুর মত আমায় ধ'রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে হবে তাঁর সাম্‌নে,—জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত আপনাকে? যান্, দেবরাজ! আমি মা দেখ্‌ব না; মায়ের যদি হয় এমন অন্যায় রাগ—আমিও মায়ের ছেলে—আমারও তার সঙ্গে আড়ি;—আমি যুদ্ধ কর্‌ব।

ইন্দ্র। যুদ্ধের নাম ক'রো না, করী। আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! ওদিক দিয়ে তার দেখা পাবে না, মাত্র—[বলিতে পারিলেন না] দেখ্‌ছ ত, করী—এ বড় সর্ব্বনেশে মা ; আছে ত বেশ নির্ম্মল গঙ্গার জল, একটু এদিক ওদিক হ'লেই অমনি টগ্‌বগে কর্ম্মনাশা। তোমার হাতে ধর্‌ছি ভাই—মায়ের উপর অভিমান ক'রে আমায় ভাইহারা ক'রো না। তোমার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনেই আমার বুক ভেঙে গেছে ; ছুটে এসেছি—সে কেবল আজীবনটা ছোটাছুটী করার পা ব'লে। অস্ত্র ফেল, ভাই, তুমি কি করিয়ে নিতে চাও, আমায় দিয়ে—নাও ; যত অসাধ্য হোক্, আমি কর্‌ব। কথা রাখ, করী! একদিন আমার একটা কথায় সমগ্র দৈত্য-জাতির বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়ে আমায় দেবরাজ ক'রে মাথায় তুলেছ, আর আজ এই সামান্য আব্‌দারটুকু রক্ষা ক'রে তোমায় ভাইয়ের মত বুকে বুকে জড়িয়ে রাখ্‌তে দেবে না ?

করীন্দ্র। না—দেবরাজ! সত্য বল্‌তে কি—এইবার আমার আপনার উপর হিংসা হয়েছে। আপনি দেবরাজ ব'লে নয়, এ ভীষণ যুদ্ধের অদূর ভবিষ্যতে জয়মাল্য আপনার—তা ভেবে নয় ; আপনি মা কেড়ে নিয়েছেন—আপনার আর আর ভাইদের ঠকিয়ে। যান্—থাকুন্ গে মা নিয়ে ; পারি—আমরা আমাদের অপহৃত মা উদ্ধার কর্‌ব ; না পারি মর্‌ব, কোন দুঃখ নাই। চল্‌ছিল ভ্রাতৃভক্তির ইতিহাস—জ্বল্‌লো ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের আগুন ; এও স্বাভাবিক, সংসারে প্রত্যহই হয়। হয়—মাটী নিয়ে, হবে মা টী নিয়ে।

ইন্দ্র। [ক্ষণেক চিন্তা করিয়া] আচ্ছা, করী। আমি যদি তোমার মাকে এইখানে এনে দিই ?

করীন্দ্র। মা আস্‌বেন ?

ইন্দ্র। যদি আসেন ? তা' হ'লে—

করীন্দ্র। তা' হ'লে ? তা' হ'লে—না দেবরাজ, ঠিক বল্‌তে পারছি না কি করব তা' হ'লে। বুঝ্‌তে পারছি না, আমার সে সময়কার অবস্থাটা ;—ক্রোধের, না কান্নার,—অস্ত্র ধরার, না আত্ম নিবেদনের।

ইন্দ্র। দাঁড়াও—আমি আস্‌ছি। [গমনোদ্যত]

করীন্দ্র। অনুরোধ করবেন ?

ইন্দ্র। অনুরোধ করব, আছ্‌ড়ে পড়ব পায়ে ;—না হয়—শেষ মাতৃদ্রোহ—ভাইএর জন্য।

[প্রস্থান।

প্রতিমা। [ইন্দ্রের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া] করীন্দ্র ! সত্যই ইনি দেবরাজ !

করীন্দ্র। হাঁ, মা। মাথা আপনি নুয়ে আসে।

প্রতিমা। তুমি যুদ্ধ কর। শত্রু যদি হয় এ রকম সর্ব্বজনপ্রিয় মূর্ত্তিমান্ সততা, অস্ত্র যদি হয়—তোমাদের এই অশ্রু টেনে আনা হৃদয়, লক্ষ্য যদি হয়—প্রতি মুহূর্ত্তে সেই এক জগদ্ধাত্রী মা—যুদ্ধ কর, আমি বাধা দিই না—উত্তেজিত করি। দেখুক্ এ নব যুদ্ধ বিশ্ব তার গুরুদত্ত চক্ষু নিয়ে ; বর্ণনা করুক্ অমর কবিরা এর গুহ্য ভাব—নব নব ভাষায়, প্রাণের নূতন রস নিংড়ে ; বিচারে বসুক তার্কিককগণ, এ যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টায় লাভ—কোন্‌টায় ক্ষতি। যুদ্ধ কর, করীন্দ্র ! আশীর্ব্বাদ করি—আমি যেমনি তোমায় নিরস্ত করতে এসে উল্টে উৎসাহিত ক'রে যাচ্ছি,—মা-ও তেমনি তোমার মাথার উপর করকা হ'য়ে এসে পুষ্পবৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ুক্।

[প্রস্থান করিলেন।

করীন্দ্র। অঙ্কুর ! ব্যূহ রচনা কর—নিরাপদ্ স্থান দেখে ; আমি একবার সম্রাটের কাছ হ'তে আস্‌ছি। যাব কি আস্‌ব !

[প্রস্থান করিলেন।

অঙ্কুর। অগ্রসর হও বালকগণ—উত্তর দিকে। আজ তোমাদের মনের মত সাজাব।

বালকগণ। জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়।

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

নত বদনে অরুণ দাঁড়াইয়াছিল—সম্মুখে সশস্ত্র দুর্গমাসুর ভৎর্সনা করিতেছিলেন।

দুর্গমাসুর। হত্যা কর্‌ব, হত্যা কর্‌ব আমি তোকে অপদার্থ! রক্তবীজের পুত্র তুই এই সংবাদ বহন ক'রে এসেছিস্? এই অসহ্য পরাজয়! এই বিপুল দানব শক্তির আশ্চর্য্য ক্ষয়! করাল—ঘোর—আমার অমরজয়ী সেনানায়কদের শোচনীয় মৃত্যু! ওঃ রক্তবীজপুত্র! দেখে এলি দাঁড়িয়ে—দৈত্যজাতির এই অবনত শির? আস্‌তে পার্‌লি ফিরে? শোধ নিতে না পারিস্—বিষ ছিল না খাবার? অস্ত্র ছিল না আপনার বুকে বসাবার? আমি তোকে হত্যা কর্‌ব। এ দুর্ব্বহ অপমান হ'তে বেঁচে থাকা আরও কলঙ্কের। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

গীতকণ্ঠে সাধক আসিয়া মধ্যে দাঁড়াইলেন।

সাধক।—

গীত।

পরাজয়ে পড়ে যাও কি কর কি কর বীর!
আরও জোরে বাঁধ বুক আরও তেজে তোল শির।

পরাজয় নাই এ রণে যোঝ অনন্ত কাল,
জন্ম মৃত্যু সে এই সমরেই খাঁড়া ঢাল,
ঘুরিছে মায়ার চাকা,
তোমারে দিয়েছে ঢাকা,
কর গো লক্ষ্যভেদ ছায়া ধ'রে ছাড় তীর।

[প্রস্থান করিলেন।

দুর্গম। [কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া] বল—বল চর, বজ্রাঘাত ত যা করবার করেছ,—আমি স্থির দৃঢ়, শুনতে চাই এ সমরের আদ্যোপান্ত বর্ণনা। অভয় দিলুম তোমায়—বল আমার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিরা কি ভাবে ম'লো? কে—কতক্ষণ, কিরূপ উৎসাহে যুদ্ধ করলে? কাকে কোন্ উপায়ে গ্রাস করলে সে রাক্ষসী? বল,—শুনি,—বুঝি—দানব-ইতিহাসের এ অধ্যায়টা বেশ জ'মে উঠেছে কি না? শোনাও আগে সেনাপতি করালের কথা।

অরুণ। নিতান্তই পরম পিতা প্রতিকূলে আমাদের প্রতি—সম্রাট্! তা না-হ'লে সেনাপতির সে সর্ব্বগ্রাসী সমরানলে সৃষ্টি এক মুহূর্ত্ত থাকৃতে পারে না। প্রথমে পিশাচী আটটা শক্তিতে ভাগ হ'য়ে অসংখ্য চেড়ী নিয়ে—সমরভূমে—সেনাপতির সামনে নামল; কি বলব সম্রাট্—সে যুদ্ধের বর্ণনা ভাষায়—আকাশ আচ্ছন্ন অস্ত্রে, বায়ুর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হুঙ্কারে, চক্ষে শুদ্ধ রাশি রাশি হত্যার বীভৎস চিত্র! সে সময় মনে হ'লো, সম্রাট্,—পৃথিবীটা আর কিছুই নয়—কেবল একটা তাজা রক্তের ফোয়ারা।

দুর্গম। সুন্দর—চমৎকার—হৃদয়গ্রাহী!

অরুণ। কিছুক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ হওয়ার পর পিশাচীরা পরাজিতা, রণে ভঙ্গ দিলে। উল্লাসে আত্মহারা সেনাপতি বিজয়-শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন।

দুর্গম। ধন্য করাল! তোমার বীর নাম দৈত্য ইতিহাস সুরঞ্জিত ক'রে রইল। তার পর—

অরুণ। তার পর কি বল্‌ব, সম্রাট্! সেই শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কোথা হ'তে একখানা মেঘ ছুটে এলো; কালো কশ্‌কশে, কড়্‌কড়্ ডাক—ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ! সেনাপতি উড়োন বান্ বল্‌তে যত ছিল—একে একে সব ছাড়্‌লেন; কিন্তু সম্রাট্! সে কি ভয়ানক মেঘ,—বিশ্বগ্রাসী হাঁ, খল খল হাসি, ধেই ধেই নৃত্য—তাতে একবিন্দু জল নাই, কেবল রাশি রাশি বজ্রে ভরা। মেঘ উড়্‌ল না—সমরভূমি ছেয়ে ফেল্‌লে। অন্ধকার! কিছুই দেখা গেল না আর। যখন মেঘ স'রে গেল,—দেখ্‌তে পেলুম—তার এক হাতে ঝোলান' আমাদের সেনাপতির ছিন্ন—

দুর্গম। করাল! করাল! চির-নিদ্রিত হয়েছ, বীর! স্বপ্নেও শুন্‌তে পাবে—এর শোধ আমি অক্ষরে অক্ষরে নিয়েছি। তার পর ঘোর—

অরুণ। তাঁরও রণ-নিপুণতা ঐরূপই বর্ণনাতীত, সম্রাট্! তাঁরও মৃত্যু দৈত্য-ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করবার যোগ্য। তাঁর সঙ্গে সংগ্রামে দাঁড়িয়েছিল যে রাক্ষসী তার মধ্যে বোধ হয় প্রাণ নাই, চলা-ফেরা করে কেবল পিপাসার জোরে। সে কি পিপাসা, সম্রাট্! রক্তের সমুদ্র পান ক'রেও তার গলা ভিজ্‌ল না, শেষে নিজের মাথা নিজে কেটে রক্ত খেতে লাগ্‌ল ঢক্ ঢক্ ক'রে! আমার মনে হ'লো, সম্রাট্! সংসারের সমস্ত পিপাসার সৃষ্টি বুঝি সেই অনন্ত পিপাসার একটু কণা নিয়ে।

দুর্গম। থাক্—থাক্, এ পিপাসার শান্তি করব আমি—আমার গলিত তপ্ত প্রতিহিংসা তার কণ্ঠনালীতে ঢেলে। অরুণ! একদিন তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের জন্য আবেদন ক'রে আশাভঙ্গ হ'য়ে গেছ না? আজ তুমি ইচ্ছা করলে সেনাপতি হ'তে পার, আমি দিচ্ছি যেচে। হ'তে চাও?

অঞ্জলি উপস্থিত হইলেন।

অঞ্জলি। সাম্রাজ্যে কি এর মধ্যেই বলির অভাব প'ড়ে গেল, সম্রাট্! কুষ্মাণ্ড বলির ব্যবস্থা হচ্ছে?

দুর্গম। রাজকুমারি! পরাজয় দেখ্‌তে এসেছ?

অঞ্জলি। না; ও ত দেখা—জানা। পরাজয় দেখ্‌তে আসিনি, দেখ্‌তে এলুম তোমার রঙ্গ!

দুর্গম। রঙ্গ?

অঞ্জলি। হাঁ; সমুদ্র পার হ'তে ফেণা ধরা—রঙ্গ নয়? করাল গেল, ঘোর গেল—দানব-বাহিনীর চালক হলো বালক অরুণ—সর্ব্বগ্রাসিণীর সংগ্রামে। এটায় যেন এই বোঝাচ্ছে সম্রাট্—অন্তঃসার শূন্য সংসারের সদর ফটক চুনকাম ক'রে লোক দেখানে ঠাট বজায় রাখা।

দুর্গম। অন্তঃসার শূন্য কিসে দেখ্‌লে রাজকুমারী? এখনও আমি বর্ত্তমান যে!

অঞ্জলি। তুমি! তুমি ত এখন হস্ত পদ শূন্য কাটা ধড়, কর্ম্মহীন জন্ম, অরাজক রাজ্য; তুমি আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে কোন্ বলে?

দুর্গম। অসংখ্য তারকার অভাবেও যে বলে চন্দ্র ফোটে।

অঞ্জলি। ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে যে ও চন্দ্র কলায় কলায়—প্রকৃতির শাণ-যন্ত্রে প'ড়ে! এখনও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, শর্ব্বরী-ভূষণ! সম্মুখে তোমার অমা-বস্যা?

দুর্গম। ডুব্‌ব; আর তোমার বল্‌বার কিছু আছে?

অঞ্জলি। ডুব্‌তে না,—বরং আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে থাক্‌তে—দু-দণ্ডের গৌরবে ফেটে না ম'রে যদি মা বলে শরণ নিতে।

দুর্গম। রাজকুমারি! এই অস্ত্র নাও—হত্যা কর আমায়—বিদ্রূপ ক'রো না। তোমার ও নীতিগর্ভ উপদেশ—এখন আমার নুনের ছিটে, কাটা ঘায়ে।

অঞ্জলি। তা' জানি; আর শুধু তোমার কেন—মৃত্যু রোগে সুপথ্য অরুচিকর বিরক্তির, এ সংসারটার স্বভাব। তবে আশায় প'ড়ে তার

আত্মীয়দের জোর ক'রে খাওয়ানর প্রথা—নীতি-সম্মত, তাই আমার অপমানিত হ'য়েও বার বার প্রয়াস। শরণ নাও, সম্রাট্! যুদ্ধে তার দমন হবে না—হবে কেবল গ্রাস বাড়ানো। শরণ নাও, মাথা নোয়াও; প্রবৃত্তিকে শান্ত কর।

দুর্গম। আমি প্রবৃত্তির অধীন নই, রাজকুমারি! তা' হ'লে—তুমি আমার কাছ হ'তে উড়ে যেতে পার্‌তে না।

অঞ্জলি। আমি যে তোমার কাছ হ'তে উড়ে গেছি—এটা আমি ধারণা কর্‌তে পার্‌ছি না, সম্রাট্—যে তুমি আমায় ইচ্ছা ক'রে ছেড়ে দিয়েছ। আমি উড়ে গেছি—আমি প্রবৃত্তিকে চিন্ময়ী ব'লে চিনে নিয়েছি; আর তোমার সাধ্য কি আমায় ধর্‌বার। তা না হ'লে জাল ত তোমার এখনও পাতা। তুমি আমায় ছেড়েছ কই? আমার এই দেহটাকে ছেড়েছ—কিন্তু যে মহাশক্তিতে গর্ব্বিত আমি, চালিত আমি—তাকে প্রবল বিক্রমে ঘেরাও ক'রে বসেছ। আশা—তাকে বশীভূত ক'রে আমায় উপযাচিকার মত নেবে।

দুর্গম। কণায় হাত দিয়ে কি হ'বে, রাজকুমারী! বিরাট্‌কে আট্‌কেছি।

অঞ্জলি। তুমি সূক্ষ্মদর্শী; এর জন্য আমি তোমার প্রশংসা করি। তবে একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ যে; এ আট্‌কানোটা সৈন্যের প্রাকারে, অস্ত্রের গণ্ডীতে, মার মার শব্দ না হ'য়ে, যদি নৈবেদ্যের বেষ্টনে, অশ্রুর পরিখায়, মা-মা মন্ত্রে হ'তে—ফল হ'তো।

করীন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

করীন্দ্র। ভুল—ভুল—ঐটেই মস্ত ভুল। অনেক নৈবেদ্য লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেছে, অনেক অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে, অনেক মা—মা—শূন্যে মিশে গেছে।

দুর্গম। করীন্দ্রাসুর!

করীন্দ্র। হাঁ, সম্রাট্! সংবাদ দিতে এলুম—আমি সংগ্রামে নেমেছি—আমার নিজের তৈরী সৈন্য কিছু নিয়ে। আমার আবশ্যক মত খাদ্যের সরবরাহ করা হোক্।

দুর্গম। তুমি সংগ্রামে নেমেছ? আমার বিনা আহ্বানে!

করীন্দ্র। এতে বিস্ময়ের কারণ কি, সম্রাট্?

দুর্গম। সেই করীন্দ্রাসুর, তুমি?

করীন্দ্র। কোন্ করীন্দ্রাসুর আমি, সম্রাট?

দুর্গম। যে করীন্দ্র, দেবতাদের পূজায় আত্মবলি দিয়ে এই রাক্ষসীকে আদর ক'রে ডেকে এনেছে?

করীন্দ্র। হাঁ, সম্রাট্—সেই করীন্দ্রই আমি। ডেকে এনেছি—সে ত পূর্ব্বেই বলেছি—শত্রুকে সমাদরে ডাকা দানব-কুলের প্রথা, মৃত্যুকে বুকে জড়িয়ে যুদ্ধ করা প্রকৃত বীরত্ব। তাতে কি সম্রাট্ আমায় কুলকলঙ্ক ঠাউরেছেন, যুদ্ধে নেমেছি—আশ্চর্য্য হচ্ছেন?

দুর্গম। করীন্দ্র! [বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিলেন]

করীন্দ্র। সম্রাট্! যুদ্ধ সাধ মেটান' যোদ্ধা জীবনের একটা পরম পরিতৃপ্তি; সমরে সমান প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া বীরজন্মের সৌভাগ্য। ইচ্ছা হয় না কি, সম্রাট্—যে শক্তিতে মহাবীর মহিষাসুর শায়িত, অমরকল্প রক্তবীজ রক্তশূন্য, জগৎ-বিজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ আজ জগতের পরপারে—দেখি একবার দু' চোখ মিলে—কি সে শক্তিটা? কতখানি তার প্রাণ? কোন্ ভ্রমর-গুঞ্জিত প্রণব ঝঙ্কারে গঠিত তার কল্পনাময় দেহ? সম্রাট্! জন্ম আমাদের চৈতন্যময় দৈত্যবংশে, সামান্য কজন দেবতায় ঘাঁটিয়ে—তুচ্ছ বিনশ্বর পঙ্কিল ঐশ্বর্য্য তরঙ্গে গা ডুবিয়ে, সোনার জন্মটায় ব'সে ব'সে পচিয়ে ফেলান'র চেয়ে—তার সুপক্ক অবস্থায় সত্যের নৈবেদ্যে ধ'রে দেওয়ার সুযোগ আনা সুখের নয় কি?

দুর্গম। করীন্দ্র! বীর! দানব-গৌরব উপাখ্যানের এ অধ্যায়ের নায়ক দেখ্‌ছি তুমি। উচিত—তোমারই সম্রাট্‌ হওয়া, আর তোমার মাথায় মুকুট তুলে দিয়ে তোমার সেনাপতি হ'য়ে আমার সমরভূমে যাওয়া।

করীন্দ্র। না, সম্রাট্‌! সম্রাটের যোগ্য আপনিই। আপনি এ ইতিবৃত্তের শ্রেষ্ঠতম নায়ক। আমরা যে চলেছি—আপনারই চালিত, আপনারই লক্ষ্য ধ'রে, আপনারই আবিষ্কৃত পথ পাথর দিয়ে পাকা ক'রে। আপনি স্বভাব-গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষী বর্ষার ধারা—ফুটেছি আমরা সেই রসে পদ্ম, টগর, গোলাপ, যূঁই নানা জাতীয় ফুল। আপনি মণিময় অজগর—স্থির ভাবে ব'সে ছড়াচ্ছেন স্নিগ্ধ আলো,—সেই আলোকে খুঁজে নিচ্ছি—সরীসৃপের বংশ আমরা—আপন আপন খাদ্য। আপনি সম্রাট্‌—আপনি শ্রেষ্ঠ—আপনিই নায়ক! আদেশ হোক্‌, সম্রাট্‌—বিদায়ের।

দুর্গম। চল, করীন্দ্র—আমিও যাব; দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব—তোমাদের এ যুদ্ধটা, আর পরিবেশন করব নিজ হাতে—তোমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য।

করীন্দ্র। না সম্রাট্‌, আপনাকে আর অতটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। যুদ্ধ দেখ্‌তে হয় চলুন,—খাদ্য বণ্টনের যোগ্য আমি একজন পেয়েছি—ঠিক মায়ের মত। আপনি মাত্র জিনিষ পাঠিয়ে দেন্‌। বেশি কিছু না—কিছু ফল, আর পানীয়ের জন্য যথাসম্ভব গঙ্গার জল—এর বেশি না। [অঞ্জলির প্রতি] আসুন, রাজকুমারি! আট্‌কানো দেখ্‌বেন; আপনার ও নৈবেদ্যের বেষ্টন, অশ্রুর পরিখা, মা-মা মন্ত্রে কিছু নাই—যদি বাধা পড়ে—পড়্‌বে অস্ত্রের বেড়ায়, রক্ত রেখায়, মার-মার মন্ত্রেই।

[প্রস্থান করিলেন।

দুর্গম। যাও, অরুণ! বর্ত্তমান যুদ্ধে খাদ্য সরবরাহের ভার তোমার।

[অরুণ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

দেখ্‌ছ কি, রাজকুমারী। আর দিতে হয়েছে ধরা।

অঞ্জলি। [মৃদুহাস্যের সহিত] হা-হা-হা ; দেরী আছে, সম্রাট্! দেরী আছে। শুধু ঢাকের বাদ্য জড় কর্‌লেই চড়ক হয় না। একটা লক্ষণ আমি সম্রাট্‌কে ব'লে যাই—যখন ঠিক ধর্‌বার মত হবে—দেখ্‌বে—তখন আর তোমার বাড়ানোর হাত থাক্‌বে না ; সব স্থির, সব নিষ্ক্রিয়, সব নিবেদিত।

[প্রস্থান।

দুর্গম। তবু চক্ষু থাক্‌বে—চুম্বনে ; হৃদয় নাচ্‌বে—রসাস্বাদনে, প্রাণ মিল্‌বে সহস্র বাহু—প্রেমালিঙ্গনে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদী-তীর।

ঋষি মার্কণ্ডেয় শূন্যদৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির সান্ধ্য-আরতি করিতেছিলেন, ঋষিগণ, ঋষি-পত্নী ও ঋষিবালকগণ স্তব-গীত গায়িতেছিলেন, ভাগুরি নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সকলে।—

স্তব—গীত।

দেবি! প্রপন্নার্ত্তি হরে! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য;
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহী স্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি;
অপাং স্বরূপ স্থিতয়া ত্বয়ৈত—
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে।
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত বীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী! সমস্তমেত ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ—
বিদ্যা সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু;
ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্য পরা পরোক্তি॥

[মার্কণ্ডেয় ঋষির আরতি শেষ হইল; ঋষিগণ ঋষি-পত্নী ও ঋষিবালকগণ ভূমিষ্ঠ প্রণত হইয়া আরতির অনুষ্ঠানাদি লইয়া স্ব স্ব কুটিরে প্রস্থান করিলেন।

ভাগুরি। [ব্যাকুলিত হইয়া] একবার দেখ্‌ব গুরু! একটীবার! এই আমার শেষ সাধ! অফুরন্ত প্রার্থনা-ভাণ্ডারের ফুরাণো কথা

মার্কণ্ডেয়। কি দেখ্‌বে, শিষ্য?

ভাগুরি। মা—মা,—এই একটী শব্দের উৎপত্তি স্থল!

মার্কণ্ডেয়। মা দেখ্‌বে, ভাগুরি! এই অধীর আগ্রহে? এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়ে? এই অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের মাঝে? স্থির হও, শিষ্য! দৃষ্টি আর আলোক এই দুয়ের সংযোগে দেখা,—চক্ষু তোমার খুলেছে, কিন্তু অন্ধকার এখনো কাটে নি; এখনও তোমার সেই আসুরিক অগ্রসর, বৎস!

ভাগুরি। [আশ্চর্য্যে] আসুরিক! গুরু! মা দেখা আসুরিক!

মার্কণ্ডেয়। হাঁ, বৎস! এই মা-দেখা নিয়ে করীন্দ্রাসুর উন্মত্ত আবেগে ছুটেছে।

ভাগুরি। সে দীর্ঘজীবী হোক্। সে অসুর নয়, গুরু—দেবতা।

মার্কণ্ডেয়। দেবতারাও অসুরদের ভাই, ভাগুরি!

ভাগুরি। এ আবার কি আদেশ কর্‌ছেন, গুরু! দেবতা অসুর এক ছাঁচের? মা-দেখা নিকৃষ্ট কর্ম্ম?

মার্কণ্ডেয়। মা দেখ, ভাগুরি; মা-দেখাই জন্মের উচ্চ লক্ষ্য। তবে তুমি অসুরও নও, দেবতাও নও,—তুমি মানুষ—মানুষের মত দেখ।

ভাগুরি। মানুষের মত! সে আবার কি রকম দেখা, গুরু?

মার্কণ্ডেয়। সেই দেখাই দেখার মত, শিষ্য! সে ক্রিয়া অসমাপিকা, অকর্ম্মক, অনুষ্ঠানহীন। দেব-দানবে দেখুক্—তাঁর সাকারা, সগুণা, সীমা-বিশিষ্ট শীর্ণ মূর্ত্তি—রতি সঙ্গ সুখের মত ক্ষণস্থায়ী, অতৃপ্ত লালসায়—উত্তেজনা অবসাদ, মিলন-বিরহ, আনন্দ অশ্রুর দোলমঞ্চে শুয়ে,—তুমি

দেখ তাঁর নিরাকার নির্গুণ অসীম অনন্তরূপ—বাহ্য প্রকৃতির বিস্তৃত ললাটে বায়ুর অযাচিত শীতল চুম্বনের মত অবিরাম—তৃপ্তি অতৃপ্তির পর-পারে দাঁড়িয়ে। দেব-দানবে দেখুক্—এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই মহাশক্তির চালিত; তুমি দেখ—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র,পত্র, পুষ্প, সমুদ্র, মরু, পর্ব্বত, বালুকা প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুতে সেই অচিন্ত্য মহাশক্তি স্বয়ং স্ফুরিত। দেখেছ ত, ভাগুরি! ব্রহ্মায় ব্রাহ্মী শক্তি, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী শক্তি, মহেশ্বরে মাহেশ্বরী শক্তি,—আর যা দেখার বাকী কি? তোমার ঐ দৃষ্টিটাই আর একটু দীর্ঘ, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ক'রে তোল না, দেখ না—তোমারই প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পানে চেয়ে,—নয়নে দৃষ্টি-শক্তি, কর্ণে শ্রবণ-শক্তি, বদনে বাক্‌শক্তি, চরণে চলচ্ছক্তি, হৃদয়ে অনুভব-শক্তি, মস্তিষ্কে ধারণাশক্তি, নিঃশ্বাসে জীবনীশক্তি, আর সমস্ত দেহ-তত্ত্বের সারভূতা মূলাধারে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারে কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি,—এক তোমারই মধ্যে কত রূপে কত শক্তির মহা সমারোহ। [মৃদুহাস্যে] ভাগুরি! মা দেখ্‌বে? দশ হাত? ত্রি-নয়ন? মহিষঘাতিনী? ধ্যানে যা পাও? ভাযার সমষ্টি যতটা এঁকে দিয়েছে? ছেড়ে দাও ও ক্ষুদ্র দেখা,—মা দেখ অনন্তভুজা, অনন্ত দৃষ্টিসম্পন্না, অনন্ত বিঘ্নবিনাশিনী।

ভাগুরি। [পুলকিত হইয়া] অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

[প্রণাম করিয়া] আমি মা দেখ্‌ব, গুরু! এই সর্ব্বঘটে স্থিতি, সর্ব্ব কার্য্যের কারণ রূপা, সর্ব্বরূপে স্বরূপ দেখানো সেই অরূপা মা! বলুন, এখন আমার কর্ম্ম কি?

মার্কণ্ডেয়। কর্ম্ম তোমার আর কিছু নাই, বৎস! এইবার প্রচার কর, ভক্তিকণ্ঠে দশদিকে—এই পরম তত্ত্ব; শিক্ষা দাও সহস্র রসনায় শক্তির সাধনা; জানাও এ বিশ্বাস হারানো বিশ্বকে মুক্তির প্রকৃত পথ—একমাত্র

মহাশক্তির আনুগত্য। উঠুক্ ব্রহ্মাণ্ডের বৃথা কোলাহল স্তব্ধ ক'রে সমস্ত নর-নারী কণ্ঠে এক মহামন্ত্র—

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি-মায়া ;
সম্মোহিতং দেবি সমস্ত মেত—
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ।"

শুধু জগতের নিস্তার নয়, তোমারও মা দেখার যা বাকী—এই ক্রিয়াতেই শেষ। মায়ের মুক্তকণ্ঠে বলা—

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।

[প্রস্থান করিলেন।

ভাগুরি। [আবেগভরে উচ্চকণ্ঠে] এস, এস বন্ধন-বেদনাতুর ব্রহ্মাণ্ড! এস শান্তি অন্বেষী মুক্তিকামী জগৎ! এস অসংখ্য পথের সন্ধি-স্থলে—দিগহারা উদ্‌ভ্রান্ত জীব! পথ চিনে যাও, মুক্তিময়ী মা-র সিংহদ্বারের পথ ; মার্কণ্ডেয় ঋষির অনন্ত জ্ঞানের আবিষ্কার।

ব্যথিত হৃদয়ে ষট্‌পুর উপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পুর। [অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে] মার্কণ্ডেয় ঋষি! মার্কণ্ডেয় ঋষি! কই? কোথা তুমি?

ভাগুরি। আবার কি প্রয়োজন তোমার ষট্‌পুর?

ষট্‌পুর। মার্কণ্ডেয় ঋষি কোথায়? তাঁকেই আমার দরকার।

ভাগুরি। বল, কি চাও? পাবে তুমি আমার কাছেই তাঁর যা কিছু।

ষট্‌পুর। পাব? পাব? তোমার হাতটা দাও ত—[ভাগুরির হাত ধরিয়া নিজের বুকে রাখিয়া] বল দেখি—আমি কি চাই?

ভাগুরি। তুমি—শান্তি চাও।

ষট্‌পুর। [ভাগুরির হাত ছাড়িয়া উল্লাসে] বলেছ ; দেখ্‌ছি তুমি

মার্কণ্ডেয় ঋষির জোড়া। আছে তোমাদের এখানে? পাওয়া যায়? এক-বিন্দু?

ভাগুরি। তুমিই একদিন বিধবাদের শান্তির জন্য এসেছিলে না, ষট্পুর?

ষট্পুর। [ললাটে করাঘাত করিয়া] গ্রহ! গ্রহ! ভুল করেছিলুম—মরেছি ওতেই!

ভাগুরি। নিজের ভুলটা তা' হ'লে এইবার বুঝ্তে পেরেছ?

ষট্পুর। অক্ষরে—অক্ষরে। যে বিধবাদের জন্য আমার বুকের এ কাঁপুনি, রক্ত হিম, অনাহার, অপলক চোখের পাতা—তারা দেখ্ছি—বেশ ঘাড় পেতে জোয়াল নিয়েছে। আমি মর্ছি ছুটে—কখনও তোমাদের কাছে, কখনও রাজার কাছে, তারা ছুট্ছে ইন্দ্র মার্তে—ব্রহ্মা মার্তে। আমি যত কাঁদ্ছি হাউ হাউ ক'রে, আমার মুখে একটু জল দেওয়া দূরে থাক্—তাদের ইচ্ছাটা বুড়ো আরও কাঁদুক—আরও কাঁদুক। আমার চোখ দুটোকে পেয়েছে যেন পাহাড়ের ঝরণা—মজা দেখ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমার পায়ে ধর্ছি, ঋষি, আমি জীবনে বল্‌ব না—বিধবাদের গতি কি? বল—আমার গতি কি? আমি যে গেলুম—তাদের দেখ্তে গিয়ে। জগতে জন্ম নিয়ে আর বুক চাপ্ড়ে বাঁচি কতক্ষণ? কত মাথা খুঁড়ি আর অদৃষ্টের পায়ে?

ভাগুরি। তোমার গতি হ'য়ে গেছে, ষট্পুর—বুঝ্তে পেরেছ যখন তোমার নিজের দোষটা।

ষট্পুর। বোঝা হয় নাই, ঋষি—বোঝা হয় নাই, বুঝেও বোঝা হয় নাই। বুঝেছি বটে—মেয়ে বল, নাত্নী বল, আত্মীয় বল, বন্ধু বল, কেউ কারও নয়, সবাই আপনার আপনার কর্ম্ম নিয়ে এসেছে, আপনার আপনার তালেই ঘুর্ছে; বুঝেছি—তাদের জন্য মাথা দিয়ে রেখেছি—এ

আমি কর্‌ছি কি ? কিন্তু ঋষি, তবু কর্‌ছি, এত যে শিরঃপীড়া, তাতেও গুঁজ্‌ছি মাথা ; এমন যে পাঁজর-ভাঙা আঘাত, তবু ডাক্‌ছি উৎকণ্ঠায়—আয়, আয়। এসেছি নিজের কিনারায় তোমার কাছে তপারণে—তবু উঁকি মার্‌ছে পাজি মন সেই ভাঙা হাটের দিকেই। বল, বল, ঋষি ! এ কি রোগ ? এর ওষুধ কি ?

ভাগুরি। একে বলে মোহ-রোগ, ষট্‌পুর—মায়ার বিকার। যতই বোঝ, যতই বিচার কর্‌—নিজের বিবেক-বুদ্ধিতে, এ রোগ মজ্জাগত। তবে এর ঔষধ আছে।

ষট্‌পুর। [সাগ্রহে] দাও, দাও, ঋষি ! আমি শরণাগত তোমার, যত তিক্তই হোক্, আমি যত্ন ক'রে চেটে খাব, একটু মুখ বাঁকাব না—বড় জ্বালা !

ভাগুরি। সে ঔষধ কিন্তু তোমাদের দৈত্য জাতির ব্যবহার নিষেধ।

ষট্‌পুর। আমি এক-ঘ'রে থাক্‌ব,—এ শূল-বেদনা হ'তে সে আমার লক্ষ গুণে শান্তির।

ভাগুরি। এ শূল-বেদনাটা তোমার ঠিক্ বেদনা নয়, ষট্‌পুর ! মহা-মায়া মায়ের অপার করুণা—তোমায় কোলে টেনে নেবার জন্য। তুমি মন প্রাণ, দুঃখ বেদনা—সব একমুখী ক'রে যুক্তকরে ভক্তি গদ্‌গদ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে একবার বল দেখি—মা মহামায়া ! তোমার দেওয়া দুঃখ আমি বুক পেতে বরণ ক'রে নিয়েছি—আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

ষট্‌পুর। [আদেশ মত] মা মহামায়া ! দেখ মা—তোমার দেওয়া দুঃখ আমি বুক পেতে বরণ ক'রে নিয়েছি, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বা—বেশ অষুধ ত ! এ যে যতদূর যাচ্ছে, একেবারে ঠাণ্ডা হিম ক'রে দিয়ে। বলাও—বলাও—

ভাগুরি। বল,—মা মঙ্গলময়ী চণ্ডিকে ! তোমার দেওয়া দুঃখ—দুঃখ

নয় মা—অনন্ত শান্তির সোপান; যেমন পৃথিবীর উপর বৃষ্টির ঝাপ্‌টা—তাকে শস্যশালিনী কর্‌বার জন্যই।

ষট্‌পুর। মা মঙ্গলময়ী চণ্ডিকে! তোমার দেওয়া দুঃখ—দুঃখ নয়, মা—অনন্ত শান্তির সোপান! তাই বটে—তাই বটে—ঋষি! আমার সকল জ্বালা জল হ'য়ে আস্‌ছে। বলাও—বলাও—বিরাম দিয়ো না রোগের শেষ আর ঋণের শেষ—বড় সর্ব্বনেশে।

ভাগুরি। বল—জয় মা মঙ্গলালয়া মহাশক্তি, জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া!

ষট্‌পুর। জয় মা মঙ্গলালয়া মহাশক্তি, জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া! [ভাগুরির হস্ত লইয়া নিজের বুকে রাখিয়া] দেখ দেখি এবার বুকটা—আর কাঁপুনি নাই—না? থেমে গেছে। মুখখানা কি আর সে প্রেতের মত দেখাচ্ছে? ডব্‌ডবে হয় নি? হয়েছে—হয়েছে; আমি নিজে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে—অন্তর-দর্পণে আমার সর্ব্বাঙ্গটা। [আনন্দে] জয় মা মঙ্গলালয়া মহাশক্তি, জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া!

ধীরপাদক্ষেপে জবা উপস্থিত হইল।

জবা। আবার বল, দাদা—আবার বল—জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া! এ মন্ত্র, সকল অশান্তি-ব্যাধির মহৌষধি।

ষট্‌পুর। [জবাকে স্থির, প্রকৃতিস্থ, আনন্দময়ী দেখিয়া বিস্ময় অথচ উল্লাসে] জবা! এ আবার কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, দিদি?

জবা। স্বপ্ন দেখ নাই, দাদা! যা দেখ্‌ছ সত্য। আমিও আজ ঐ মন্ত্রের জপ ক'রে ঐ রোগেই মুক্তি পাওয়া। স্বামী নাই, বৈধব্য নাই, সংসার নাই, দুঃখ নাই; জন্মের একমাত্র কর্ম্ম ঐ মুক্তিময়ী মা'র কোলে ওঠাই। আমি আর সে প্রতিহিংসা-মাখা তোমার পৌত্রী জবা নই, দাদা—আমি আজ সেই মহামায়া মায়ের পাদপদ্মের চন্দনাক্ত রক্তজবা।

ষট্‌পুর। বা—ব'—বা! [ভাগুরির প্রতি] ঋষি! প্রণাম। তোমার ওষুধে দেখ্‌ছি—শুধু আমার একার শান্তি হয় নাই, জগৎশুদ্ধ নীরোগ।

ভাগুরি। জগৎ আর কিছুই নয়, ষট্‌পুর! তোমারই অন্তরের প্রতিবিম্ব। তার পানে যেমন চোখে চাইবে—তারও দৃষ্টি দেখ্‌বে, ঠিক সেইরূপ। তুমি নিজে শান্ত হও, দেখ—সে আপনা হ'তেই শান্ত, স্থির নির্ম্মল।

ষট্‌পুর। আহুতি কোথায়, জবা—আহুতি কোথায়?

গীতকণ্ঠে আহুতি উপস্থিত হইল।

আহুতি।—

গীত

মায়ের হোমানলে, আহুতি মায়ের হোমানলে।
আর যা—তা আগুনে ঢালে না সে—গো
পোড়ে না গো পলে পলে॥
মহাব্যোম হ'তে উঠিছে মন্ত্র, জ্বলিছে নেভানো কুণ্ড যত
বাজে অনাহত আরতি-বাদ্য শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর কত,
জ্বলে ধূপ দানী—জাগিছে আপনি
ঘুমায়ে পড়া—সে প্রদীপ শত—
যুড়ে গেছে আজ জগতের ক্ষত—প্রেমের নয়ন জলে॥

ষট্‌পুর। [অধীর আনন্দে] সব এক সুর, সব এক তাল! কি মহা-মন্ত্রে যুড়ে দিলে, ঋষি—ছিন্ন তার অসুরের এ মর্ম্মবীণার! কি মহা-সঙ্গীত বাজিয়ে দিলে, প্রভু—এ শিথিল তন্ত্রীতে মুহূর্ত্তের তর্জ্জনী চালনে! সংসারের যত প্রতিদ্বন্দ্বী রাগিণী—সব সেই এক মহাসুরে লীন! আবার বাজাও—আবার বাজাও; ষটপুরের এ ষড়্‌গ্রন্থি ভেদ ক'রে আবার তোল

সহস্রারের ঝঙ্কার; আবার বল—জয় মা মঙ্গলালয়া চণ্ডিকে! জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া!

কুলিশ ও কোদণ্ড সহ দামোদর আসিয়া পড়িল।

দামোদর। তোমরা মিথ্যাবাদী? তোমরা মিথ্যাবাদী?

ভাগুরি। কে তোমরা?

দামোদর। মিথ্যায় গড়া, মিথ্যায় ভরা, মিথ্যার রাজ্যে বাস ক'রে মুখে সত্যের দোহাই দেওয়া—বিষকুম্ভপয়োমুখ, ধাপ্পাবাজ চোর আমরা। তোমরা মিথ্যাবাদী কি না, বল না?

ভাগুরি। [কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন]

দামোদর। অবাক্ হ'য়ে রইলে যে? বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? ব্রহ্ম সত্য, মায়া মিথ্যা;—তোমরা সত্যবাদী—কি মিথ্যাবাদী?

ভাগুরি। মায়া যদি মিথ্যা হয়,—আমরা মহামায়ার উপাসক—মিথ্যাবাদী।

দামোদর। আমরা তোমাদের দলের। দিগ্‌দারী লেগে গেছে, বাবা, সত্যের জয় দিয়ে দিয়ে। ফলে কিছুই নাই—কেবল হাঁকাহাঁকি, মারামারি, কাটাকাটিই সার। আমি জীবনটায় অনেক ঘুর্‌লুম, অনেক কাণ্ড কর্‌লুম; শেষ ভেবে এই দেখ্‌লুম, বাবা—আসল সত্য বল্‌তে যদি কিছু থাকে ত এই মিথ্যা মায়াই; কল্পনা কর্‌তে হয় না, হাত্‌ড়াতে হয় না—যার ছায়া চোখের উপর দিনরাত্রি দেখ্‌তে পাই। আমরা তোমাদের দলের। কর, কর ঋষি—আমাদিগে পূরো পাকা রকম মিথ্যাবাদী। যার ছায়া দেখি এমন রঙ্গিণ, এত মধুর, না জানি তার আসল মূর্ত্তিটা কত উজ্জ্বল, কেমন মিষ্টি! দাও, দাও, ঋষি—ঠিক ধরেছি তোমায়, আমাদিগে মিথ্যা-ভজার মন্ত্র দাও।

ভাগুরি। মিথ্যা ভজার অন্য মন্ত্র নাই, শুদ্ধ মহামায়ার জয় গাও।

দামোদর। [কুলিশ কোদণ্ডের প্রতি] লাগাও—লাগাও—ভাই, বসন্ত কোকিল! এইবার মহামায়ার প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে, বাহুতলে নৃত্য আর কুহু-কুহু রব। আমি কামদেব তোমাদের সাহায্যে সন্ধান করি মর্ম্মভেদী বাণ—সমস্ত জগৎটায় এই কামে আন্‌চান্ কর্‌বার জন্য।

কোদণ্ড কুলিশ।—

গীত।

জয় মা মহামায়া জয় মা মহামায়া!
অনাদি অব্যয় তুমি অশরীরি অগোচর
তুমিই প্রকৃতিরূপা ছড়ায়ে বিরাট্ কায়া॥
যা দেখি নয়নে—মাগো তোমারই মুকুট-মণি
যা শুনি শ্রবণে সব তোমারই নূপুর ধ্বনি,
যা কিছু পাই অনুভবে,
তোমা ছাড়া নাই ভবে,
মোক্ষ সে কিছু নয়—তোমারই চরণ ছায়া॥

[তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে কোদণ্ড কুলিশ সহ দামোদর চলিয়া গেল।]

ভাগুরি। আশ্রমে চল, ষট্‌পুর! রোগমুক্ত তুমি—পথ্য দেবো তোমায়।

ষট্‌পুর। আর আমার পথ্যের প্রয়োজন হবে না, ঋষি! যা অষুধ তুমি দিয়েছ, ঐ আমার অষুধকে অষুধ, পথ্যকে পথ্য। যেতে বল্‌ছ আশ্রমে—চল; কন্যা-পৌত্রীর গলা ধ'রে গড়াগড়ি দিয়ে যাই! জয় মা মুক্তিদায়িনী মহামায়া!

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শূন্য-মণ্ডল।

রত্ন-বেদিকায় আদ্যাশক্তি উপবিষ্টা, পার্শ্বে অষ্টশক্তি।

আদ্যাশক্তি। এইবার করীন্দ্রাসুর যুদ্ধে আস্ছে, নায়িকাগণ! শুনেছ কি তার নাম? দেখ নাই সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী কোন সংগ্রামে। আকাশস্পর্শী তার শির, অভেদ্য-তার অঙ্গের ত্বক্, অব্যর্থ তার মন্ত্রপূত বাণ; খুব সাবধান।

অষ্টশক্তি। আমরাও অপরাজিতার অংশ।

আদ্যাশক্তি। সাজে তোমাদের আত্মম্ভরিতা। দেখে আস্ছি তোমাদের রণ-নিপুণতা কল্পে কল্পে, প্রতিযুদ্ধে, প্রত্যেক অস্ত্র-সন্ধানে; তবু—তবু এ কি সৃষ্টি কাঁপানো নির্ঘাত সংবাদ, আদ্যাশক্তি আমি—আমাকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছে! সঙ্গিনীগণ! আমি যেন প্রতি পলে দেখ্ছি—ভবিষ্যতের যবনিকা ফুঁড়ে, পরাজয়ের অব্যবস্থ বিশৃঙ্খল ছবি; রণ-দেবতার কুব্জ পৃষ্ঠে কলঙ্কের ডঙ্কা!

অষ্টশক্তি। [অবজ্ঞার হাস্য]

আদ্যাশক্তি। যাই হোক্, যুদ্ধ কর্তে হবে। থাক্ পরাজয়ের ছবি, বাজুক্ কলঙ্কের ডঙ্কা, যুদ্ধ কর্তে হবে। দিতে পার্ছি না তোমাদিগকে এ যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন একটা স্থির উপদেশ! ঠাউরে উঠ্তে পার্ছি না, সে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর অবলম্বন কোন রণনীতি! বুঝ্তে পার্ছি না, এত দম্ভ যার, কি তার অমোঘ অস্ত্র! ভাব্তে যাচ্ছি স্থির হ'য়ে, কিন্তু কি জানি কোথা হ'তে একটা উড়োন হাওয়া এসে আমার সমস্ত চিন্তার খেই এলো-মেলো ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। যাক্—যুদ্ধ কর্তে হবে। নীতি নাই—

উপদেশ নাই, যুদ্ধ করতে হবে। জয়ের জন্য না হ'লেও যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ কর্‌তে হবে।

অষ্টশক্তি। [হুঙ্কার দিয়া উঠিল] জয় আদ্যাশক্তি অপরাজিতা !

ঊর্দ্ধশ্বাসে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। মা! মা!

আদ্যাশক্তি। কি সংবাদ, পুত্র ? এত অস্থির ?

ইন্দ্র। ওঠ।

আদ্যাশক্তি। সে কি!

ইন্দ্র। হাঁ, ওঠ ; যেতে হবে, আমার সঙ্গে, এই দণ্ডে।

আদ্যাশক্তি। কোথায় ? কেন ?

ইন্দ্র। সময় নাই। আর অত প্রশ্নোত্তর, তর্কবাদে রাজিও নই ; আমি ছেলে—ওঠ, যা বল্‌ছি শোন, চল—গিয়ে দেখ্‌তে পাবে—কেন, কোথায়।

আদ্যাশক্তি। অবশ্য তুমি পুত্র, তোমার জোর এই রকমই ; আর পুত্রের এ অমৃতময় আব্‌দার মায়ের চিরবাঞ্ছনীয়। তবু—তবু, ইন্দ্র—জ্ঞান্‌বান্ পুত্র তুমি, আমায় একটু বিবেচনা কর্‌বারও অবসর দেবে না ?

ইন্দ্র। বিবেচনা আবার কি ? আমি খুব ভেবে দেখেছি—এতে বিবেচনা কর্‌বার কিছু নাই। করীন্দ্রকে দেখা দিতে যেতে হবে, বুঝ্‌লে ?

আদ্যাশক্তি। করীন্দ্রকে দেখা দিতে যেতে হবে! আমায়! উপযাচিকা হ'য়ে!

ইন্দ্র। হাঁ, তা ওরকম চম্‌কে উঠ্‌লে কেন ? কাজটা কি ভারী গর্হিত ? কথা ক'চ্ছ না যে ? বিবেচনা কর্‌ছ ? দোহাই মা! আর এর মধ্যে বিবেচনা এনো না। আমি জানি, আমায় রক্ষা কর্‌তে

আমার মা বিচারবিহীনা, একবিন্দু ইতস্ততঃ নাই; আমার সে ধারণাটা আজ ভ্রান্ত ক'রে দিয়ো না।

আদ্যাশক্তি। তোমায় রক্ষা করবার জন্যই ত আমার যুদ্ধের অবতারণা, ইন্দ্র!

ইন্দ্র। রক্ষা কর, মা—আর ও রক্ষাটা ক'রো না। যে যুদ্ধটা আজ সামনে, সেটা যদি যুদ্ধের মতই হয়, আমি রক্ষা পাব না, মা—নষ্ট হব। যার সাহায্যে রক্ষাকারিণী মা তোমায় পেয়েছি—না মা, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ভিক্ষা করছি, ও রকম রক্ষা আমি চাই না। ইন্দ্রকে যদি রক্ষা করতে হয়—তার রাজ্য রক্ষা ক'রে নয়, দেহ রক্ষা ক'রে নয়—তার ইন্দ্রত্ব রক্ষা কর, দেবরাজ নাম রক্ষা কর!

আদ্যাশক্তি। এতে তোমার দুর্ণাম কোন্‌খানটায় বৎস?

ইন্দ্র। তুমি যদি একবার তাকে দেখাই দাও, তোমারই বা তাতে কলঙ্কটা কি, মা? ঐশ্বর্য্য চায় নাই, সম্মান চায় নাই, জয় চায় নাই, শুদ্ধ দেখা—মায়ের দেখা; না, তুমি বিবেচনা রাখ, ওঠ। একে ত মা অবিচার করবার করেছ, পূজাস্থলে সবাই তোমার দেখা পেলে, প'ড়ে রইলো তারাই দু-ই গুরু-শিষ্য; অথচ তাদেরই সাহায্যে আমাদের দর্শন লাভ।

আদ্যাশক্তি। তাতে আমার অবিচার হয় নাই, পুত্র! খনিত্রের সাহায্যে মৃত্তিকা খনন ক'রে যদি মণি পাওয়া যায়, তাতে খনিত্রের কি অধিকার? সে মণি উপভোগ্য খনকেরই।

ইন্দ্র। [বিস্ময়ে] মা!

আদ্যাশক্তি। প্রকৃতিস্থ হও, পুত্র! বুঝে দেখ—সে ত আমায় দেখবে ব'লে তোমায় পূজা করায় নাই; তোমায় পূজা করাব ব'লেই পূজা করিয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল, দৈত্যজাতির মহত্ত্ববিস্তার, নিজের একটা

কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপনা—অবশ্য সাধু উদ্দেশ্য, তা তার পূর্ণও হয়েছে ; আমার উপর তার কি দাবী, পুত্র ?

ইন্দ্র। তখন না থাক্—এখন আছে। তখন না হয় তার উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম, এখন আর ত তা নাই ? এখন সে ত শুদ্ধ তোমাকে দেখ্‌তেই চায় ?

আদ্যাশক্তি। যাও, পুত্র! বল গে তুমি তাকে—সে যদি আমায় দেখ্‌তে চায়, আগে তোমার মত হ'তে।

ইন্দ্র। আমা হ'তে সে কম কোন অংশে নয়, মা ! তুমি দেখ নাই তা' হ'লে তাকে। কি চমৎকার উজ্জ্বল আদর্শ জন্ম তার—আমি দেবরাজ —আমার ধারণাতেও আসে না। একচক্ষে তার প্রজ্জ্বলিত অনন্ত শিখায় কাম ভস্মকারী হর-কোপাগ্নি, অন্য চক্ষে গোমুখী নিঃসৃত জাহ্নবী প্রপাতের অবিরাম প্রেম-প্রবাহ। এক হস্তে বিশ্বগর্ভদীর্ণকারী উল্কামুখী ভল্ল, অন্য হস্তে চন্দন চর্চ্চিত জবাবিল্ব। উপরটা তার লবণাক্ত অম্বুনিধির ফেনিল উচ্ছ্বাসে গর্জ্জনময়, অভ্যন্তর উজ্জ্বল—অমূল্য রত্ন প্রভায়। মুখে বজ্র নির্ঘোষ—রণ রণ, প্রাণে কাতর ডাক—মা মা। না, মা, আমি দেখেছি তাকে খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, সে তোমার দর্শনের অধিকারী ; তোমায় যেতেই হবে। চুপ্ ক'রে যে ? এখনও সেই বিবেচনা ? এই কি আমার পুত্রগতপ্রাণ মায়ের আদর ?

আদ্যাশক্তি। এটা ঠিক আদর নয়, পুত্র ! এ দেখ্‌ছি অতিবৃষ্টির মত ; সাধারণ কথায় একে বলে 'নাই'।

ইন্দ্র। এ 'নাই' আজ দিতে হবে, মা ! না দাও, একদিকে তুমি মা —অন্যদিকে ইন্দ্র-করীন্দ্র আমরা দুই ভাই।

আদ্যাশক্তি। ইন্দ্র ! এইমাত্র তুমি বল্‌লে নয়—তুমি রাজ্য চাও না, জীবন চাও না ; চাও—ইন্দ্রত্ব সুনাম রক্ষা ?

ইন্দ্র। আমি বুঝতে পারি নাই, মা—আমার ইন্দ্রত্ব, সুনাম রক্ষার উপাদান তোমার বিবেচনায় করীন্দ্রাসুরের রক্ত ; আমি ভুল করেছি। আর আমি ইন্দ্রত্বও চাই না, সুনামও চাই না ; ও সব ত সামান্য—করীন্দ্রাসুরকে রাখতে সকল চাওয়ার শেষ এমন যে মা তুমি—তোমাকেও যদি না চাইলে হয়—আমি আজ তাতেও রাজি।

আদ্যাশক্তি। তুমি যদি করীন্দ্রাসুরকে রাখতে আমায় ছাড়তে পার, আমিও তোমার গৌরব রক্ষার জন্য তোমাকে ছাড়ব।

ইন্দ্র। [সচকিতে] বলিস্ কি ? রাক্ষসি ! আমায় ছাড়বি ? বুঝেছি, আমার গৌরব-রক্ষা বাজে কথা—এ তোর রক্তপিপাসা।

আদ্যাশক্তি। ইন্দ্র! যার একটু অংশকে—রক্তপিপাসা মেটাতে সৃষ্টিতে কুলোয় না—নিজের মাথা কাটতে হয়, তার সমস্তটার পিপাসা মেটাবার লক্ষ্য কি এই ক্ষুদ্র করীন্দ্রাসুর ?

ইন্দ্র। নিজের মাথা কেটে জগতে মাতৃত্ব দেখানো সম্পূর্ণ হয় নি তোর, তাই এইবার এই করীন্দ্রের যুদ্ধে—আপনা হ'তেও প্রিয় যে আমি—আমার মাথা কেটে শেষ করবি তার।

আদ্যাশক্তি। অন্ধ হয়েছ, পুত্র! শোন—

ইন্দ্র। শুধু অন্ধ হই নাই, বধিরও হয়েছি।

আদ্যাশক্তি। তা' হ'লে আর উপায় নাই।

ইন্দ্র। আমিও নিরুপায় তা' হ'লে। আবদার ধরলুম—পায়ে পড়লুম, মা হ'লি না ; দোষ নাই আর আমার। চললুম আমি ; এইবার আমার দেহ, মন, মাতৃভক্তি, ইন্দ্রত্ব, আমিত্ব, গৌরব, সুনাম সব দিয়ে জড়িয়ে বসব করীন্দ্রকে। খড়্গ হানতে হয়, আগে আমার শিরে হানতে হবে। শূল ধরিস্—আমার বুক আগে পাবি। দেখি আমি তোর মাতৃত্বের সীমা ; দেখুক জগৎ তোর মায়ের আবরণ দেওয়া জাজ্বল্যমান রাক্ষসী

স্বভ বটা। তার পর—তার পর কিসের মমতা? কিসের মাখামাখি? ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব রক্তমাখা জগৎকে নিয়ে—তোর দয়াময়ী মা নামের উপর।

[গুরু অভিমানে প্রস্থান।

আত্মাশক্তি। যাও, অভিমানী পুত্র! আমায় দেখাতে চাও—আরও আগিয়ে আনগে তোমার করীন্দ্রকে; সাধনার এই প্রথম সোপানে সে। পরম সৌভাগ্য তার, সিদ্ধ তুমি—তোমায় পেয়েছে উত্তর-সাধক! চামুণ্ডে! চামুণ্ডে!

কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব।

[অষ্টশক্তির প্রতি] তোমরা অগ্রসর হও, নায়িকাগণ! পদের সমস্তভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে, প্রাণের সমস্ত শক্তিতে অস্ত্র ধ'রে, কণ্ঠের সমুচ্চ রবে হুঙ্কার তুলে।

অষ্টশক্তি। জয় আত্মাশক্তি অপরাজিতা অভয়া!

[ঘোরনাদে সদম্ভে প্রস্থান।

আত্মাশক্তি। চামুণ্ডে! করীন্দ্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ। সব অভিনয় এ যুদ্ধের। আমি তোমায় ডেকেছি,—দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথমা বিদ্যা, প্রধানা বিদ্যা তুমি, যাও—ঐ অপরাজিতা অষ্টনায়িকার নায়িকা হ'য়ে। আজ যদি এ যুদ্ধটা জয় ক'রে দিতে পার, আমি তোমার পূজা দেবো।

[অন্তর্দ্ধান।

চামুণ্ডা। একি! বুক কেঁপে উঠ্‌ল কেন? আমার বুক! [আত্ম সম্বরণ করিয়া] চল—চল—অষ্ট নায়িকা! সাবধান করীন্দ্র! জয় জগদীশ্বরী!

[হুহুঙ্কার করিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

সমরসজ্জিত বালকগণ সহ অঙ্কুর দাঁড়াইয়াছিল।

অঙ্কুর। আজ আমি তোমাদের নিয়ে এক নূতন ব্যূহ রচনা কর্‌ব বালকগণ! বল্‌তে পারি না আমি জয়-পরাজয়ের কথা,—তবে এটা আমার জানা—আজ যে সমরে অবতীর্ণ আমরা—এ ব্যূহ রচনা-ছাড়া তার আর অন্য প্রণালী নাই। বালকগণ! অস্ত্র কোষবদ্ধ কর। [বালকগণ তদ্রূপ করিল] নতজানু হও। [বালকগণ নতজানু হইল] কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম কর—

ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ।

বালকগণ। [আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিল।]

অঙ্কুর। ওঠ—অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াও! [বালকগণ তদ্রূপ করিল] গুরুর জয় দাও।

বালকগণ। জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়!

অঙ্কুর। বালকগণ————

আপনভাবে গায়িতে গায়িতে বিষাণ উপস্থিত হইল।

গীত।

বিষাণ।—এই বারেতে বোঝা যাবে জননী তোর জারিজুরি।

বিষাণকে লক্ষ্য করিয়া গায়িতে গায়িতে ভ্রমর আসিল।

ভ্রমর।—এই বারেতে বোঝা যাবে দাদা তোমার দাদাগিরি।

[বিষাণ নিজভাবে মহামায়ার উদ্দেশেই গাহিতে লাগিলেন]

বিষাণ।—চলুল এবার সাধন সমর দেখ্‌ব গো তোর বাহাদুরী।
ভ্রমর।—পড়্‌ল এবার ঘুরোণ পাকে দাদা তোমার জীবন তরী।
বিষাণ।—এই বারেতে বোঝা যাবে জননী তোর জারিজুরি।
ভ্রমর।—এই বারেতে বোঝা যাবে দাদা তোমার দাদাগিরি।

অঙ্কুর। [সবিস্ময়ে] কে আপনি ? কে আপনি, সাধু ?

[বিষাণ কোনদিকে কর্ণপাত করিলেন না]

[পূর্ব্বগীতাংশ]

বিষাণ।—দেখ্‌ব গো তোর হাতের খাঁড়া রাখ্‌তে পারিস্ কেমন, খাড়া,
ভ্রমর।—দেখ্‌ব তোমার নেশা ছাড়া, ছোটে কিনা শত ধারা ;
বিষাণ।—কোন্ বলে তুই—বুঝ্‌ব তারা—বাজিয়ে বেড়াস্ জয়ের ভেরী
ভ্রমর।—নয়ন তারা হারা হ'য়ে দেখ্‌ব কেমন মার পারি।
বিষাণ।—এই বারেতে বোঝা যাবে জননী তোর জারিজুরি।

[প্রস্থান।

ভ্রমর।—এই বারেতে বোঝা যাবে দাদা তোমার দাদাগিরি।

[বিষাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অঙ্কুর। [আবেগভরে] সন্ন্যাসী ! সন্ন্যাসী—[গমনোদ্যত হইল]

করীন্দ্রাসুর উপস্থিত হইলেন।

করীন্দ্র। দেবরাজ এসেছিলেন, অঙ্কুর ? দেবরাজ—

অঙ্কুর না, গুরু ! দেবরাজ আসেন নি—এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন ; আপন ভাবে গান কর্‌লেন, আপন মনে চ'লে গেলেন। বুঝ্‌তে পার্‌লুম না তাঁর লক্ষ্য, চেষ্টা কর্‌লুম জান্‌বার—উত্তর দিলেন না ; ডাক্‌লুম —দাঁড়ালেন না।

করীন্দ্র। আমিও দেখ্‌লুম, অঙ্কুর—সে সন্ন্যাসীকে পথে। চিন্‌তে পার নাই কে তিনি ?

অঙ্কুর। [অধীর আগ্রহে] কে গুরু! কে তিনি?

করীন্দ্র। তিনি মার্কণ্ডেয় ঋষির শিষ্য, বিষাণ নামধারী তোমারই পিতা।

অঙ্কুর। [উচ্চ আর্ত্তনাদে] পিতা! আমারই পিতা! আজন্ম মাতৃহীন, সংসারের সারভোগে বঞ্চিত—ঘৃণ্য হতভাগ্য আমি—আমার সকল অভাবের পূরণ ঐ আমার সেই সংসারত্যাগী পিতা! বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ ক'রে মর্‌ছি—আমি পুত্র, আর সুধার কলস মাথায় ক'রে মার্কণ্ডেয় ঋষির শিষ্য সেজে বিষাণ হ'য়ে লুকিয়ে বেড়ায় পিতা! [রোদন] পিতা! পিতা!

বিষাণ পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

বিষাণ।—

গীত।

মাকে ডাক্—ওরে মাকে ডাক্।
পিতার কথা ক'স্ না রে বাপ—খাস্ না রে আর ঘুরোণ পাক্।
আনন্দ পাবি—আশার জ্বালা এড়াবি,
মিট্‌বে রে তোর পিতা মাতা সকল অভাবই,
তুই হোমে পোড়া হবির মত—গন্ধে ভুবন ভরিয়ে থাক্—

[দ্রুতপদে ভ্রমর আসিয়া—পাছে পুত্র মায়ায় মুগ্ধ হয়, তজ্জন্য বিষাণকে টানিতে টানিতে গাহিল]

ভ্রমর। পালিয়ে চল এই বেলা, নইলে ভোর গাজনে ছিঁড়্‌বে ঢাক্।

বিষাণ! মাকে ডাক্—ওর মাকে ডাক্।

[ভ্রমর বিষাণকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

অঙ্কুর। [উদ্দেশে] পিতা! প্রণাম নিয়ে যান্। সংসারে এনে-ছিলেন আমায় নিশ্চয় অনেক আশায়—কিন্তু আমি তার একটাতেও লাগ্‌লুম না। এই এক প্রণামই আমার জন্মের শোধ। [প্রণাম]

করীন্দ্র। [অঙ্কুরকে কাতর, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ দেখিয়া] অঙ্কুর! যুদ্ধ থাক্।

অঙ্কুর। [আত্মসংবরণ করিয়া দৃঢ়ভাবে] যুদ্ধ থাক্! কেন, গুরু?

করীন্দ্র। আমার ধারণা ছিল—তুমি আমার; কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি—তুমি অপরের বস্তু আমার কাছে গচ্ছিত রাখা; আমি ত আর ব্যয় কর্‌তে পার্‌ব না!

অঙ্কুর। অপব্যয় ত হচ্ছে না, গুরু! যদি ব্যয়ই হয়—সদ্ব্যয়।

করীন্দ্র। যদি তোমার পিতা পুনরায় চান্?

অঙ্কুর। চাইবেন না; যদি চান্, বল্‌বেন—মা দেখার প্রণামী দিয়েছি।

ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। মা দেখ—মা দেখ, করীন্দ্র।

করীন্দ্র [সোৎসুকে] মা আস্‌ছেন? মা আস্‌ছেন, দেবরাজ?

ইন্দ্র। না—না; তুমি মা দেখ নিজের ক্ষমতায়, যে কোন উপায়ে পার—আমি অভয় দিচ্ছি।

করীন্দ্র। [হতাশভাবে] মা এলেন না তা' হ'লে?

ইন্দ্র। আস্‌বেন কি! তিনি হচ্ছেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী, কত বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁর জন্য দিবারাত্রি মাথা ঠোকাঠুকি কর্‌ছে—তুমি কোথাকার কে—তাই তোমার জন্য তাঁর মাথাব্যথা পড়্‌বে? তোমার কাছে আস্‌তে গেলে তাঁর অমর্য্যাদা—বুঝ্‌লে?

করীন্দ্র। কি বল্‌লেন?

ইন্দ্র। ছাই বল্‌লেন—উপমা দিলেন।

করীন্দ্র। শুনি।

ইন্দ্র। যদি মণি পাওয়া যায় মৃত্তিকা খুঁড়ে খনিত্রের সাহায্যে—তাতে খনিত্রের কি অধিকার—সে মণি উপভোগ্য খনকেরই।

করীন্দ্র। আপনি এর উত্তরে কি বল্‌লেন?

ইন্দ্র। অবাক্ হ'য়ে রইলুম—মুখে যোগালো না কিছু।

করীন্দ্র। এর কিন্তু একটা চমৎকার উত্তর ছিল।

ইন্দ্র। বল ত—বল ত! আমি খুঁজে পাই নি, হেরে এসেছি।

করীন্দ্র। এর উত্তর এই—সে মণিটা যদি স্পর্শমণি হ'তো, তা' হ'লে তাতে লোহার খনিত্রেরও একটু আশা ছিল বই কি।

ইন্দ্র। ঠিক, সোনা হ'য়ে যেতো; সেটা পাথর—পাথর। তার পর আর একটা কথা বল্‌লে—তুমিত তাকে দেখ্‌বার জন্য আমাদের পূজা করাও নাই, তোমার উদ্দেশ্য অন্য রকম ছিল।

করীন্দ্র। ছিল; তারও উত্তর ঐ রকমই ছিল।

ইন্দ্র। কি?

করীন্দ্র। ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন সগরবংশ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে—তা' ব'লে সে গঙ্গার জলে ভগীরথ কি নিজে অবগাহন করতে পায় নাই?

ইন্দ্র। আমি আর একবার যাব? যাব, করী? এই উত্তর দুটো তাকে বল্‌তে?

করীন্দ্র। ব'লে আর কি হবে, দেবরাজ!

ইন্দ্র। অন্য কিছু না হোক্, তবু জানানো হবে—তার মুখের মত উত্তর আছে।

করীন্দ্র। না—থাক্; আর আমি আমার জন্য আপনাকে অপদস্থ হ'তে কোথাও পাঠাব না।

ইন্দ্র। অপদস্থের ভয় আর আমার নাই, করীন্দ্র! আমি আজ তোমার জন্য সকল রকমে সেজে এসেছি। তুমি অগ্রসর হও উন্মত্ত আবেগে; আমার প্রাণের যত ব্যাকুলতা তোমার সম্মুখের সমস্ত বাধা বুক দিয়ে, ঠেলে নিয়ে গিয়ে তোমায় অক্ষত শরীরে পৌঁছে দেবে—লক্ষ্যস্থলে।

করীন্দ্র। [আনন্দে আপন মনে] করীন্দ্র! আর কি চাও তুমি?

যার জন্য দনুজ-দলনার সমর আয়োজন—সেই দেবরাজ ইন্দ্রই আজ তোমার চালক—তোমার পৃষ্ঠপোষক; এইখানেই ত তোমার জয়। দেবরাজ! প্রণাম।

ইন্দ্র। না, করীন্দ্র! আমি তোমার প্রণম্য নই; যে উপকার তুমি আমার ক'রে রেখেছ—তুমি এখনও আমার উপরেই আছ।

করীন্দ্র। না, দেবরাজ! উপকারটা সময় বিশেষে, সামর্থ্য বিশেষে অনেকে অনেকেরই ক'রে যেতে পারে—আমি তাদিগে বড় বলি না, সেই উপকার আজীবন স্মরণ রেখে—উপকারীর বিপদে নিজের বুক আগে বাড়িয়ে দিতে আসে—এমন লোক আমি কম দেখি; আর এ যে পারে—আমি তাকেই বলি উচ্চ—সে-ই প্রকৃত মহৎ। আপনি আমার প্রণম্য—প্রণাম।

ইন্দ্র। বুক দেওয়ার কথা কি বল্‌ছ, করী! আমার ইচ্ছা হচ্ছে কি জান—বিশ্বামিত্রের নূতন স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে ত্রিশঙ্কুকে বসান'র মত—নূতন একটা মা তৈরী ক'রে তোমায় দেখাই।

করীন্দ্র। আপনি উচ্চে, বহু উচ্চে, এত উচ্চে যে করীন্দ্রাসুরের দৃষ্টি সে উচ্চতার কল্পনাই কর্‌তে পারে না।

নেপথ্যে অষ্টশক্তি হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

অষ্টশক্তি। জয় আদ্যাশক্তি অপরাজিতা অভয়া!

ইন্দ্র। অষ্টশক্তি আবির্ভূতা, করীন্দ্র! তোমার শিষ্যকে সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হ'তে বল—যুদ্ধ আরম্ভ হোক্।

করীন্দ্র। অঙ্কুর! দেবরাজের আজ্ঞা—

অঙ্কুর। সৈন্যগণ! অগ্রসর হও, কেশরীলম্ফে—বজ্রনাদে।

বালকগণ। জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়!

[অঙ্কুরের ইঙ্গিত মত সকলে অগ্রসর হইল।

ইন্দ্র। বুক দাও, করীন্দ্র! [করীন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া] অক্ষয় কবচ। মাথা পাত, বীর! [করীন্দ্র নতজানু হইল, তাঁহার মস্তকে হস্ত দিয়া] অক্ষয় গণ্ডী। কাছে এস, প্রাণাধিক! [করীন্দ্রের কর্ণে মন্ত্র দিয়া] অক্ষয় বাণ।

[প্রস্থান।

অষ্টশক্তি। [নেপথ্যে] জয় আদ্যাশক্তি অপরাজিতা অভয়া।

বালকগণ। [নেপথ্যে] জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়।

করীন্দ্র। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল! উঃ! কিছুই দেখা যায় না আর—কেবল রাশি রাশি উল্কা! না—দাঁড়ান' হবে না, ছেলে মানুষ একা অষ্টশক্তির মাঝে। নির্ভয়, অঙ্কুর! নির্ভয় বালকগণ! [গমনোদ্যত]

সম্মুখে খড়গধারিণী চামুণ্ডার আবির্ভাব।

করীন্দ্র। [বাধা পাইয়া] কে? কে?

চামুণ্ডা। বাধা।

করীন্দ্র। পালাও—এ রক্তবীজ নয়, করীন্দ্রাসুর।

চামুণ্ডা। যে অসুরই হও—আমিও চামুণ্ডা।

করীন্দ্র। আর প্রকাশ হওয়া ভাল হয় নাই তোমার চামুণ্ডা—রক্ত-বীজ-বধ অধ্যায়ের পর; গৌরবে-গৌরবেই থেকে যেতে—গ্লানি নিতে হ'ত না।

চামুণ্ডা। গ্লানিটা গৌরবেরই উল্টো পিঠ, অসুর! পার—ঘুরিয়ে দাও।

করীন্দ্র। প্রস্তুত হও। [যুদ্ধ]

ঊর্দ্ধশ্বাসে অরুণাক্ষ উপস্থিত হইল।

অরুণ। সর্ব্বনাশ হ'ল বীরবর! আপনার অঙ্কুর বিপন্ন। তার সৈন্যব্যূহ ছত্রভঙ্গ, একা সে অষ্টশক্তির অগ্নিবেষ্টনে। যদিও এখনও সে সেই বিক্রমেই অস্ত্র চালনা করছে—তবু আমি তার সর্ব্বাঙ্গে ক্রম-শিথিলতা

লক্ষ্য কর্‌লুম, সাহায্য কর্‌বার চেষ্টাও কর্‌লুম—কিন্তু কি দুর্লঙ্ঘ্য সে মহাশক্তিগণের প্রাচীর—পার হ'তে পার্‌লুম না, আপনার কাছে ছুটে এলুম। উপায় করুন, এতক্ষণ সে আছে কি না!

করীন্দ্র। চামুণ্ডে! একবার যুদ্ধটা থাক্।

চামুণ্ডা। যুদ্ধ থাক্! হা—হা—হা!

করীন্দ্র। একটা নিমেষ, আমি যাবো কি আস্‌বো। [গমনোদ্যত]

চামুণ্ডা। [বাধা দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া] সাবধান!

করীন্দ্র। কি রাক্ষসি! আমায় আট্‌কে রেখে, আটজনে জুটে মার্‌বি একটা ছেলেকে?

চামুণ্ডা। ছেলে অমন জেনে-শুনে আগুনে হাত দিতে যায় কেন?

করীন্দ্র। অরুণ! অরুণ! দেখ্‌ছ কি? এতদিন ধ'রে ভেসে ভেসে রাক্ষসীর দেশে এসে পড়েছি। দয়া নাই, মায়া নাই, কর্ত্তব্য নাই, নীতি নাই, শুধু ভক্ষণ—শুধু ভক্ষণ। যাও, অরুণ—উপায় নাই।

অরুণ। উপায় একটা আছে বীর—আপনি অঙ্কুরের সাহায্যে যান্; ও রাক্ষসীকে আট্‌কাই আমি।

করীন্দ্র। [সাশ্চর্য্যে] তুমি!

অরুণ। হাঁ, বীর! ও রক্তবীজ-হন্ত্রী চামুণ্ডা—আমি রক্তবীজ পুত্র অরুণাক্ষ, বেশ খাপ খাবে আমার সঙ্গে। আমার অনেক দিনের সাধ, জীবনব্যাপী সাধনার ফল—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য যোজনা। যান্, বীর! দেখি আমি- ও কোন্ রসনায় রক্তবীজের রক্ত-প্রপাত মরুভূমির মত শুষে নিয়েছে।

করীন্দ্র। পার্‌বে না—পার্‌বে না—অরুণ! অষ্টশক্তির গণ্ডী অতিক্রম কর্‌তে পার্‌লে না, এ মহাবিদ্যায় বাধা দেবে কোন্ শিক্ষায়? আমিই কপালের ঘাম মোছ্‌বার অবসর পাচ্ছি না।

অরুণ। না পারি, পিতার পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে পিতৃহন্ত্রীর করাল দন্তে আমার মাথা দিয়ে—পিতার বীর-শয্যায় শয়ন করব; সেও আমার সঞ্চিত সাধ। যান্, বীর—সেই সময়ের মধ্যে আপনি অঙ্কুরকে উদ্ধার ক'রে নিতে পারবেন।

করীন্দ্র। না, অরুণ! একটার জন্য আর একটায় বদল দিতে আমি পারব না। তার চেয়ে তুমিই যাও সেখানে; দূর হ'তে যে কোন প্রকারে পার তাকে উৎসাহিত কর গে। হাত খ'সে গেলেও সে যেন অস্ত্র না ফেলে; পা অসাড় হ'লেও সে যেন দাঁতে দাঁত চেপে বুকের জোরে দাঁড়িয়ে থাকে; অচেতন হ'য়ে পড়ে যায়—জীবনের শেষ স্পন্দন পর্য্যন্ত সে যেন ভ্রুকুটী না ছাড়ে। আমি সত্বরই যাচ্ছি—এই চামুণ্ডার রক্ত নিয়ে; যেমন অচেতনই হোক্ সে—তার চোখে মুখে দিয়ে চৈতন্য ফিরিয়ে আনব।

অরুণ। [উচ্চকণ্ঠে] অঙ্কুর! দৈত্যবীর! নির্ভয়! করীন্দ্রাসুর তোমার গুরু; বাহুর শক্তি যাক্—প্রাণের শক্তিতে যোঝ।

[প্রস্থান।

করীন্দ্র। আয়—রাক্ষসি! ক্ষেপিয়ে দিয়েছিস্ আমায়—ক-পা আটকাস্ দেখি।

[যুদ্ধে নিযুক্ত হইবেন, ঠিক এই সময়ে নেপথ্যে অঙ্কুর চীৎকার করিল]

অঙ্কুর। গুরু! গুরু! কোথায় গুরু! পারলুম না আর,—অন্তিম সময়—রক্ষা চাই না—একবার দর্শন—

করীন্দ্র। [আকুলভাবে] রাক্ষসি! রাক্ষসি! একবার ছেড়ে দে আমায়—একটীবার। শিষ্য—পুত্র, প্রাণ হ'তেও; রক্ষা করব না, শুধু দেখে আসব—শেষ দেখা।

চামুণ্ডা। [কর্কশকণ্ঠে] না।

করীন্দ্র। এতে তোদের গৌরব নাই ; যুদ্ধ জয় হবে—কিন্তু একটা নিঃসহায় শিশুকে অষ্টশক্তিতে ঘিরে মারা,—তারপর তার শেষ সাধ, শেষ প্রার্থনা—গুরু দর্শন—তা হতেও বঞ্চিত করা,—এ কলঙ্ক তোদের সকল উচ্চতাকে কল্পান্ত পর্য্যন্ত নুইয়ে রেখে দেবে। একবার ছাড়,—যুদ্ধ জয় কর—মহত্ত্ব দেখা।

চামুণ্ডা। [দৃঢ়স্বরে] না—না—না।

করীন্দ্র আমি তোর পায়ে ধর্‌ছি, রাক্ষসি! [পদতলে পড়িয়া] একবার সদয় হ'—তার পর আর তোকে কিছু বল্‌ব না ; তুই যা চাস্—যে ভাবে যুদ্ধ চাস্—যতদিন ধ'রে চাস্—

চামুণ্ডা। পরাজয় স্বীকার কর্। বল্—এ যুদ্ধের এইখানেই শেষ—দানব সমরে আর তুই জীবনে অস্ত্র ধর্‌বি না?

করীন্দ্র। [তীর বিদ্ধবৎ লাফাইয়া উঠিয়া উদ্দেশে অঙ্কুরের প্রতি] অঙ্কুর! অঙ্কুর! দেখা দিতে পার্‌লুম না, বাবা! প্রাণের আশীর্ব্বাদ পাঠালুম শূন্যপথে, পুষ্পরথে তুলে নিয়ে যাবে তোমায়। তুমি আমার দর্শন চেয়ে বঞ্চিত হ'য়ে যাচ্ছ—ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না,—যেখানেই থাক—যে প্রকারে হোক্—যত সত্বর পারি, আমি নিজে যাব তোমার দর্শনে। যাও, বৎস! বিদায়। [চামুণ্ডার প্রতি ফিরিয়া] পরাজয় স্বীকার? রাক্ষসি! যুদ্ধের শেষ? ওঃ চামুণ্ডে! তোর রক্তবীজ-বধ বৃত্তান্তটা দৈত্য জাতির কর্ণে এত কটু নয়। এ যুদ্ধের শেষ কোথায় জানিস্? যেখানে সকল মায়ার শেষ, যার মধ্যে আর বিদ্যা-অবিদ্যা নাই, যে অনন্ত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে শুদ্ধ আমি—আর অন্য পার্শ্বে সকল মায়া সকল বিদ্যার আবরণ মুক্ত আনন্দময়ী নির্ব্বাণ মুক্তি জগদ্ধাত্রী আমার মা।

[ভীমবেগে আক্রমণ, যুদ্ধ ও উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

অবসন্ন অঙ্কুরকে বক্ষে ধরিয়া প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিলেন,
তাঁহার হস্তে জলপাত্র ছিল।

অঙ্কুর। [বেদনা জড়িত স্বরে] কে তুমি, মা! দুঃখময় পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত বক্ষের বুকে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছিলুম—মায়ের সমতল বুক দিয়ে ধ'রে নিলে?

প্রতিমা। আমি অরুণের মা।

অঙ্কুর। তুমি অরুণের মা? না—না, আমি যে তোমার মূর্ত্তিটা দেখ্‌ছি, জগতের মায়ের মত! ব'স ত জগতের মা—আমায় বুকে ক'রে; দাও ত মা সন্তানের মুখে জল—না-না সুধাধারা; আজীবন মাতৃস্নেহে অন্ধ আমি—শেষ সময়টায় মায়ের আদর চিনে যাই।

[প্রতিমা উপবেশন করিলেন—নিজ উরুতে মস্তক রাখিয়া অঙ্কুরকে শয়ন করাইলেন—এবং মুখে জল দিতে লাগিলেন]

অঙ্কুর। [জলপান করিয়া] আঃ দয়াময়ী! এত দয়া তোর! সারা-জন্মের মায়ের অভাব এক মুহূর্ত্তে মিটিয়ে দিলি! এ ত আমার মৃত্যু নয়—এ যে মৃত্যুময় জন্মের নবীন সঞ্জীবতা!

প্রতিমা। চুপ্‌ কর, অঙ্কুর! রক্তস্রাব হবে।

অঙ্কুর। রক্ত কি আর আছে, মা! আপনিই সব চুপ্‌ হ'য়ে আস্‌ছে। সর্ব্বাঙ্গ অসাড়—জগৎ অন্ধকার! দাও ত মা, একটা মায়ের চুমো এইবার—আমি আবার যদি সংসারে আসি আঁচলে বেঁধে নিয়ে আস্‌ব।

প্রতিমা। বাবা! বাবা! [সস্নেহে মুখচুম্বন]

অঙ্কুর। মা! মা! [আবেগে বাক্‌রোধ হইল]

অরুণাক্ষ ছুটিয়া আসিল।

অরুণ। অঙ্কুর! অঙ্কুর! ভাই! [অঙ্কুরের গলা জড়াইয়া বসিল]

অঙ্কুর। [সাশ্চর্য্যে] অরুণ! সেই অরুণ তুমি—একদিন সেনাপতিত্বের লোভে আমায় হত্যা কর্‌তে এসেছিলে, আজ শ্মশানপথে আমার গলা ধ'রে?

অরুণ। সে অরুণ এখন আর আমি নই, অঙ্কুর! তখনকার সে অরুণ ছিল শোষণের অরুণ, এখনকার এ অরুণ—বর্ষণের।

অঙ্কুর। আমার ত্রুটী নিয়ো না, ভাই! মনে রেখো। গুরুদেব! দেখা হ'লো না; না হোক্—আপনার মূর্ত্তি আমার প্রাণে আঁকা; আমিও শূন্যপথ দিয়েই প্রণাম পাঠালুম। গুরু! [প্রণাম] মা! অরুণ—[কণ্ঠরোধ]

অরুণ। ভাই! ভাই! [আছ্‌ড়াইয়া পড়িল]

[করীন্দ্রাসুর অঙ্কুরের সাহায্যে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, তিনি দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—এবং পাগলের মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন]

করীন্দ্র। নাই? নাই? অরুণ! অঙ্কুর নাই? বল? বল? নাই? [অরুণকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া প্রতিমার প্রতি] মা—

প্রতিমা। [অনুচ্চস্বরে] না থাকাই!

[করীন্দ্রের বক্ষঃস্থল ফাটিয়া আর্ত্তনাদ উঠিতেছিল, তিনি সজোরে উভয় হস্তদ্বারা বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া প্রতিমাকে বলিলেন—]

করীন্দ্র। আচ্ছা—আমি আস্‌ছি। যতক্ষণ না ফিরি ঠিক ঐ ভাবেই থেকো তোমরা। [ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে বজ্রস্বরে] সূর্য্য! তোমার সমক্ষে হয়েছে —এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড; আকাশ! তোমারই নীচে দাঁড়িয়ে—আটজনে

ঘিরে মেরেছে, আমার কচি ছেলেকে; পৃথিবী! মুছো না যেন তুমি—আমার হৃদয় রক্তের ও দপ্‌দপে দাগগুলো; তোমরা আমার সাক্ষ্য—আমি এর বিচার চাই।

[সক্রোধে প্রস্থান।

প্রতিমা। [যুক্তকরে] মা! মঙ্গলচণ্ডী! রক্ষা কর, মা!

আপনভাবে গায়িতে গায়িতে বিষাণ উপস্থিত হইলেন।

বিষাণ।—

গীত।

যা হোক্ মা তোর আচ্ছা মায়ার ধূম।
যার বিয়ে তার নাইকো মনে পাড়া পড়্‌শীর হয় না ঘুম।

বিষাণকে লক্ষ্য করিয়া গায়িতে গায়িতে ভ্রমর উপস্থিত হইল।

ভ্রমর।— সাবাস দাদা সাবাস দাদা হাসিয়ে দিলে শ্মশান ভূমি
কাদায় প'ড়েও কোকিল ডাক, দাদার মত বট তুমি;

[বিষাণ কর্ণপাত করিলেন না, আপনভাবেই গায়িলেন]

বিষাণ।— ক্ষীরের ডেলা বুঝিয়ে দিয়ে খাওয়াচ্ছিস্ তুই ক্ষুরে চুম।
যা হোক্ মা তোর আচ্ছা মায়ার ধূম।

[বিষাণকে পুত্রশোকে কিছুমাত্র বিচলিত না দেখিয়া ভ্রমর আবার উল্লাসে গায়িল]

ভ্রমর।— সাবাস দাদা সাবাস দাদা হাসিয়ে দিলে শ্মশান ভূমি
কাদায় পড়েও কোকিল ডাক দাদার মত বট তুমি;

[বিষাণ পূর্ব্ববৎ গায়িয়া চলিলেন]

বিষাণ। মাথায় থাক্ তোর মায়া ফাঁস আমি কলা দেখালুম।
আমি কলা দেখালুম।

[স্থির বৈরাগ্যে প্রস্থান।

প্রতিমা। ভ্রমর! খেলিয়ে বেড়াচ্ছ? পড়াশোনা কতদূর?

ভ্রমর। যতদূর পড়া-শোনা আছে।

প্রতিমা। চণ্ডীপাঠ করতে শিখেছ?

ভ্রমর। সে-কি মা! মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দিয়েছ—

প্রতিমা। আমি তোমার পরীক্ষা নেবো—পুঁথি আছে?

ভ্রমর। বাঃ—পুঁথি থাকবে না! পুঁথি যে আমার অঙ্গে গাঁথা।

প্রতিমা। পড় দেখি!

ভ্রমর। এইখানেই?

প্রতিমা। এইখানেই।

ভ্রমর। বেশ—আসন করে দাও।

প্রতিমা। [নিজ অঞ্চলাগ্র বিছাইয়া] এই আঁচলে ব'স।

ভ্রমর। [উপবেশন করিয়া] পুঁথি রাখবার—

প্রতিমা। [অঙ্কুরকে দেখাইয়া] এর বুকের উপর রাখ।

ভ্রমর। বাঃ। [পুঁথি রাখিয়া] আচমনীয় জল?

প্রতিমা। নাও। [নিজ অশ্রু নিষেক করিয়া ভ্রমরের হস্তে দিলেন]

ভ্রমর। [আচমনান্তে] শোন—নিবেদন হচ্ছে মেধস ঋষিকে—

ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎ স্বভাবা চ সা দেবী যৎ স্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্ম বিদাং বর॥

ঋষিরুবাচ। মেধস ঋষি উত্তর করছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্,
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম।
দেবানাম্ কার্য্য সিদ্ধর্থমাবির্ভবতি সা যদা,

উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যাভিধীয়তে।
যোগ নিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে,
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান প্রভুঃ।
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ,
বিষ্ণু-কর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।
স নাভি কমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ,
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্!
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্র হৃদয় স্থিতঃ
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্র কৃতালয়াম্।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি সংহারকারিণীম্,
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ।

ব্রহ্মোবাচ—ব্রহ্মা যোগমায়ার স্তব কর্ছেন—

এই সময়ে অষ্টশক্তিকে তাড়িত করিয়া করীন্দ্রাসুর
উপস্থিত হইলেন।

করীন্দ্র। দাঁড়াও—যাবে কোথা? আমি করীন্দ্রাসুর; বিচার চাই।

[ভ্রমরের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল]

প্রতিমা। [ভ্রমরকে বিস্ময়াবিষ্ট পাঠ বিরত দেখিয়া] তুমি প'ড়ে যাও, ভ্রমর! তুমি প'ড়ে যাও; তুমি কাণ দিয়ো না কোন দিকে। মনে মনে পড়—তাতেও আমার কাজ হবে।

[ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে পাঠ করিতে লাগিল]

করীন্দ্র। [অষ্টশক্তির প্রতি] বল—এ কাণ্ড কাদের? বল? প্রতিমার প্রতি] মা! আমি তোমাকেই বিচারের ভার দিলুম; সুবিচার ক'রো—দোহাই।

ভ্রমর। [অনুচ্চস্বরে]

এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্,
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণুবদামি তে।

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে মধু-কৈটভবধঃ।

প্রতিমা। [নীরবে প্রণাম করিলেন]

[ভ্রমরের আবার গুণ গুণ স্বরে পাঠ চলিল]

করীন্দ্র। [অষ্টশক্তির প্রতি] বল ? চুপ ক'রে যে ? বল এ কাণ্ড কাদের ? এই অন্যায় রণ ? এই নিষ্ঠুর হত্যা ? চুপ ক'রে থাক্‌লে উড়িয়ে দিতে পার্‌বে না—আমার সাক্ষ্য আছে,—সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী—তারা দাঁড়িয়ে দেখেছে। [প্রতিমার প্রতি] মা! আন্‌ব এদের ক-জনকে ডেকে ? সূর্য্য—আকাশ—পৃথিবী—

ভ্রমর। [অনুচ্চস্বরে]

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্,
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ।

করীন্দ্র। [আপনভাবে] আন্‌বার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। এদের নীরবতা, এদের নতদৃষ্টি, এদের চোরের মত শুষ্ক মুখ—এরাই আমার প্রধান সাক্ষ্য ; দেখ—কেমন ? নয় কি ? এ কাজ যে এদেরই হাত দিয়ে হওয়া এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ আছে ?

ভ্রমর। [অনুচ্চস্বরে]

অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত এবাসৌযুদ্ধমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরোশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মহাত্ম্যে মহিষাসুর বধঃ।

প্রতিমা। [নীরবে প্রণাম করিলেন]

[ভ্রমরের আবার গুণ গুণ স্বরে পাঠ চলিল]

করীন্দ্র। [প্রতিমাকে মৌনমুখি দেখিয়া, সম্মতি জানিয়া অষ্ট শক্তির প্রতি] যাক্, এইবার বল—তোমরা আটজনে একযোগে লাথি মেরে আমার বুকের পাঁজরাটা যে এমন ধারা চুর্‌মার ক'রে দিলে—এ তোমাদের কোন নীতি? কি এ যুদ্ধের নাম? কোথা পেলে এ আদর্শ?

ভ্রমর। [অনুচ্চস্বরে]

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি! ভবিষ্যসি।

ইতি চণ্ডমুণ্ড বধঃ।

প্রতিমা। [নীরবে প্রণাম করিলেন]

[ভ্রমরের পাঠ চলিল]

করীন্দ্র। অষ্টশক্তিকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া প্রতিমার প্রতি] মা! এদের নীতি নাই—শুদ্ধ হত্যাই! দেখ মা এদের অন্যায় বোল আনাটাই!

ভ্রমর। [অনুচ্চস্বরে]

সপপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্র-সংঘ সমাহতঃ,
নীরক্তশ্চ মহাপাল! রক্তবীজো মহাসুর।

ইতি রক্তবীজ বধঃ।

প্রতিমা। [প্রণাম করিলেন]

[ভ্রমরের পাঠ চলিল]

করীন্দ্র। [অষ্টশক্তির প্রতি] আচ্ছা, অন্যায়ও অনেক সময় কর্‌তে হয়। কিন্তু কি এমন উন্মত্ত, বিচারবিহীন, পশুর লাফ দিয়েছে করীন্দ্র— যার জন্য মাথার উপর একেবারে এ পাহাড় ছুড়ে মারা প্রতিশোধ? বল আমার ত্রুটী? পার—কর দোষ ক্ষালণ,—দেখাও তার কারণ?

ভ্রমর। দেব্যুবাচ—এইবার দেবী বল্‌ছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥

ইতি দেব্যাঃ স্তুতিঃ।

মা! চণ্ডী পাঠ সমাপ্ত [পুথি বাঁধিল]

[অঙ্কুর নিদ্রাভঙ্গের মত উঠিয়া বসিলেন।]

প্রতিমা। [গাত্রোত্থান করিয়া] নাও করীন্দ্র—তোমার অঙ্কুর।

অঙ্কুর। গুরু! গুরু! [করীন্দ্রের পাদবন্ধন করিল]

করীন্দ্র। অঙ্কুর! অঙ্কুর! [বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

[অষ্টশক্তি সহ কালী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান।

প্রতিমা। শুধু অঙ্কুর নয়; আজ এ রণস্থলে যে কেউ অচৈতন্ত মৃত—সব সজাগ, জীবিত।

বালকগণ ছুটিয়া আসিয়া করীন্দ্রের।
পাদবন্দনা করিতে লাগিল।

বালকগণ।—

গীত।

মহাঘুম হ'তে উঠেছি মোরা পেয়েছি মহা জাগরণ।
দেখেছি এক সুস্বপন মোরা জিনেছি এক মহারণ।
কে এক রমণী কাদায় গড়া
কি তার রূপ, কি তার স্নেহ,
কোলে নিয়ে কি তার আদর করা,
ফুলময় করে, মলয় অঞ্চলে
মুছায়ে দিল সে মুখের ঘাম,
শোনে নি কেউ সে সুখের নাম;
স্বর্গটা তার বড় নীচে ওগো মোক্ষও সেথা সাধারণ।

[করীন্দ্র বালকগণের শির চুম্বন করিলেন]

ইন্দ্র। [শঙ্খধ্বনি করিয়া] করীন্দ্র! আজ কার যুদ্ধে তোমার জয়।

করীন্দ্র। আমার নয়—দেবেন্দ্র, আমার নয়—[প্রতিমাকে দেখাইয়া] আমার সুবিচারকারিণী মায়ের জয়!

প্রতিমা। তারও জয় নয়, করীন্দ্র! তারও জয় নয়। জয়—সর্ব্ববিপদ্‌নিবারক মার্কণ্ডেয় আবিষ্কৃত চণ্ডী মহাত্ম্যের। [অরুণের প্রতি] অরুণ! রক্তবীজের পুত্র! দেখ্‌ছ কি নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে? সাত-সমুদ্র রক্ত ঢাল্‌লেও এ মরু রস্‌ত' না, দেখ—কি আশ্চর্য্য শক্তিমান্‌ প্রেমের একটা ফোঁটা। সৃষ্টি প্রবাহটায় বৈশাখী ঝড় ক'রে রাখ্‌লেও এ প্রলয় মেঘ কাট্‌ত না, দেখ—কি উড়োন-শক্তি-দেওয়া প্রাণের ফুর্‌ফুরে হাওয়া। জগতের যত অস্ত্রধারী বলবান্‌ তোমরা, সব একত্র হ'লেও এ ডুবি-নৌকা আর কূলে উঠ্‌ত না, দেখ—কি আকর্ষণী-শক্তি একটা ক্ষুদ্র শিশুর। [ভ্রমরের প্রতি] চল ভ্রমর! চল পুত্র! চল দৈত্যবংশের ঋষি! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ; জগতে প্রকৃত শিক্ষা কি, আর সেই প্রকৃতির শিক্ষায় সন্তানকে শিক্ষিত করার ফল কি, তার নিদর্শন আমার তুমি। আর সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই; এইবার মাতা দেবহূতিকে পুত্র কপিলের সাংখ্য শোনান'র মত, চল—তুমি আমায় জীবন-ভোর চণ্ডী শোনাবে।

[ভ্রমরের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অরুণ। [আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া, দিব্যজ্ঞান পাইয়া আবেগভরে] আমিও শুন্‌ব মা—ও চণ্ডী আমিও শুন্‌ব। তুমি শুন্‌বে—কপিলের কাছে দেবহূতির সাংখ্য শোনার মত; আমি না হয় শুন্‌ব—দেবর্ষি নারদের কাছে রত্নাকর দস্যুর রাম নাম শোনার মত।

[পাছু পাছু ছুটিয়া গেল।

ইন্দ্র। [শঙ্খধ্বনি করিয়া] আবার বলি করীন্দ্র! আজকার

যুদ্ধে তোমারই জয়। মায়ের সুবিচার —শিশুর চণ্ডীপাঠ—সব কর্ম্ম তোমারই এক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের রঙ্গিণ প্রতিবিম্ব—নানা মূর্ত্তিতে, যেমন এক সৌভাগ্যের বিকাশে—ধন, পুত্র, যশ, মান, শান্তি, শ্রী—সেই সৌভাগ্যই নানা হ'য়ে, নানাদিক্ দিয়ে আপনা হ'তে উড়ে আসে। করীন্দ্র! তোমারই জয়! [শঙ্খধ্বনি করিলেন]

নেপথ্যে দশমহাবিদ্যা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

দশমহাবিদ্যা। জয় আদ্যাশক্তি অপরাজিতা অভয়া।

করীন্দ্র। আবার—আবার দেবেন্দ্র!

ইন্দ্র। আবার—আবার যুদ্ধ করীন্দ্র! দশমহাবিদ্যার সমবেত যুদ্ধ, মা দেখার এইবার শেষ যুদ্ধ তোমার!

করীন্দ্র। শিষ্যগণ! বিশ্রাম কর গে; তোমাদিকে আমার প্রয়োজন হবে না আর।

বালকগণ। জয় যুগগুরু করীন্দ্রাসুরের জয়।

[অঙ্কুর সহ প্রস্থান করিল।

করীন্দ্র। দেবরাজ! এইবার এই মুক্ত প্রান্তরে আপনি আর আমি।

ইন্দ্র। আর তার মধ্যস্থলে—

সহসা অপূর্ব্ব আলোকমালার বিকাশ।

[তর্জ্জনী সঙ্কেত] মা! মা! মা!

[করীন্দ্রের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

মহাবিদ্যাগণের সহিত করীন্দ্র যুদ্ধ করিতেছিলেন, ইন্দ্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া করীন্দ্রকে উৎসাহিত করিতেছিলেন।

ইন্দ্র। ধন্য করীন্দ্র—ধন্য করীন্দ্র! অদ্ভুত বীর তুমি দৈত্যবংশে! যে মহাশক্তি সম্ভূতা মহাবিদ্যাগণের প্রত্যেকের প্রতি কটাক্ষে ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে সক্ষম—সেই দশমহাবিদ্যার অনন্ত কটাক্ষের একত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ কর্‌ছ তুমি! বিরতি নাই, ভ্রূকুঞ্চন নাই, পূর্ণোৎসাহ, হাস্য মুখ!

[মহাবিদ্যাগণকে তাড়িত করিয়া করীন্দ্র অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

ধন্য তুমি! ধন্য তুমি।

আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রের পশ্চাদ্দিক্ হইতে ডাকিলেন।

আদ্যাশক্তি। ইন্দ্র!

[ইন্দ্র যুদ্ধ দর্শনে তন্ময় ছিলেন, আদ্যাশক্তির ডাক শুনিলেন না—তিনি করীন্দ্রকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলেন]

ইন্দ্র। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর বীর! বাহুর শক্তিতে নয়, প্রাণের সামর্থ্যে।

বাহুর শক্তি উপলক্ষ্য, সন্ধান কর সেই বাণ—কাটান নাই তার কোন রণ-শাস্ত্রে। যে বিদ্যাই সম্মুখীন হোক্—মায়েরই প্রতিমূর্ত্তি—মনে মনে তাঁর ধ্যান কর, প্রাণ দিয়ে প্রণাম কর, আর নৃত্য কর রণ-তাণ্ডবে—জয় রবে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে। কাঁটার আঁচড় যাবে না গায়ে, চামুণ্ডার খড়্গ তোমার অঙ্গে লাগ্‌বে—দক্ষিণ বায়ু, ছিন্নমস্তার মরুপিপাসা তোমার স্পর্শে হবে তৃপ্তির পাথার! মা আস্‌বে অপরাধিনীর মত—আদরের জলধারা নিয়ে, জ্বলন্ত তোমার ও অভিমান নির্ব্বাণে।

আদ্যাশক্তি। [আবার ডাকিলেন] পুত্র!

ইন্দ্র। [আদ্যাশক্তিকে দেখিয়া করীন্দ্রের প্রতি] এসেছে—এসেছে করীন্দ্র! অপরাধিনী এলো-মেলো হ'য়ে এসেছে! আর পা-কতক, দাও লাফ্; দেরী নাই। [আদ্যাশক্তির প্রতি] তার পর—কি মনে ক'রে মায়াবিনী! আশা মিট্‌ল তোর?

আদ্যাশক্তি। সন্ধি কর।

ইন্দ্র। হো—হো—হো— [করতালি সহ অট্টহাস্য]

আদ্যাশক্তি। সন্ধি কর পুত্র, আর যুদ্ধে কাজ নাই।

ইন্দ্র। চলুক যুদ্ধ—চলুক যুদ্ধ, সন্ধি আবার কেন? দে ছেড়ে তুই যত পারিস্—তোর পুঁজি যত বিদ্যা, আমিও দিই লেলিয়ে মূর্ত্তিমান্ ক'রে আমার প্রাণের অভিব্যক্তি। চলুক যুদ্ধ।

আদ্যাশক্তি। যুদ্ধে কোন ফল হবে না পুত্র, অনন্তকাল যুদ্ধই হবে; আমার ও বিদ্যার অন্ত নাই। তার চেয়ে সন্ধিই করি, এস।

ইন্দ্র। বেশ—বল সন্ধিটার মর্ম্ম।

আদ্যাশক্তি মর্ম্ম আর কি—তুমি তোমার করীন্দ্রকে ও পথ হ'তে ফিরিয়ে আমার শরণ নেওয়াও—আমিও তাকে দেখা দিই।

ইন্দ্র হা—হা—হা—মন্দ সন্ধি নয়; সে নিরাপরাধ—জয়ী, সে

আস্‌বে গলবস্ত্র হ'য়ে—তুমি অপরাধিনী, রণকাতরা—তোমার শরণ নিতে? তা হবে না মা; সন্ধি কর্‌তে হয়—তুমি নিজে চুপে চুপে তার কাছে যাও, মধুকৈটভের কাছে মহাবিষ্ণুর বর পাওয়ার মত তাকে বেশ একটু বাড়িয়ে দাও গে, বিষ্ণু চেয়েছিলেন—"তোমরা আমার বধ্য হও", তুমি বল গে—তুমি আমার বাধ্য হও।

আদ্যাশক্তি। মহাবিষ্ণু কিন্তু মধুকৈটভের কাছে বর চাইতে যায় নাই, পুত্র! ভুলে যেয়ো না,—তাদিকেই সে বরটা আপনা হ'তে যেচে দিতে আস্‌তে হয়েছিল।

• ইন্দ্র। ভুলে যাই নাই মা! সে খেলা যে মহামায়া তোমারই, তা আমি জানি। তা ব'লে এ সে রকম যাচতে আস্‌বে না মা! মধু-কৈটভ যেচে দিয়েছিল—তাদের পশ্চাতে ইন্দ্র ছিল না, তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—তোমায় হাড়ে হাড়ে যে চেনে।

আদ্যাশক্তি। তুমিও ভুল কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, ইন্দ্র! তুমি আমায় চেন না—আমি তোমায় চেনা দিয়ে রেখেছি। তুমি যে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ ব'লে নয়—আমি তোমার পক্ষপাতিনী মা ব'লে। সন্ধি কর পুত্র, সন্ধি কর।

ইন্দ্র। আঃ! কর্ না ছাই। তাতে ত আমি অসম্মত নই; তবে তুই বল্‌ছিস্—সে শরণ নিক্, আমি দেখা দিই; আমি বল্‌ছি—তুই দেখা দে, সে শরণ নিক্।

আদ্যাশক্তি। ও—তা হ'লে যুদ্ধই কর্‌বে?

ইন্দ্র। করাচ্ছিস্ তুই—কর্‌ব না?

আদ্যাশক্তি। আমি করাচ্ছি?

ইন্দ্র। না—আমি করাচ্ছি। চেনার বেলায় তুই চেনা দিয়ে রেখে-ছিস্, তবে আমি চিনেছি; সন্তান হবার বেলায় তুই আগে আমার

মা হয়েছিস্, তবে আমি তোর সন্তান ; সব কাজের বেলায় তুই আগে আগে, আর যুদ্ধের বেলায় তুই কিছু জানিস্ না—যা করাচ্ছি আমি। যা—যা—

আদ্যাশক্তি। তা হ'লে আমি কিন্তু এইবার তোমাদের শাসন কর্‌ব পুত্র!

ইন্দ্র। অপরাধ পাস্—কর্‌বি বই কি!

আদ্যাশক্তি। অপরাধ ত সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। তা হবে! করীন্দ্র যাচ্ছে তোকে দেখ্‌তে, আমি যাচ্ছি তোকে দেখাতে,—এ যদি হয় অপরাধ—কর শাসন—আমাদের মাথা পাতা। কিন্তু তুইও বাদ প'ড়ে যাবি জগৎ হ'তে জন্মের মত—এই শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই; আর কেউ তোর সঙ্গে দেখা-দেখির নাম-গন্ধও কর্‌বে না।

আদ্যাশক্তি। ও রকম দেখা-দেখিও আমি ভালবাসি না, ইন্দ্র! আমার কাছে আস্‌তে হ'লে মাথা নুইয়ে আস্‌তে হবে।

ইন্দ্র। যে-মা ব'লে আস্‌বে, সে মাথা নোয়াতে যাবে কেন? বদ্ধ-কৃতাঞ্জলি, অশ্রু-চক্ষু—ভক্তের জন্য; পুত্রের আব্‌দার।

আদ্যাশক্তি। আব্‌দারটা অধিক মাত্রায় হ'য়ে উঠ্‌লে, সেটা শেষটায় ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে যায়, ইন্দ্র!

ইন্দ্র। সে বিষয়ে আমার বুক তাজা মা! আমি তাকে যা মন্ত্র দিয়েছি—

আদ্যাশক্তি। ভুল হ'য়ে যাবে, ইন্দ্র—মন্ত্র ভুল হ'য়ে যাবে।

ইন্দ্র। সে মন্ত্র আত্মরক্ষাকে আত্মরক্ষা—বাণকে বাণ।

আদ্যাশক্তি। বাণ চুরি যাবে পুত্র, চোখের উপর—ধর্‌তে ছুঁতে পাবে না।

ইন্দ্র। চুরি গেলে তা যেত এতদিন। সেই অস্ত্রবলেই ত সে এত যুদ্ধ জয় ক'রে আস্‌ছে।

আদ্যাশক্তি। যত যুদ্ধ সে জয় কর্‌ছে, তার পরাজয়ের অঙ্কুর তত ডাল পালা মিল্‌ছে।

ইন্দ্র। [চমকিত হইয়া] সে আবার কি মা—সে আবার কি!

আদ্যাশক্তি। ঐ সে আস্‌ছে তোমারই কাছে; শুন্‌তে হবে না আর, প্রত্যক্ষই দেখ; বুঝ্‌তে পার্‌বে, এখনই এক আঁচড়ে—যত জিতেছে, —তত হেরেছে, যত উঠেছে—তত পড়েছে। সন্ধি কর্‌লে না পুত্র—সুযোগ হারালে।

[অন্তর্দ্ধান।

ইন্দ্র। [ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন] মা! মা!

জয়মদে মত্ত করীন্দ্রাসুর উপস্থিত হইলেন।

করীন্দ্র। যুদ্ধ দেন, যুদ্ধ দেন, দেবরাজ! যুদ্ধ দেন। আপনার অষ্ট-শক্তি দেখ্‌লুম, দশমহাবিদ্যা দেখ্‌লুম, অসংখ্য যোগিনী দেখ্‌লুম, বুঝ্‌লুম যার যত দৌড়। বলুন দেবরাজ! এইবার কোন্ মায়া? কার সম্মুখীন হ'তে হবে করীন্দ্রকে? কতদূরে সে?

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে, করীন্দ্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] এ আবার কি হ'য়ে এলে, করীন্দ্র!

করীন্দ্র। দেবেন্দ্রের আবার একি মূর্ত্তি বিস্ময়ের! সমরজয়ী হ'য়ে এসেছে করীন্দ্র; দশমহাবিদ্যার সমবেত সমর—যে সমরে শায়িত করাল, ঘোর, দুর্গমাসুরের বিশ্বজয়ী সেনানায়কগণ।

ইন্দ্র। [স্বগত] অহমিকা—অহমিকা।

করীন্দ্র। যে রণোন্মাদিনী চামুণ্ডার দুর্ব্বার আক্রমণে অমর-কল্প রক্তবীজ অসহায় শিশুর মত শূন্যরক্ত, ভূলুণ্ঠিত, নিদ্রিত—সেই ভ

কালীর অসংখ্য শক্তি পরিবেষ্টিত সমর ব্যূহ ভগ্ন—চূর্ণ—ছত্রভঙ্গ। বিস্ময়ের কারণ নাই দেবরাজ! এ করীন্দ্রাসুর।

ইন্দ্র। [স্বগত] মা! মা! দিয়ে গেছিস্ মাথাটী খেয়ে ?

করীন্দ্র। বল্‌তে পারেন—বল্‌তে পারেন, দেবরাজ! আমার সন্দেহ হচ্ছে—এই মহিষাসুর বধ, রক্তবীজের রক্তপান, শুম্ভ নিশুম্ভ সংহার এগুলো সব সত্য—না গল্প ? আমি ত বিশ্বাস করতে পারছি না, দেবরাজ! করীন্দ্রের মুহূর্ত্তের রণে যে মায়াবিনীরা এমনধারা পরাজিত, পলায়িত, অপদস্থ,—রক্ত পিপাসা উড়ে গিয়ে মৃত্যু পিপাসায় অধীর—তারাই বাজিয়েছে এই বিজয়-ডঙ্কা! তারাই তুলেছে দৈত্যকুলের কালী দেওয়া এই অদ্ভুত বীরত্বের কীর্ত্তিকেতন! মিথ্যা—মিথ্যা! আর যদি সত্যই হয়, মাথায় থাক মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ, আমি তাঁদের রাজত্ব, বীরত্ব, দানবত্ব সমগ্র শ্রেষ্ঠত্বকে শতবার ধিক্কার দিই।

ইন্দ্র। [স্বগত] চুরি গেছে আমার দেওয়া বাণ! ভুল হ'য়ে গেছে মন্ত্র! বেশ মিলেছে পরাজয়ের অঙ্কুর—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডালপালা! মা! মা! আশ্চর্য্য খেলা তোর! বুঝ্‌তে পেরেছি আমি আমার অপরাধ—ইচ্ছাময়ী! তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ান'। শাসনের সূত্রও এঁটেচিস্ সুন্দর! ধন্য তোর সুবন্দোবস্ত! ধন্য তুই!

[করীন্দ্র ইন্দ্রকে বিস্ময়াবিষ্ট, নির্ব্বাক্, শুষ্কমুখ দেখিয়া নিজ বিজয়বার্ত্তায় ক্ষুণ্ণ সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হারাইলেন]

করীন্দ্র। কি ভাব্‌ছেন দেবরাজ শুষ্ক বদনে ? কি দেখ্‌ছেন এখনও সেই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আড়ে আড়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ পানে ? ও—বুঝেছি। আপনি না এই সংগ্রামের পরিচালক ? আপনি না দেবরাজ—সত্যবাদী, সরল ? কই এ বিজয়বার্ত্তায় আপনার সে উৎফুল্লতা ? কোথায় গেল

দেবরাজ! আনন্দপূরিত নিবিষ্টচিত্তে আপনার এ যুদ্ধের সে পর পর মানচিত্র অঙ্কন ?

ইন্দ্র। করীন্দ্র! ভাই! আর যুদ্ধে কাজ নাই!

করীন্দ্র। হুঁ—তা বুঝেছি। এই কথাটী বল্‌বার জন্যই কি দেবরাজ এতক্ষণ রুদ্ধকণ্ঠ হয়েছিলেন ? কিন্তু—কেন ? কেন ? যুদ্ধে আর কাজ নাই কেন ?

ইন্দ্র। সে অনেক কথা, মোট কথা তোমারই মঙ্গল। তুমি শরণ নাও।

করীন্দ্র। [বজ্রনির্ঘোষে] শরণ নেব! দেবরাজ! শরণ ? কই শরণ নেবার উদ্দেশ্যে ত এতদূর আনেন নি, আমায় ?

ইন্দ্র। তুমি মা দেখ্‌বে না, করীন্দ্র ?

করীন্দ্র। মা দেখ্‌ব বই কি, দেবরাজ! কিন্তু মায়ের না দেখা দেওয়ার ক্ষমতার কি এইখানেই শেষ ?

ইন্দ্র। মায়ের ক্ষমতার শেষ নাই, করীন্দ্র! কিন্তু তুমি যদি এই ক্ষমতা নিয়ে এইবার মা দেখ্‌তে যাও—

করীন্দ্র। আমার শেষ! বলুন, বলুন—আমার শেষ—কেমন ? যান্‌. দেবরাজ—আর আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হবে না ; চিন্‌তে পেরেছি আপনাকে, আমরা বুঝি।

ইন্দ্র। কি বুঝ্‌লে ? কি বুঝ্‌লে, করী ?

করীন্দ্র। বল্‌ব ? [ইতস্ততঃ করিয়া] বল্‌তেই বাধ্য হলুম। দেবরাজ! বুঝ্‌লুম—যে, দেবদৈত্যে প্রণয় অসম্ভব।

ইন্দ্র। অসম্ভব!

করীন্দ্র। অসম্ভব। দৈত্যজাতি সরল, শরণাগতপালক, সত্যনিষ্ঠ,—দেবজাতি কুটিল, কু-অভিসন্ধিপূর্ণ, অকৃতজ্ঞ ; অসম্ভব এ দুয়ের সদ্ভাব!

আজ আমার মনে পড়্ছে দেবরাজ, সত্যের সে সুধা বণ্টনের কথা ; দেখ্‌তে পাচ্ছি দপ্‌দপে বলির যজ্ঞে বামন ভিক্ষা। যান্, দেবরাজ! আর আপনার সাহায্যে কাজ নাই। আপনাদের শত্রুতা হ'তে বন্ধুত্ব ভয়ঙ্কর!

ইন্দ্র। [স্বগত] চমৎকার শাসন! মা! চমৎকার শাসন তোর। বিচারালয় নাই, দণ্ডদাতা নাই,—মনে মনে অপরাধ, শূন্যে শূন্যে শাসন। কি মূর্খতা, কি কদর্য্যতা—ভ্রুকুটী ক'রে তোর করুণার দাবী করতে যাওয়া ; তা হ'তে বুদ্ধিমান বরং তারা,—যারা তোকে মোটেই পেতে চায় না, তোর পেতে-দেওয়া সংসার খেলাতেই ভোর। [প্রকাশ্যে] করীন্দ্র। করীন্দ্র! দূর ক'রে দাও—দুঃখ নাই ; কিন্তু কিসে বুঝ্‌লে ভাই, দেবজাতি কুটীল, কু-অভিসন্ধিপূর্ণ ?

করীন্দ্র। আপনার ঐ পাণ্ডুর বিষণ্ণ শুষ্ক মুখের ভঙ্গিমায় ; আপনার ঐ চিন্তাকুঞ্চিত ললাট দর্পণে লুকানো হৃদয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়ায় ; শেষ—সকল সন্দেহের মীমাংসা আপনার ঐ "শরণ নাও" একটী কথায়। দেবরাজ! প্রথমটায় বুঝি বুঝেছিলেন—যুদ্ধে করীন্দ্রাসুরের পতন হবে, তাই ত ন এত উত্তেজনা, এত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ? তার পর যখন দেখ্‌লেন - করীন্দ্র রক্তবীজ নয়, শুম্ভ নিশুম্ভ নয়, করীন্দ্র—করীন্দ্র, অবলীলাক্রমে দশমহাবিদ্যার সমর-সমুদ্র পার—অমনি আপনার মুখ এতটুকু, অমনি নূতন ষড়্‌যন্ত্র, শিশুকে ভূতের ভয় দেখানোর মত—"করীন্দ্র! শেষ তোমার—শরণ নাও।" আমার এত বড় একটা অর্জ্জন করা গৌরব—যান্ দেবরাজ—বেশ চিনেছি আপনাকে ; আপনি যে কোন উপায়ে এই দৈত্যজাতিটাকে দমিয়ে রাখ্‌তে চান্ ?

ইন্দ্র। করীন্দ্র—

করীন্দ্র। [বাধা দিয়া ঘৃণাভরে] যান্—একে আমি রণোন্মত্ত

দিগিদিক্ জ্ঞানশূন্য, তার উপর আপনার এই প্রবঞ্চনাময় কৌশল-জাল— আপনাকে যে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি, এটা হয় ত আর ঠিক রাখ্‌তে পারব না।

ইন্দ্র। [স্বগত] মা! মা! এখনও আমার সেই নির্ব্বুদ্ধিতা! এখনও সেই পদস্খলিতকে ধর্‌বার চেষ্টা! এখনও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—তুই যাকে অধঃপাতে দিস্, সুহৃদের সদুপদেশ তার চক্ষে এই রকমই গুপ্ত বিষের ছুরি! আমি পরাজিত—শরণাগত তোর। রক্ষা কর, মা— রক্ষা কর; যুড়ে দে মা—তোর ভেঙে দেওয়া সোপান। দুর্ম্মতি কেড়ে নে মা—করীন্দ্রের।

[ধীরে ধীরে সদুঃখে প্রস্থান।

করীন্দ্র। [দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া] কাকেও মাথা তুলে থাক্‌তে দেবে না—এই আত্মপরায়ণ দেবজাতি! কারও গৌরব সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না—এই পরশ্রীকাতর দেবজাতি! কোন যুগকে—কোন একটা নূতনত্বের উদ্ভাবন ক'রে যেতে দেবে না—এই গুরুত্ব গর্ব্বিত দেবজাতি! শরণ? কিসের শরণ? কার শরণ? শরণ নেব—যদি বুঝি শরণের যোগ্য।

মহাবিদ্যাগণ হুঙ্কার করিয়া পুনরাবির্ভূতা হইলেন।

মহাবিদ্যাগণ। জয় আদ্যাশক্তি—অপরাজিতা—অভয়া।

করীন্দ্র। আবার—আবার এসেছিস্—লজ্জাহীনা সেই তোরাই? আবার পরাজয়ের কণ্ঠে সেই অপরাজিতার জয়? এখনও সেই ধ্বংসের আশা করীন্দ্রাসুরকে? এবার তোদের লীলাখেলার শেষ! এবার আর অদৃশ্য হ'য়ে উপায় নাই, অনন্তে লীন হ'য়েও অব্যাহতি নাই, হংসের দুগ্ধ পানের মত জল চিরে ভাগ ক'রে ধর্‌ব। [যুদ্ধ]

মহাবিদ্যাগণ। জয় আদ্যাশক্তি—অপরাজিতা—অভয়া। [ভীষণ যুদ্ধ]

[নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

সন্ন্যাসীবেশে কোদণ্ড-কুলিশ গায়িতেছিল

কোদণ্ড-কুলিশ।—

গীত।

শরণ নে—ওরে শরণ নে।
নুইয়ে মাথা বল্ নমস্তে শিবে শরণ্যে।
হাত পেয়েছিস্ হ' কৃতাঞ্জলি,
হৃদয় আছে কুটিয়ে নে ভাই বসন্তের কলি,—
নয়নের জল নয় ফুরাবার,
অভাব রে তোর কিসের আবার ;
রসনা তোর জন্মসাথী কাজ কি আর অন্যে।
শরণ নে—ওরে শরণ নে।

[নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-মালা।

আদ্যাশক্তি শিলাখণ্ডে উপবিষ্টা ছিলেন, তাঁহার পদতলে সিংহরূপী কাল পড়িয়াছিলেন; দেবী তাহাকে আদর-সূচক ভৎসনা করিতেছিলেন।

আদ্যাশক্তি। তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস্, বাছা! কেবল প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোবি, কোন কথা বল্‌তে গেলেই অম্‌নি পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিবি। কেন বল্ দেখি, তুই এমন বিগ্‌ড়ে গেলি? জগতের এত জীব এত কাজ কর্‌ছে—তোর কি কোন একটা কাজে হাত দিতে ইচ্ছে যায় না?

[সিংহ মুখভঙ্গীতে মনোভাব ব্যক্ত করিল]

কি বল্‌ছিস্? "আমায় ব'য়ে নিয়ে বেড়াস্—এর চেয়ে ভারী কাজ জগতে আর কে কর্‌তে পেরেছে?" দূর ক্ষেপা! এই কাজটাই তোর এত ভারী কাজ হলো? এতে তোকে জগতে চিন্‌ছে কে? চেনা দেবার কাজ কিছু কর্!

[সিংহ পুনরায় পূর্ব্বভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিল]

কি বল্‌লি? "এ হ'তে পরিচয়ের কাজ আর জগতে দেখ্‌তে পাস্ না?" না বাছা—তুই যাই ভাব্—লোকে কিন্তু তোকে বড় বিদ্রূপ করে; বলে—বনের পশু কেবল ব'য়ে মরিস্—কাজের কাজ কর্‌বার কি ধার ধারিস্; আমার সহ্য হয় না। আজ আমি তোকে দিয়ে একটা কাজ করাব; দেখাব তাদিগে—বনের পশু তুই কত বল ধরেছিস্, তবে আমার বাহন হয়েছিস্। কেমন—কর্‌বি ত? না বল্‌ব?

[সিংহ পদতলে মস্তক লোটাইয়া সম্মতি জানাইল। দেবী আদরে তাহার গলা জড়াইয়া মুখ-চুম্বন করিলেন]

তুই আমার সুবোধ ছেলে, সাধ ক'রে কি তোকে এত ভালবাসি! দেখ্—তুই হচ্ছিস্ হিংস্রক জন্তু—আজ তোকে তোর সেই বৃত্তিটা আবার জাগাতে হবে, বাবা!

[সিংহ ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল]

আবার দুষ্টুমি! পার্‌বি না যা ছেড়েছিস্? দেখ্‌বি—দেবো গালে চড়্! আমি বল্‌ছি যখন—পার্‌বি না কেন? আমার কথার চেয়ে—আবার তোর অন্য ধর্ম্ম আছে না কি?

[সিংহ পদতলে লুটাইয়া পড়িল]

তবে—তবে আবার দুষ্টুমি কর্‌ছিলি? খাস্ নাই অনেক দিন রক্ত মাংস, খেয়ে নে; জাত যাবে না। আমি রয়েছি তোর ঘাড়ের উপর ব'সে—বোকা ছেলে—তোর আবার জাত কি? ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? হিংসা অহিংসার বিচার কি? যা বলি—ক'রে যা। কর্‌বি ত?

[সিংহ পদচুম্বন করিয়া সম্মতি জানাইল]

তা কর্‌বি বই কি, তুই কি আমার কম ভক্ত। [চুম্বন করিলেন]

ইন্দ্র অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার সাহস ছিল না, তিনি এইবার ধীরে ধীরে অপরাধীর মত উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। মা!

আদ্যাশক্তি। ইন্দ্র! এস বৎস! কতক্ষণ এসেছ? দেখি নাই—অস্ত্র শাণাচ্ছিলুম।

ইন্দ্র। [সবিস্ময়ে] অস্ত্র! কই?

আদ্যাশক্তি। [সিংহকে দেখাইয়া] এই যে! [ইন্দ্র আরও বিস্মিত

হইলেন] বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! করীন্দ্রাসুর আমার অষ্টশক্তি, দশমহাবিদ্যায় যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে অমহিকায় ফুলে উঠেছে; মনে করেছে—তার তুল্য যোদ্ধা আর জগতে নাই। আমি তাকে এই সিংহ দিয়ে খাইয়ে তার শোধ দেব। দেখাব তাকে—সে যে আমার অংশসম্ভূতা মহাশক্তিদের সমর-বিমুখ কর্‌তে পেরেছে—তাতে আমার সম্মতি ছিল; এখন আমার ইচ্ছা নাই ত—একটা বনের পশুর আক্রমণ ব্যর্থ কর্‌বার তার সাধ্য নাই।

ইন্দ্র। [ব্যাকুলভাবে] মা! মা! সন্ধি কর, মা!—সন্ধি কর।

আদ্যাশক্তি। [মৃদুহাস্যে] সন্ধি! কেন ইন্দ্র, আবার সন্ধি? তার অস্ত্র কি হলো?

ইন্দ্র। চুরি গেছে মা—অস্ত্র চুরি গেছে—মহামায়া তোমারই বিস্তারিত মোহ-অন্ধকারে। বনের পশু ত দূরের কথা—এখন একগাছা মাটির তৃণ—সে-ও তার শাসনে সক্ষম। বেশ বেড়েছে মা—তার পরাজয়ের অঙ্কুর। চমৎকার ধরেছে সে শেখাবুলি ছেড়ে দিয়ে স্বজাতীয় রব।

আদ্যাশক্তি। চৈতন্য হয়েছে তোমার, ইন্দ্র? চিন্‌তে পেরেছ ত এইবার—একটু উঠ্‌তে পেয়েছে কি, অমনি নিজমূর্ত্তি—বেঁকে দাঁড়িয়েছে—সে অসুর?

ইন্দ্র। শুধু সে নয়, মা—আমিও অসুর। আমি কেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে কেউ তোমাতে শরণ নেওয়া ছাড়া, তোমাতে একান্ত নির্ভর ব্যতীত, তোমার কাছে দীনের দীন, অজ্ঞানের অজ্ঞান, দুর্ব্বল হ'তেও দুর্ব্বল না হ'য়ে এই রকম অহমিকা নিয়ে তোমায় দাবী কর্‌তে আস্‌বে—সে-ই অসুর; তারই অধঃপতন এই রকম পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে। অপরাধ ক্ষমা কর, মা! অজ্ঞান সন্তান আমরা; তুমি মা, জ্ঞানময়ী—দয়াময়ী—জগতের সকল ত্রুটী মেখে নেওয়া সর্ব্ব সহিষ্ণুতাময়ী। রক্ষা কর, মা—রক্ষা কর, মুক্তি দাও, করীন্দ্রকে।

আদ্যাশক্তি। উচিত হয় না, ইন্দ্র! এ অহমিকান্ধকে এত শীঘ্র মুক্তি দেওয়া। জন্ম জন্ম একে ভীষণ হ'তেও ভীষণ অধঃপতনে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্ধকূপে ফেলে, পচিয়ে মারাই এ সাধনার যোগ্য পুরস্কার। কিন্তু কি কর্‌ব—তুমি তার গুরু—উপায় নাই, যাও—তাকে শরণ নেওয়াও গে।

ইন্দ্র। আমি আর তাকে কি ক'রে শরণ নেওয়াব, মা! যার বলে সে শরণ নেবে তোমার—তা যে তুমি হরণ ক'রে ব'সে আছ! আমার হাতে কি আর আছে কিছু! এখন যদি শরণ নেওয়াতে হয়—তুমি নেওয়াও; ফিরে দাও তার দৈন্যটুকু, বিকাশ ক'রে দাও, চৈতন্য জ্যোতিঃ—অহমিকার তমোরাশি আপনা হ'তে সরিয়ে নিয়ে।

আদ্যাশক্তি। ইন্দ্র! নেওয়াব আমি তাকে শরণ—যতই সে অন্ধ হোক। তবে একটা কথা—এরূপভাবে নিজে পিছিয়ে, তাকে বাঁচিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে কাছে টেনে আন্‌তে আমার অনেক দিন লেগে যাবে; আর যদি আমি তাকে শাসন ক'রে বাধ্য করি—মুহূর্ত্তে হয়; কোন্‌টা তুমি চাও? শাসন অর্থে—তিরস্কার, প্রহার, মৃত্যু পর্য্যন্ত।

ইন্দ্র। [তীরবিদ্ধবৎ] মৃত্যু পর্য্যন্ত! [আত্মসংবরণ করিয়া] না—মা! তুমি যা চাও—আমি তাই চাই। আর আমি তোমার ইচ্ছা ছাড়া চাইব না! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি মা—তুমি মঙ্গল ছাড়া চাইতেই জান না; আরও—তুমি যতটা আমার মঙ্গল চাও, আমি ততটা আমার মঙ্গল চিনিই না।

আদ্যাশক্তি। যাও, ইন্দ্র! [সিংহকে দেখাইয়া] যাচ্ছে এ; ঠিক কালে-ধরা ক'রে ধর্‌বে তাকে; চৈতন্য এলেই তার চোখ ফুটিয়ে দিয়ো তুমি—আমি আবির্ভূতা হবো।

ইন্দ্র। করীন্দ্র! করীন্দ্র! ভাগ্যবান্ তুমি! প্রস্তুত হও—

পরাজয়ের জন্য, মৃত্যুর জন্য। পরাজয়—তোমার জন্য জয়মাল্য নিয়ে যাচ্ছে; মৃত্যু—তোমায় জন্ম-মৃত্যুর পরপারে দেবার মূর্ত্তি ধরেছে।

[প্রস্থান।

আদ্যাশক্তি। [সিংহকে] বুঝ্তে পেরেছিস্ ক্ষেপা! তোকে খেতে হবে—করীন্দ্রাসুরকে। ওঃ খুব আনন্দ—না? চ'—দেখিয়ে দিই। খাট্‌তে হবে না তোকে—যা কর্‌বার আমি সব ক'রে রেখেছি, যা কর্‌তে হবে—কর্‌বও আমি।

[সিংহকে লইয়া মৃদুমন্দগমনে চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম।

কোদণ্ড কুলিশ গায়িতেছিল, ভাগুরি সহ মার্কণ্ডেয় দূরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

কোদণ্ড-কুলিশ।—

গীত।

শরণ নে ওরে শরণ নে।
নুইয়ে মাথা বল্—নমস্তে শিবে শরণ্যে।
পা পেয়েছিস্ দিস্ না ক্ষেপা ভর,
পড়ে যাবি লাগ্‌বে দাঁতি, মায়ের আঁচল ধর,
গায়ের জোর তোর উল্টো গা-বে,
সকল আশা ফুরিয়ে যাবে,
অহমিকার সিংহে খাবে তম অরণ্যে।
শরণ নে—ওরে শরণ নে।

[গায়িতে গায়িতে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

ভাগুরি সহ মার্কণ্ডেয় আশ্রমে আসিলেন।

মার্কণ্ডেয়। [কোদণ্ড কুলিশকে উদ্দেশ করিয়া ভাগুরির প্রতি] বা—বা—বা, উঠেছে ভাগুরি, বিশ্বের আপামর সাধারণ কণ্ঠে—মা মা ধ্বনি; পড়েছে শিষ্য, অসহায় শিশুর মত হাত পা ছেড়ে দিয়ে—কর্ম্মশীল জগতের শরণ নেওয়ার ঝোঁক। তোমার ও কর্ম্ম বোধ হয় শেষ, আর কিছু চাইবার নাই ত?

ভাগুরি। না ঋষি! আমার চাওয়ার শেষ হয় নি।

মার্কণ্ডেয়। সে কি! তুমি মায়ের দেখা পাও নি?

ভাগুরি। দেখা পেলেই কি চাওয়া ফুরিয়ে যায়, ঋষি! আমি ত তা দেখ্‌ছি না; আমি দেখ্‌ছি—দেখা না পাওয়া বরং ভাল ছিল দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আমার যত সুপ্ত নির্জীব প্রার্থনা তারা পর্য্যন্ত গা ঝেড়ে উঠে এক যোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। দিতে হবে তোমায়, ঋষি! আমি যা চাই। রচনা কর্‌লে যদি ভাগুরি-চরিত্রের মহা উপন্যাস—কর এর উপসংহার। দিলে যদি পরম দান—দাও তার যোগ্য দক্ষিণা।

মার্কণ্ডেয়। কি চাও তুমি, ঋষি?

ভাগুরি। ভাষা—একটা ভাষা; যা দেখালে তার প্রকাশের, তার বর্ণনার, তার প্রকৃত নাম করণের। প্রকাশই যদি না কর্‌তে পেলুম; তবে কি দেখ্‌লুম? কেন দেখ্‌লুম? দাও ঋষি দক্ষিণা, না হ'লে তোমার দান বিফল—ফিরিয়ে নাও।

মার্কণ্ডেয়। কি কর্‌ব, ঋষি! এর ভাষা নাই যে।

ভাগুরি। সৃষ্টি কর—সৃষ্টি কর; মার্কণ্ডেয় ঋষি তুমি, সপ্ত কল্পজীবী সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টির উচ্চে—তোমার মুখে "নাই" শব্দ শুন্‌ব না। ভাব আছে যখন, ভাষাও আছে। এত বড় একটা চণ্ডী প্রকাশ ক'রে গেছ, ভাষা দিয়ে—মহাকবি! খোঁজ—খোঁজ। ওঃ! এ কি কম আক্ষেপ—

এমন একটা ভুবন মাতানো পরমানন্দ, এ কি না অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়! তা হবে না, ঋষি! সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই পর্য্যন্ত ব'লেই আমি নীরব—থাকতে পারছি না—দেখতে পাচ্ছি যখন—সে এ ছাড়া, এর অনেক উপরে। কর ঋষি, নূতন ভাষার আবিষ্কার—তার ঠিকটা প্রকাশ করবার অন্ততঃ তার কাছাকাছিও যাবার।

মার্কণ্ডেয়। তা' হ'লে এইবার তোমায় ভাবতে হবে, ভাগুরি! বৃষ্টির শস্য-উৎপাদনী শক্তি থাকলেও তার আশ্রয় স্থান—আকাশ—গাছের জন্ম দেয় না; আকাশের কর্ম্ম—বৃষ্টিধারা মৃত্তিকায় নিষেক করা, অঙ্কুরের উদ্ভাবন সেই রসের সাহায্যে মৃত্তিকার কার্য্য। মার্কণ্ডেয়ের চিন্তা শক্তি, গবেষণা, জ্ঞান, ধারণা—সমস্তই আজ ভাগুরিতে অর্পিত; নূতনত্বের উদ্ভাবন করতে হয়, আবিষ্কার করতে হয় সচ্চিদানন্দের উপর ভাষা—করুক তা এইবার ঋষি ভাগুরি।

ভাগুরি। [উদ্দেশে ভক্তিভাবে] মা! মা! সর্ব্বরূপা মহাশক্তি! বাণী ত তোরই অনন্তমূর্ত্তি একটা মূর্ত্তি, মা! তু-ই ত সেই—তরুণ সকল-মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ বাগ্‌দেবতা—স্বয়ং। তোর প্রকাশে যখন তোরই সৃষ্টি বাণী—সে কি এত ক্ষুদ্র সৃষ্টি? কেন সে পৌঁছাতে পারবে না—তোর বিরাটতায়? কেন সে নিয়ে যেতে পারবে না—আমার হাত ধ'রে তোর অনন্ত বেদীর প্রান্তে! কেন থাকবে সে—এ রকম পরাজিত, পশ্চাৎপদ, নির্ব্বাক্ অর্দ্ধেক পথ হতেই! তুই যদি বিরাট্, তুই যদি অনন্ত, তুই যদি অপরাজিত—বাণীও বিরাট্, বাণীও অনন্ত, বাণীও অপরাজিত। আমি তোকে ধরব, প্রকাশ করব—বাণীর সাধনা ক'রে, ভাষা দিয়েই।

[প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। দীর্ঘজীবী হও, ভাগুরি—দীর্ঘজীবী হও। এ মার্কণ্ডেয়ের আশীর্ব্বাদ নয়—আকাঙ্ক্ষা।

দুর্গমাসুর উপস্থিত হইলেন।

দুর্গম। মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আমি আমন্ত্রণ কর্‌তে এসেছি।

মার্কণ্ডেয়। সম্রাট্‌! কিসের আমন্ত্রণ?

দুর্গম। যুদ্ধ দেখ্‌বার।

মার্কণ্ডেয়। যুদ্ধ দেখ্‌বার আমন্ত্রণ—আমায়!

দুর্গম। সে কি ঋষি! উপাদান নেবে না?

মার্কণ্ডেয়। কিসের উপাদান?

দুর্গম। তোমার সেই চণ্ডী রচনার! যুদ্ধ দেখা না থাক্‌লে—পাবে কোথায়—লিখ্‌বে কি?

মার্কণ্ডেয়। চণ্ডী রচনা ত আমার হ'য়ে গেছে, সম্রাট! আর আমি উপাদান নিয়ে কর্‌ব কি?

দুর্গম। চণ্ডী রচনা হ'য়ে গেছে! কি রকম? দৈত্যজাতির বংশ থাক্‌তে! তা হবে না, ঋষি! তুমি যে—মধুকৈটভ, মহিষাসুর আর শুম্ভ নিশুম্ভ বধ সেরেই হাত গুটিয়ে ফেল্‌বে—তা হবে না। তোমায় চণ্ডীর পাতা বাড়াতে হবে, ধারাবাহিক চল্‌তে হবে।

মার্কণ্ডেয়। দ্বিরুক্তি দোষ ঘ'টে যাবে, দুর্গম! নূতন কিছু দেখাতে পার্‌বে—যা লেখা হ'য়ে গেছে চণ্ডীতে—তা হ'তে?

দুর্গম। তাই ত ডাক্‌ছি আমি ঋষিকে; নূতন দেখাব বই কি, এমন নূতন দেখাব—ঋষির বিকট কল্পনাশক্তি যার ছায়া দিয়েই যেতে পারে নাই।

মার্কণ্ডেয়। করীন্দ্রাসুরের যুদ্ধে অষ্টশক্তি দশমহাবিদ্যা পরাজিত—এই ত তোমার নূতনত্ব?

দুর্গমা। নয়? একবার-আধ্‌বার নয়—পরাজিত বার বার। এ ভাবের সমাবেশ কি সারা চণ্ডীটার মধ্যে কোন একটা পংক্তিতে করা হয়েছে, ঋষির?

মার্কণ্ডেয়। রক্তবীজ-বধ অধ্যায়টা কি দেখা হয়েছে, সম্রাটের ?

দুর্গম। তন্ন তন্ন ক'রে। যদিও হ'য়ে থাকে তাতে—সে মাত্র অঙ্কুর তোলা, চাপা কলমে। সেই রক্তবীজের বীরত্বের অঙ্কুর আজ এই করীন্দ্র-চরিত্রে পূর্ণ পরিস্ফুট ক'রে দিতে হবে, তোমায়।

মার্কণ্ডেয়। শেষটায় কি হয় করীন্দ্রের—দেখ ?

দুর্গম। কি হবে তুমি অনুমান কর?

মার্কণ্ডেয়। মৃত্যু।

দুর্গম। মোক্ষ।

মার্কণ্ডেয়। তোমার ধারণা নিয়ে ত আমার রচনার হাত চল্‌বে না, দুর্গম !

দুর্গম। তা চল্‌বে কেন ; তোমার হাত চল্‌বে কেবল দৈত্যজাতি রণস্থলে আস্‌ছে, অস্ত্র ধরতেই-না-ধরতেই উপুড় হ'য়ে পড়ছে, হাত পা ছুড়ছে, আর মর্‌ছে, এই সব বিকট কল্পনায় ! দানব জীবনটা যেন অরক্ষিত গাছের পাকা ফল—মায়াবিনীরা আস্‌ছে—দু হাতে ছিঁড়ছে, আর হালুম ক'রে গিলে নিচ্ছে ; দৈত্যের রক্তটা যেন অবারিত পাহাড়ের ঝরণা—পড়ে আছে, চুমুক দিয়ে নিলেই হ'ল ! বাহবা তোমার কল্পনা! তোমায় আর কি বল্‌ব, ঋষি ! আমার দুঃখ হচ্ছে এই জগতটার উপর ; কি মূর্খ সে—তোমার এই অযৌক্তিক মিথ্যা বাক্যাড়ম্বরগুলো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছে।

মার্কণ্ডেয়। রাজা—

দুর্গম। [বাধা দিয়া] ঋষি ! অনেক দিন হ'তে আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌ব মনে ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি নাই,আজ আমার সুযোগ হয়েছে।

মার্কণ্ডেয়। তা' হ'লে বল্‌তে হবে—সম্রাটের বহুদিন হ'তে আমার উপর একটা বিদ্বেষ আছে ?

দুর্গম। থাকা কি অন্যায় ঋষি? তুমি তার পিতা পিতামহদের জোর ক'রে হীন কুক্কুরের দলে ফেলে দিয়ে যাবে, তার নিত্য চৈতন্য জাগ্রত জাতিকে জগতের চক্ষে জড়পিণ্ড ব'লে প্রতিপন্ন ক'রে যাবে, তার বহ্নিময় বিরাট বংশটায় ছাইএর মত বাজে দেখিয়ে যাবে,—আর সে বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিশোধ, পুরুষোচিত বৃত্তিগুলোর গলায় পা দিয়ে অন্তরে জবা নৈবেদ্যের অর্ঘ অর্চ্চনা সাজিয়ে নারীর মত ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে আবেগভরে বল্‌বে—জয় মার্কণ্ডেয় ঋষির জয়—কেমন? এতদিন আমি কোন কথা বলি নাই তোমায়, ঋষি, দেখ্‌ছিলুম তোমার দৌড়; আজ আমার কথা—হয় তুমি তোমার চণ্ডীর মধ্যে আমাদিগেও নাও—না হয় ও চণ্ডীর লোপ কর।

মার্কণ্ডেয়। চণ্ডীর লোপ কর্‌ব! আমি?

দুর্গম। তুমি না কর—কর্‌ব আমি।

মার্কণ্ডেয়। পাগল তুমি। তুমি কি মনে কর, রাজা, এ চণ্ডী রচনা মার্কণ্ডেয় ঋষির? তা নয়, তার হাত দিয়ে হয়েছে, এই মাত্র। এ চণ্ডীর রচয়িত্রী সেই অনাদি মহাশক্তি—বিশ্ব রচনা যাঁর। পশুত্বের দলে ফেলে থাকে—সেই ফেলেছে তোমার পিতা, পিতামহদের; সেই দেখিয়েছে তোমার সচেতন অগ্নিময় বিরাট বংশটায়—ক্ষুদ্র, জড়পিণ্ড ছাই। আমার লেখনী—তার যোগান-মসী; সে ভাব, আমি ভাষা,—কি ক'রে লোপ কর্‌বে তুমি রাজা, সেই নিত্যা অবিনশ্বরীর অমৃত ভাবের অমর গ্রন্থ? এ চণ্ডীতে হাত দিতে আগে সে চণ্ডীর শেষ দেখ্‌তে হবে তোমায়।

দুর্গম। শেষ দেখা কি এখনও হয় নি তার, ঋষি? এই করীন্দ্রাসুরের যুদ্ধে? এই মুহুর্মুহুঃ পলায়নে?

মার্কণ্ডেয়। হয় নি রাজা—হয় নি। তার শেষই নাই—তার দেখ্‌বে কি?

দুর্গম। বড়ই বাড়িয়ে তুলেছ, ঋষি তুমি, এই মায়াবিনীটায়!

মার্কণ্ডেয়। আমি বাড়াই নি, রাজা, সে স্বতঃই বিরাট্। প্রমাণ চাও?

দুর্গম। না—না; পঙ্ককে প্রমাণ দিয়ে চন্দন ক'রে দেবে?

মার্কণ্ডেয়। পঙ্ক কে বল্লে তোমায়, রাজা?

দুর্গম। গুরু।

মার্কণ্ডেয়। কে—সে?

দুর্গম। জ্ঞান।

মার্কণ্ডেয়। যে জ্ঞান মহাশক্তি মহামায়াকে এত ক্ষুদ্র ব'লে দেখায়—সে জ্ঞান গুরু নয় রাজা—অতি লঘু।

দুর্গম। [তীব্রস্বরে] লঘু! জ্ঞান লঘু? যে জ্ঞান সর্ব্বনাশিনী মায়াকে অস্পর্শীয়া, বর্জ্জনীয়া—হত্যার ব'লে বুঝিয়ে দেয় সে জ্ঞান লঘু? জ্ঞানের আবার এ জ্ঞান সে জ্ঞান আছে না কি, ঋষি! জ্ঞান যে অদ্বৈত অখণ্ড; জ্ঞানই যে ব্রহ্ম। যে জ্ঞান নিয়ে সাধু পদ্মাসনে ধ্যান ধারণা করে, সেই জ্ঞান নিয়েই দস্যু বুকে হাঁটু দিয়ে ছুরি ধরে। একই আলো—কেউ তাতে উপনিষৎ পড়ে—কেউ বা তাতে ছবি দেখে। যে জ্ঞানবলে তুমি ধারণা করেছ মায়া নিখিল শাস্ত্র সারা, সেই জ্ঞান-বলেই আমি বুঝেছি—সর্ব্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব'লো না ঋষি জ্ঞান লঘু. আমায় লঘু বল—সহ্য হবে।

মার্কণ্ডেয়। রাজা! তুমি বুঝ্তে চাও, না তর্ক কর্তে চাও?

দুর্গম। বোঝ্বার জন্যই ত তর্কের সৃষ্টি, ঋষি।

মার্কণ্ডেয়। না, রাজা! তর্ক—দু' রকম আছে। এক—নত হ'য়ে সার সংগ্রহের জন্য তর্ক—সে সুন্দর; আর এক—তর্কের জন্য তর্ক—সে অনন্ত।

দুর্গম। সার কোথায় পাব, ঋষি—এ অসার ধোঁয়ার মধ্যে?

মার্কণ্ডেয়। তা' হ'লে রাজা! আমার সন্ধ্যা বন্দনার সময় যায়—বিদায়! শেষ কথা মার্কণ্ডেয়ের—সম্রাট্ সহস্র বাহু মিল্লেও আর তার

চণ্ডীর ছায়াস্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেন না। সে—ত আর পুঁথির আকারে নাই, সে আজ নিরাকার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে সৃষ্টির সমস্ত তত্ত্বে, মিশে গেছে জগতের প্রাণে প্রাণে, প্রতিধ্বনিত আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি কণ্ঠস্বরে ; মার্কণ্ডেয়ের কাজ শেষ।

[প্রস্থান করিলেন।

দুর্গম। [মার্কণ্ডেয়কে লক্ষ্য করিয়া] মার্কণ্ডেয়কে আবার নূতন কাজ ধরাবে, দুর্গম। রোধ কর্‌বে সে আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠ, ছিনিয়ে নেবে জগতের প্রাণ, উল্টে দেবে সৃষ্টির তত্ত্ব।

অঞ্জলি উপস্থিত হইল।

অঞ্জলি। সম্রাট্!

দুর্গম। রাজ-নন্দিনী!

অঞ্জলি। এখানে আবার কেন? এ ঋষির আশ্রমে?

দুর্গম। চণ্ডীর পরিশিষ্ট রচনার লোকের দরকার।

অঞ্জলি। তা—মার্কণ্ডেয় ঋষির কাছে?

দুর্গম। যে হাত দিয়ে হয়েছে রক্তবীজের পতন, সেই হাতেই হওয়াব করীন্দ্র-বিজয় ; যার রচনা—শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, তাকেই লেখাব দুর্গম-গৌরব ; যে দিয়েছে দৈত্যকুলে কালী—তাকে দিয়েই জ্বালাব সেই আঁধার বংশে সহস্র প্রদীপ।

অঞ্জলি। ভুল কর্‌ছ সম্রাট্! এ পরিশিষ্ট কি মার্কণ্ডেয় ঋষির লেখনীতে আসে? এস—এ পরিশিষ্ট লিখিগে তুমি আর আমি দুজনে মিলে নির্জ্জনে ব'সে। তুমি যোগাবে—ঐ উচ্চ হৃদয়ের গুপ্ত ব্যক্ত সমস্ত পরত নিংড়ে তোমার যত সারালো উপাদান, আমি বর্ণনা ক'রে যাব আমার উদাস নয়ন দিয়ে অব্যক্ত সে ভাব-লহরী। অনন্ত শূন্য হবে—আমাদের এ মহা-কাব্যের পত্রিকা, অক্ষয় লেখনী হবে অনন্ত জীবন ; অফুরন্ত মসী আমাদের

চারি চক্ষের দর বিগলিত প্রেমাশ্রু। এস—এস—রাজা! মিলি এস আজ দু জনে,—জ্ঞান আর ভক্তি, অনন্ত আর সীমা।

[প্রস্থান করিলেন।

দুর্গম। [দিব্যজ্ঞান পাইয়া আনন্দে উচ্চকণ্ঠে] আলোক! আলোক! [অঞ্জলির পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে আবার মোহ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া] না—না বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ!

[আর অঞ্জলির পথে চলিলেন না, তিনি অন্য পথে ছুটিয়া চলিলেন।]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত পাদদেশস্থ রণভূমি।

সমরক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত করীন্দ্রাসুর বিজয়মদে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

করীন্দ্র। যুদ্ধ—যুদ্ধ—অনন্ত দিকে, অনন্ত মূর্ত্তিতে, অনন্তকাল ব্যাপী সমুদ্রের সঙ্গে সূর্য্যরশ্মির যুদ্ধ, সংসারের সঙ্গে বৈরাগ্যের যুদ্ধ, অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষকারের যুদ্ধ, আসক্তির সঙ্গে জ্ঞানের যুদ্ধ, জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ, ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টির যুদ্ধ; প্রকৃতির সরলতার সেরা সৃষ্টি এমন যে কোমল ফুল—তার সঙ্গেও সৌন্দর্য্যের উপমা নিয়ে মানবের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিরাট যুদ্ধ! যুদ্ধ যুদ্ধ—অনন্ত দিকে, অনন্ত মূর্ত্তিতে, অনন্তকাল ব্যাপী। যুদ্ধই জীবনের কর্ম্ম, যুদ্ধই জন্মের উদ্দেশ্য, যুদ্ধই চৈতন্য স্বত্বা, নিত্য। এস

যুদ্ধ ! এস যুদ্ধ ! অবিরাম—আনন্দময় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আমার রক্ত ধোয়া অর্চ্চনা মন্দিরে,—আমি পূজা করি। বাজাও আকাশ ! বাজাও আকাশ তোমোর সৃষ্টি ত শুদ্ধ—জগতের সমস্ত কোমল সুর নিবিয়ে দিয়ে লৌহ মুদ্গরে রণ দামামা বাজাবার জন্য—বাজাও—আমি নৃত্য করি। ছোট বায়ু ! ছোট বায়ু ! জগতের যত গুপ্ত রহস্যের ক্ষিপ্র ঘোষণাকারী তুমি—ছোট—আমি তোমায় দিয়ে ঘোষণা করি—আমার এই অসুরজন্মের অসাধারণ আবিষ্কার—„যুদ্ধ—যুদ্ধ।"

দ্রুতপদে ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, করীন্দ্র ! এবার আমি ঠিক তোমার বন্ধু হ'য়ে এসেছি।

করীন্দ্র। যুদ্ধ এনেছেন ? যুদ্ধ এনেছেন, দেবরাজ ? বন্ধু হয় এসেছেন—যুদ্ধ এনেছেন ?

ইন্দ্র। এনেছি, করীন্দ্র, তোমার যোগ্য যুদ্ধ—বহু যত্নে। সেরূপ যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত ইঙ্গিতেও এক মুহূর্ত্তে পাও নাই। কখনও কালের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ ?

করীন্দ্র। [অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া] হা-হা-হা ; কালীর যুদ্ধে জয়ী আমি যে, দেবরাজ !

ইন্দ্র। সে কালী কালরূপিণী কালী ছিল না, করী ! সে কালী ছিল তোমার কাল-ভয়-বিনাশিনী কালী।

করীন্দ্র। [আগ্রহাতিশয়ে] কাল এসেছে—কাল এসেছে, দেবরাজ কালকে যে তা' হ'লে একবার আমার দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

ইন্দ্র। জগতের যা দেখ্‌বার, তোমার সব দেখা হ'য়ে গেছে ?

করীন্দ্র। জগতের আর দেখ্‌ব কি, দেবরাজ ! এ যুদ্ধময় জগতের আর দেখ্‌ব কি।

ইন্দ্র। পত্নীর প্রেম?

করীন্দ্র। যুদ্ধ; লালসা নিয়ে—বিরহ-মিলনে।

ইন্দ্র। পুত্রের মুখ?

করীন্দ্র। যুদ্ধ; স্বপ্ন নিয়ে—আশা-নৈরাশ্যে।

ইন্দ্র। আত্মীয়ের সেবা?

করীন্দ্র। যুদ্ধ—যুদ্ধ; স্বার্থ নিয়ে পদে পদে। রাখুন, দেবরাজ! আপনার ও দেখ্‌বার জিনিষগুলো; ও সব ছবি আমার নানা রংএর, নানা ভাবের, নানা প্রকারে দেখা। ও ছাড়াও—এ যুধ্যমানা মহাপ্রকৃতির মর্ম্মের ভিতর অন্ধকারের আস্তরণ চাপা নূতন কিছু যদি লুকানোও থাকে —থাক্; আমি তাও দেখ্‌তে চাই না। আমি চাই কাল। কই কাল, দেবরাজ? কই কাল?

পর্ব্বতোপরি সিংহ দেখা দিল।

ইন্দ্র। [তর্জ্জনী সঙ্কেতে] ঐ কাল—করীন্দ্র! ঐ কাল।

করীন্দ্র। [সিংহকে দেখিয়া ঘৃণাভরে] দেবরাজ! দেবরাজ! কোথায় নিয়ে চলেছেন আমায়? কোন্ দুর্গন্ধ কলঙ্ক-কটাহে ডুবিয়ে ধর্‌বেন করীন্দ্রের নাম? এ আবার কি অজানা প্রণালীর জঘন্য বন্ধুত্ব আপনার? এ হ'তে শরণ নেওয়াও যে আমার গৌরব ছিল। অষ্টশক্তি গেল, দশমহাবিদ্যা গেল, ঐ সিংহ আমার কাল?

ইন্দ্র। ঐ সিংহই তোমার কাল।

করীন্দ্র। থাক্, দেবরাজ, আপনার কাল—চিত্রে আঁকা প্রাকৃতিক ছবির মত—ঐরূপ থাবা পেতে ঐ পর্ব্বতের উপরেই অনন্তকাল। থাক্ আপনার যত্ন ক'রে যুদ্ধ এনে দেওয়া—গায়ে প'ড়ে বন্ধু হওয়া; পশুর সঙ্গে যুদ্ধ আমি কর্‌ব না।

ইন্দ্র। ও পশু সহজ পশু নয়, করীন্দ্র—পশুপতি। দেখ্‌ছ না—

সমস্ত পশুবলের অদ্ভুত একত্র সমাবেশ—ওর স্কন্ধদেশে কুঞ্চিত কি ভয়ানক ধূম্র ধূসর কেশররাজি ! দেখ্‌ছ না—ওর বিশ্বত্রাস বদনমণ্ডল, নির্গতরশ্মি অপলক লক্ষ্য, বিশাল দন্ত, লক্‌ লক্‌ জিহ্বা, ঘন ঘন উত্থিত সৃষ্টি-আকর্ষণী কি ভীষণ প্রলয় করা জৃম্ভণ ! দেখ্‌ছ না—ওর বিস্তৃত বক্ষ, স্ফুরিত গুম্ফ, ক্ষীণ কটি, সুচল' নখাগ্র, ঘুর্ণিত লাঙ্গুল, দুর্জ্জয় সাহস, গাম্ভীর্য্যময় উপবেশন—প্রতি অবয়ব, প্রত্যেক বিষয়ে—মহাকালের কি প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি !

করীন্দ্র। [বাহু আস্ফালন করিয়া] আয়—আয় তবে কাল ! মহাকালের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি যদি তুই—আয় তোর ছদ্মবপু ভৈরব ক্রোধে বিশাল ক'রে উন্মত্ত লম্ফে করীন্দ্রের আহ্বানে। আয় তোর গুপ্ত, সুপ্ত সমস্ত সামর্থ্য—ব্যক্ত, জাগ্রত, মূর্ত্তিমান্‌ ক'রে, সমর ক্ষিপ্ত এ মহাসুরের নিঃশ্বাস প্রবাহে। আয়—আয়—কাল ! ভাষাতীত ভাবাতীত সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ হ'য়ে, অপূর্ণ আমার অব্যক্ততায়। দেখি তুই কেমন কাল—দেখি তোর অভ্যন্তরে কি ?

ইন্দ্র। এস, এস কাল ! ব্যালোল সৃক্কদ্বয় বিস্ফারিত ক'রে ও শুষ্ক পার্ব্বত্যভূমি হ'তে নেমে এস—এ সুরসাল সমর প্রদেশে। সাদর আহ্বান, শ্রদ্ধার নিমন্ত্রণ ; পদার্পণ কর, আপ্যায়িত কর।

ঘোর গর্জ্জনে সিংহ উপস্থিত হইল।

যুদ্ধ কর, করীন্দ্র ! যুদ্ধ কর।

করীন্দ্র। কোন্‌ যুদ্ধ করবি, কাল ? অসিযুদ্ধ, ধনুর্যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ —কি যুদ্ধ চাস্‌, তুই ?

ইন্দ্র। ও—কাল, ওর আবার যুদ্ধের বিচার কি, করীন্দ্র ? তুমি যে যুদ্ধ চাও—

করীন্দ্র। ধরুণ আমার ধনুর্ব্বাণ, রাখুন অসি। [ইন্দ্রকে ধনুর্ব্বাণ ও অসি রাখিতে দিয়া] আমি মল্লযুদ্ধই করব, দেবরাজ ! আমরা হৃদয়-

বান্ অসুরজাতি—যে যেরূপ শত্রু, তার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহই ক'রে থাকি। আয়—আয় কাল! ধর তুই-ই আমায় আগে।

[সিংহ ঘোরগর্জ্জনে করীন্দ্রকে ধরিল, উভয়ের ভীষণ মল্লযুদ্ধ বাধিল]

ইন্দ্র। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

করীন্দ্র। [বাহুযুদ্ধে অসমর্থ হইয়া] দেবরাজ! তরবারিখানা দিতে হবে।

[ইন্দ্র তরবারি দিলেন—করীন্দ্র সিংহের সহিত অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন]

ইন্দ্র। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

[কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অসিযুদ্ধেও করীন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন]

করীন্দ্র। দেবরাজ! ধনুর্ব্বাণ—

[ইন্দ্র ধনুর্ব্বাণ দিলেন. করীন্দ্র সিংহসহ ধনুর্যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন]

ইন্দ্র। জয় মা! জয় মা! জয় মা!

[কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর করীন্দ্র ধনুর্যুদ্ধেও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, সিংহ তাঁহাকে ধরিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়া, তাঁহার উপর থাবা পাতিয়া বসিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল]

করীন্দ্র। দেবরাজ! বটে—কাল!

ইন্দ্র। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর, করীন্দ্র!

করীন্দ্র। [পূর্ব্বভাবে] আচ্ছা বন্ধুত্ব করলেন দেবরাজ, শেষটায়।

ইন্দ্র। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর, বীর!

করীন্দ্র। হয়েছে, দেবরাজ! ঠিক আমার উপযুক্ত।

ইন্দ্র। যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর—অসুর।

করীন্দ্র। [যন্ত্রণাসূচক] ওঃ—একবার বিশ্রাম দিবি কাল ? [দৃঢ়-ভাবে] না-না কর যুদ্ধ, মার—যত পারিস্ থাবা, ব'সা তোর যতগুলো দাঁত, অন্তরের অন্তস্তলে। [ইন্দ্রের প্রতি] দেবরাজ ! বল্‌তে পারেন—আপনি ত অমর—চির অমর হ'য়ে থাকাই সুখের, না—মরা, জন্মানই সুখের ?

ইন্দ্র। মরা-জন্মানই সুখের করীন্দ্র—অমর হওয়ার চেয়ে,—যদি মায়ের আঁচল ধ'রে জন্মায়, আর মায়ের কোলে মাথা রেখে মর্‌তে পায়।

[সিংহ প্রবল বিক্রমে করীন্দ্রকে থাবা মারিতে লাগিল এবং হুঙ্কার করিয়া কামড়াইয়া ধরিল।]

করীন্দ্র। ওঃ—কাল ! কাল ! কি তোর পাহাড় পড়া চাপড় ! কি তোর হাড় ভাঙা কামড় ! [একটু দৃঢ় হইয়া ইন্দ্রের প্রতি] আঁচল ধ'রেই যদি জন্মালো দেবরাজ—মর্‌বার সময় মাথা গুঁজ্‌তে কোল পাবে না কেন ?

ইন্দ্র। মাঝ্‌খানটায় যে আবার আঁচল ছেড়ে নিজের জোরে দাঁড়ানো রোগ আছে, করী !

[সিংহ মুহুর্মুহুঃ করীন্দ্রকে আঘাত করিতেছিল]

করীন্দ্র। ওঃ—সাবাস কাল ! সাবাস কাল ! যন্ত্রণায় করীন্দ্রের মুখ বিকৃত এই প্রথম হলো, তার পাথর-চোখ দিয়ে জল ঝরালি এই সবে তুই। [ইন্দ্রের প্রতি] দেবরাজ ! ভেবেছিলুম—আমার উপর বলবান্ কেউ নাই ; দেখ্‌ছি—কাল আছে। এর উপর কিছু আছে, একে এই রকম দেখা-বার ?

ইন্দ্র। বল নাই—কৌশল আছে।

করীন্দ্র। কাল ! কাল ! অহঙ্কার করিস্ না তোর উপরেও আছে। কি কৌশল দেবরাজ—শুনি ?

ইন্দ্র। ঐ ছাড়া আঁচল আবার দু-হাতে জড়িয়ে ধরা, মাকে মা ব'লে গড়িয়ে পড়া।

করীন্দ্র। [অভিমান জনিত ক্রোধে] খা কাল! খা কাল—আমার মাথা কড়মড়িয়ে, আমি শেষ নিঃশ্বাসে তোর জয় দিয়ে যাই; তুই-ই জগতের শেষ; তোর পূজা প্রচারের জন্য আমি জগতকে বার বার ব'লে যাই। দেবরাজ! আর আমি কেঁচে তার আঁচল ধর্‌তে যাব না, আর তাকে মা বল্‌তে পার্‌ব না। আমি আঁচল ছেড়েছি—না—সে-ই আমার হাত হতে ছিনিয়ে নিয়েছে?

ইন্দ্র। সে দোষ তোমারই, করী! তাকে মা বল্‌তেই হবে। তুমি অমন আলগা হাতে আঁচল ধ'রেছিলে কেন?

করীন্দ্র। তবু আমি তাকে মা বল্‌তে পারি না, দেবরাজ! যে প্রতি মুহূর্ত্তে—কখন আল্‌গা পাব খুঁজে বেড়ায়, অমনি পিছ্‌লে পড়্‌ব—তাকে মা বল্‌ব কেমন ক'রে? মা বল্‌ব কাকে—সন্তানের হাত শিথিল দেখ্‌লেই—যে উল্‌টে নিজের হাত দিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধর্‌বে—তাকে।

ইন্দ্র। আবার কেমন ক'রে ধর্‌তে হবে করীন্দ্র তোমায়? কোন্ খান্‌টায় ধরে নাই মা তোমার হাত—অযাচিত নিজের হাত বাড়িয়ে? কোথায় এসেছ তুমি দেখ দেখি? পড়েছিলে—কোন দুর্গন্ধময় পচা পল্বলে, এসেছ দেখ—কি সুন্দর সুরসাল রম্য-নন্দনে! চলেছিলে তুমি—অহমিকান্ধ লক্ষ্যহারা অনির্দ্দিষ্ট—জগতের জঘন্য পথে,—মৃত্যুর গবাক্ষ খুলে মা দেখিয়ে দিলেন, বিশ্রাম-মন্দিরের আলো,—অমনি ফিরেছ দেখ তুমি নিষ্কণ্টক জ্ঞান-পথে; অমনি স্মরণ হয়েছে—"কোথায় কালের কাল—কালবারিণী মা!" হারিয়ে ফেলেছিলে নেশায় ঝোঁকে—সংসারের সার মধুরত্ব—মায়ের উপর সন্তানের দাবী;—দেখ—মা কত দয়াময়ী, কেমন ধরেছে তোমায়? আবার তোমার সেই মধুর অভিমান, আবার দাঁড়িয়েছ সেই অঞ্চলাগ্র ধ'রে সেই নিজের জায়গায়, আবার সেই করীন্দ্র, তুমি।

করীন্দ্র। [দিব্য জ্ঞান পাইয়া আনন্দে] আবার সেই করীন্দ্র আমি!

আবার সেই করীন্দ্র আমি! কাল! কাল! মার্—তোর মৃত্যু দেওয়া থাবা—সেই করীন্দ্র আমি। বসা—তোর তীক্ষ্ণ দন্ত ঠিক এইবার আমার ঘাড়ের উপর—সেই করীন্দ্র আমি। নে, এইবার এক নিঃশ্বাসে রক্ত টানা দে একটা শোষ—সেই করীন্দ্র আমি।

[সিংহ ঘাড়ে ধরিয়া বজ্রগর্জ্জনে রক্ত শোষণ করিতে লাগিল]

ওঃ দেবরাজ! মা কই! মা কই! আর সময় নাই—আমি যে মা দেখ্‌তেই এসেছি! বন্ধু! গুরু! মা—মা কই? জগদ্ধাত্রী—

ইন্দ্র। ডাক, ডাক, মাকে—ঐ অবস্থায়—ঐ ভাবে।

করীন্দ্র। [ব্যাকুলকণ্ঠে] মা! মা!

ইন্দ্র। ডাক।

করীন্দ্র। মা! মা!

ইন্দ্র। ডাক।

করীন্দ্র। মা! মা!

সিংহপৃষ্ঠে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির আবির্ভাব, শূন্যে বাদ্যধ্বনি, রণস্থলে অপূর্ব্ব আলোক মালা, মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণের আগমন, দেবদেবীগণের আবির্ভাব, পুষ্পবৃষ্টি ও শঙ্খধ্বনি।

করীন্দ্রাসুরের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দর্শন ও নির্ব্বাণ।

যবনিকা।